NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Choice Based Credit System
(CBCS)

SELF LEARNING MATERIAL

HED
EDUCATION

CC-ED-01
Introduction to Educational Studies

Under Graduate Degree Programme

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুযোগ এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাণ্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

'UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes Regulations), 2020' অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নের সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক এবং কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) রঞ্জন চক্রবর্ত্তী

উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

(নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)

বিষয় : শিক্ষা (Education)

Course : শিক্ষামূলক চর্চার সূচনা

(Introduction to Educational Studies)

Course Code : CC-ED-01

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, 2022

First Print : December, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
(নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)

বিষয় : শিক্ষা (Education)

Course : শিক্ষামূলক চর্চার সূচনা
(Introduction to Educational Studies)
Course Code : CC-ED-01

অধ্যয়ন সমিতি (Board of Studies)
সদস্যবৃন্দ (Member)

ড. অতীন্দ্রনাথ দে
Director, SoE, NSOU, Chairman (BoS)

ড. সনৎ কুমার ঘোষ
Professor, SoE, NSOU

ড. শিবপ্রসাদ দে
Professor, SoE, NSOU

ড. দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী
Professor, SoE, NSOU

ড. অভিজিত কুমার পাল
Professor, Dept. of Education, West Bengal State University

ড. পাপিয়া উপাধ্যায়
Assistant Professor, SoE, NSOU

ড. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
Professor, Dept. of Education, University of Burdwan

ড. পরিমল সরকার
Assistant Professor, SoE, NSOU

ড. দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য
Professor, Dept. of Education, University of Kalyani

: কোর্স রচয়িতা :

মডিউল-১ : ড. দেবশ্রী ব্যানার্জি
Professor, Dept. of Education
University of Calcutta

মডিউল-২ : ড. পরিমল সরকার
Assistant Professor, SoE, NSOU

: সম্পাদনা :

ড. সনৎ কুমার ঘোষ
Professor, SoE, NSOU

:অনুবাদক:

ড. রাখীবৃতা বিশ্বাস
Assistant Professor of Botany (WBES)
Institute of Education (P.G.) for Women, Chandannagar, Hooghly

: বিন্যাস সম্পাদনা :

ড. পাপিয়া উপাধ্যায়
Assistant Professor, SoE, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ড. অসিত বরণ আইচ
কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

UG : শিক্ষা
(HED)

বিষয় : শিক্ষা (Education)

Course : শিক্ষামূলক চর্চার সূচনা

(Introduction to Educational Studies)

Course Code : CC-ED-01

মডিউল-১ : Education as a subject of study (বিদ্যাশৃংখলার বিষয় হিসেবে শিক্ষা)

একক-১ ❒ শিক্ষামূলক চর্চা 9-25

একক-২ ❒ শিক্ষা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন 26-39

একক-৩ ❒ বিদ্যাশৃংখলার বিষয় হিসাবে শিক্ষা 40-48

মডিউল-২ : Goals of Education (শিক্ষার লক্ষ)

একক-৪ ❒ শিক্ষার লক্ষ্য 51-77

একক-৫ ❒ একটি প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা 78-92

একক-৬ ❒ জ্ঞান বিকাশের শিক্ষা 93-110

মডিউল-১ :

Education as a subject of study

(বিদ্যাশৃংখলার বিষয় হিসেবে শিক্ষা)

একক ১ ❒ শিক্ষামূলক চর্চা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ শিক্ষামূলক চর্চা : ধারণা, প্রকৃতি এবং পরিধি/ব্যাপ্তি

১.৩.১ ধারণা

১.৩.২ প্রকৃতি

১.৩.৩ ব্যাপ্তি/পরিধি

১.৪ শিক্ষামূলক চর্চার দিক

১.৫ শিক্ষা এবং সমাজ

১.৬ সারাংশ- প্রশ্নসমূহ

১.৭ রেফারেন্স

১.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা

- শিক্ষাগত অধ্যয়নের ধারণা, প্রকৃতি এবং সুযোগ সুবিধা সমূহ বুঝতে সক্ষম হবেন;
- শিক্ষামূলক অধ্যয়নের নানা দিকগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা এবং সমাজ কীভাবে আন্তঃসম্পর্কিত তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১.২ ভূমিকা

"শিক্ষা" একটি খুব সাধারণ শব্দ। কিন্তু আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি EDUCATION বলতে কী বোঝেন; সব সম্ভাবনায় আপনি দেখতে পাবেন যে এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর থাকবে। কেউ বলবে এটা শেখা, কেউ বলতে পারে এটা জ্ঞান অর্জন, কেউ বলতে পারে এটা একটা কোর্স শেষ করার পর কোন ডিগ্রি পাওয়া; কেউ কেউ বলতে পারেন এটি একজন ব্যক্তির বিকাশের সর্বাঙ্গীণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দটি 'Education' আসলে নিম্নলিখিত ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যথা—

'Educcre' যার অর্থ হল বের করা,

'Educare' যার অর্থ পুষ্ট করা এবং

'Educatum' (এডুক্যাটাম), যার অর্থ হল নির্দেশ দেওয়া।

এই তিনটি শব্দকে একত্রিত করলে, আমরা দেখতে পাব যে "শিক্ষার বা এডুকেশনের অর্থ হল ব্যক্তিদের যে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতাগুলি থেকে বের করে আনা এবং যথাযথ নির্দেশে দানের মাধ্যমে তাদের পুষ্ট করা"। এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন আসতে পারে। এইভাবে, শিক্ষা একজনের আচরণের পরিবর্তনে সাহায্য করে। শিক্ষা হল জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং অভ্যাস অর্জনের একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। সুতরাং এর অর্থ হল গোপন ও প্রকাশ্য আচরণ শেখা বা পরিবর্তন করা। এটি জন্মের সময় থেকে একজনের জীবনের শেষ অবধি নিরন্তর ঘটে চলা একটি প্রক্রিয়া। এটি শুধুমাত্র স্কুল এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এতে সাধারণ এবং কর্মক্ষেত্রের মানুষও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, এটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। এটি কি শুধুমাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হয়? না, আমাদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে, বন্ধুদের কাছ থেকে, সংবাদপত্র, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমেও আমরা শিক্ষা পাই।

১.৩ শিক্ষামূলক চর্চা : ধারণা, প্রকৃতি এবং পরিধি/ব্যাপ্তি

১.৩.১ ধারণা

শিক্ষা বা শিক্ষাগত অধ্যয়নের মতো একটি বিমূর্ত ধারণা বোঝার জন্য, একজনকে কার্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ বা প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে হবে। এই ধরনের ধারণাগুলি যে কার্য সম্পাদন করে বা যে প্রেক্ষাপটে এই জাতীয় ধারণাগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় সেগুলির উপযুক্ত পর্যালোচনা করতে হবে। তবে আরেকটি অর্থও রয়েছে যেখানে লোকেরা (সম্ভবত ভুলভাবে) শিক্ষাকে একটি উপকরণ হিসাবে দেখে, যার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সামাজিক পরিবর্তন আনা হয়। পরবর্তী অর্থে ব্যাখ্যা করা হলে, অর্থনীতিবিদরা শিক্ষাকে এমন পণ্য হিসাবে দেখে থাকেন যেখানে সম্প্রদায়ের জন্য বিনিয়োগ করা লাভজনক। সমাজবিজ্ঞানীরা বলবেন যে, শিক্ষা একটি সামাজিকীকরণ শক্তি এবং শিক্ষকরা সম্প্রদায়ের সামাজিকীকরণ সংস্থা। একইভাবে, একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলবেন যে শিক্ষার ভূমিকা হল শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা। এতে আমাদের মনে হবে যে শিক্ষা একটি পণ্য, রিয়েল এস্টেট, সামাজিক কর্ম মনোরোগবিদ্যার ধরন প্রভৃতি। শিক্ষা যা তা ই এবং এটিকে যে শুধু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাই নয়, শিক্ষা উপরের সমস্তটিতেই রয়েছে এবং প্রতিটিই শিক্ষার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত, তবুও এটি এই সবের উপরে রয়েছে। আমরা শিশুদের শিক্ষিত করার কথা বলি, তাদের শেখানো বা নির্দেশ দেওয়ার কথা বলি; সামাজিকীকরণ বা উন্নয়ন বা তাদের ভাল নাগরিক বা ভাল মানুষে রূপান্তরিত করার কথা বলি। এই সমস্ত অভিব্যক্তিতে অবশ্যই এমন কিছু আছে যাকে আমরা শিক্ষা বলি। কিন্তু এটা ঠিক কি, একটি প্রক্রিয়া নাকি একটি ফলাফল তা খুব স্পষ্ট নয়। যদি এটি প্রক্রিয়া হয় তবে এটি কীভাবে ঘটে বা এর শর্তগুলি কী? এবং যদি এটি একটি ফলাফল হয়, তাহলে এটি দেখতে কেমন? কিভাবে এটি সংজ্ঞায়িত করা যাবে? এই ধরনের এবং আরও অনেক প্রশ্ন আছে, যা আমাদের মনে আসে যখন আমরা শিক্ষাকে বোঝার কথা বলি। এই ইউনিটে, শিক্ষার আরও গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছানোর জন্য এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

এডুকেয়ার বলতে “পালন করা” বা “পুষ্ট করা” কে বোঝায়, যেখানে ‘শিক্ষার’ শব্দের অর্থ “উত্থান করা” বা “টেনে আনা”। অন্য কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে এই শব্দটি অন্য ল্যাটিন শব্দ ‘educantum’ থেকে এসেছে যার মধ্যে দুটি উপাদান রয়েছে। যেমন ‘এডুক্যান্ট’ আভ্যন্তরীণ থেকে বাহ্যিক দিকে অগ্রসর হওয়াকে বোঝায় এবং “ডুকো” বলতে বোঝায় উন্নয়নশীলতা বা অগ্রগতি। এই শব্দগুলির একটি বিশ্লেষণ প্রকাশ করে যে-শিক্ষার উদ্দেশ্য হল একজন শিক্ষার্থী বা শিশুকে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত সম্ভাবনাকে বের করে আনা এবং বিকাশ করার জন্য একটি পুষ্টিকর পরিবেশ প্রদান করা। ভারতে, শিক্ষার ধারণাটি প্রাচীনকালে বিকশিত “গুরুকুল পরম্পরা” থেকে পাওয়া যায়। মূলত, একটি গুরু-শিষ্য বা শিক্ষক শিষ্য ঐতিহ্য প্রাচীনকালে পরবর্তীস্তরের শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিল। সংস্কৃতে দুটি বিশিষ্ট শব্দ যেমন, “শিক্ষা” এবং “বিদ্যা” Education শব্দটির সমতুল্য। পুর্বেরটি মূল শব্দ “শাস” থেকে উদ্ভুত হয়েছে যার অর্থ “শৃঙ্খলাবদ্ধ করা” বা “নিয়ন্ত্রণ করা”। পরের শব্দটি মূল শব্দ “ভিড” থেকে উদ্ভূত যার অর্থ “জানা”। তাই, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা একজন ব্যক্তির শিক্ষার প্রধান দুটি দিকের উপর জোর দেয়। এগুলো হলো ‘শৃঙ্খলা’ এবং ‘জ্ঞান’। একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই সুশৃঙ্খল হতে হবে এবং একটি ফলপ্রসূ জীবন যাপনের জন্য নতুন জ্ঞান-অর্জনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কৌতূহল গড়ে তুলতে হবে। অতএব, শিক্ষামূলক অধ্যয়ন হল অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র যা শিক্ষা কীভাবে ঘটে তা দেখার চেষ্টা করে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা এবং স্কুলের জটিলতা সম্পর্কে গভীর ধারণা তৈরি করতে চায়। এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির বিস্তৃত পরিসরের সাথে শিক্ষা যেভাবে মিথস্ক্রিয়া করে সেগুলি সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বিকাশ করার চেষ্টা করে। এটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার শৃঙ্খলা অধ্যয়ন করার সুযোগ দেয় কারণ এটি অন্যান্য শিল্প বা সামাজিক বিজ্ঞান শাখার সাথে সম্পর্কিত।

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষাটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের একটি অংশ হিসাবে অধ্যয়ন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিশেষ করে স্কুলগুলিতে, বি এড ডিগ্রিকে শিক্ষার ডিগ্রি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। তারপর শিক্ষাকে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের সমন্বয় হিসাবেও অধ্যয়ন করা হয়েছিল। এটি প্রধানত শ্রেণীকক্ষ এবং স্কুল শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে কাজ করে। দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হত কারণ বিভিন্ন সত্তা ছিল মূলত তাত্বিক প্রকৃতির। প্রধান ফোকাস ছিল যে তারা কেবল শ্রেণীকক্ষ এবং শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনায় পড়াতে যাচ্ছিল। ধীরে, ধীরে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটলে, পাঠদান আর শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকল না। শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পরিবর্তন হতে থাকল। দূরশিক্ষা, উন্মুক্ত শিক্ষা, ইন্টারনেট ইত্যাদি আসার সাথে সাথে শিক্ষণ ও শেখার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। স্কুলে শিক্ষাদানের পাশাপাশি, উচ্চশিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা, দূরত্ব এবং উপযুক্ত শিক্ষার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অবদানকে ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তির সাথে একত্রিত করে একটি নতুন ক্ষেত্র গঠন করার প্রয়োজন ছিল শিক্ষাগত কার্যর জন্য যাকে বলা হয় শিক্ষা বা শিক্ষাগত অধ্যয়ন।

সংজ্ঞা :

একজন মানুষের শিক্ষা, সম্ভবত, যে কোনো মানবসভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট লক্ষ্য যা এই পৃথিবীতে আগে ছিল বা এখনও আছে। তাই দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং মহান চিন্তাবিদরা শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে, মানুষ তাদের বাস্তবতা, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস ব্যবস্থার ধারণা খুঁজে পায়। যদিও এই ধরনের সংজ্ঞা সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করতে পারে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো একক সংজ্ঞা পাওয়া যায় নি যা সবাইকে সন্তুষ্ট করে। শিক্ষার সার্বজনীন সংজ্ঞার অনুসন্ধান এখনও অব্যাহত রয়েছে। তবে, মহান দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদদের দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষার সংজ্ঞাগুলিকে বিস্তৃতভাবে তিনটি প্রধান ধারায় শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। সেগুলি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হল—

- **আধ্যাত্মিক সাধনা হিসাবে শিক্ষা :**

আধ্যাত্মিক সাধনা হিসাবে শিক্ষার রূপ বিধান মূলত একটি ভারতীয় ধারণা। বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদরা শিক্ষাকে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে প্রচার করে আসছেন। উপনিষদের মতে, "শিক্ষা হল এমন কিছু যার শেষ ফল মোক্ষ" এবং আদি শঙ্করাচার্য বলেছেন, "শিক্ষা হল আত্ম উপলব্ধি"। ঋগ্বেদ বলে, "শিক্ষা এমন একটি জিনিস যা মানুষকে আত্মনির্ভরশীল এবং নিঃস্বার্থ করে তোলে"। বিবেকানন্দ বলেছেন, "শিক্ষা হল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ঐশ্বরিক পরিপূর্ণতার প্রকাশ"। এই সমস্ত সংজ্ঞা পূর্ব-অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, আর তাই শিক্ষার প্রধান ভূমিকা হল মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে বিদ্যমান দেবত্বকে বের করে আনা এবং তাকে নিজেকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা এবং তাকে পরিত্রাণ অর্জনে নেতৃত্ব দেওয়া।

- **জন্মগত মানবিক সম্ভাবনার হিসাবে বিকাশ :**

কিছু শিক্ষাবিদদের মতে, মানুষ হল সমৃদ্ধ অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মূর্ত প্রতীক এবং শিক্ষার কাজ হল এই সম্ভাবনাগুলি বিকাশ, বৃদ্ধি এবং উপলব্ধি করতে সহায়তা করা। এই সহজাত সম্ভাবনাগুলিকে একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই ব্যবহার করতে হবে এবং তার বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তবয়স্কতার বিকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যাবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে লালন-পালন করতে হবে। রুশো বলেছিলেন, "শিক্ষা হল শিশুর ভেতর থেকে বিকাশ"। প্লেটো প্রচার করেছিলেন যে, "শিক্ষা ছাত্রের দেহে আত্মায় সমস্ত সৌন্দর্য এবং সমস্ত পরিপূর্ণতা বিকশিত করে যতটা সে করতে সক্ষম হয়", যেখানে ফ্রোবেল বলেছিলেন, "শিক্ষা হল ইতিমধ্যে জিনের মধ্যে যা রয়েছে তা প্রকাশ করা। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশু আভ্যন্তরীণকে বাহ্যিক করে তোলে"। মহাত্মা গান্ধীর মতে, "শিক্ষা বলতে, আমি বলতে চাইছি শিশু এবং মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম দিক থেকে দেহ, মন এবং আত্মার পূর্ণ বিকাশ"। টি. পি. নুন বলেছেন, "শিক্ষা হল শিশুর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ যাতে সে তার সর্বোত্তম ক্ষমতা অনুসারে মানব জীবনে একটি মৌলিক অবদান রাখতে পারে।"

এই সংজ্ঞাগুলির একটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ পায়—

- মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক রয়েছে—শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক;

- শিক্ষার কাজ হল একজন ব্যক্তির এই সহজাত ক্ষমতার সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশকে নিশ্চিত করা যাতে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য একক পুষ্টিকর এবং সহায়ক পরিবেশ প্রদান করা হয়।

- **সামাজিক অভিযোজন ও শিক্ষা :**

কিছু চিন্তাবিদদের মতে, শিক্ষা হল বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম যেহেতু এটি হল ম্যাক্রো-সামাজিক ব্যবস্থার একটি সাব-সিস্টেম। তাই, একজন ব্যক্তির শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার অভিযোজনের উপর জোর দেওয়া উচিত। এই প্রেক্ষাপটে, শিক্ষার ব্যক্তিগত মাত্রার তুলনায় শিক্ষার সামাজিক মাত্রা অগ্রাধিকার পায়। উদাহরণস্বরূপ, কৌটিল্য বলেছেন, "শিক্ষা মানে দেশের জন্য প্রশিক্ষণ এবং জাতির প্রতি ভালবাসা"। একইভাবে জন ডিউই বলেছেন যে, "জাতির সামাজিক চেতনার বিকাশে ব্যক্তির অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষা এগিয়ে যায়"।

১.৩.২ প্রকৃতি :

শিক্ষা হল একটি ত্রি-পোলার বা ত্রিমাত্রিক প্রক্রিয়া।

নিম্নে একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃতির ধারণাটিকে তুলে ধার হল—

চিত্র - 1: শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পরিবেশ শিক্ষার তিনটি মেরু গঠন করে

পরিবেশ, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা এই তিনটির মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষার দ্বারা এবং আচরণের পরিবর্তনের দিকে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করে। বৃহত্তর পরিবেশ বা সমাজ পাঠক্রম প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণের লক্ষ্য, বিষয়বস্তু এবং শাধদান/শিক্ষণ পদ্ধতিগুলির নির্ধারণ করে। শিক্ষামূলক অধ্যয়ন পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াটির অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে যার মাধ্যমে একজন শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং ইতিবাচক মনোভাব অর্জন করে। এটি শিক্ষা এবং শেখার বিভিন্ন পদ্ধতি, বৃদ্ধি এবং বিকাশের পর্যায়গুলিকে খতিয়ে দেখে। এটি নীতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, এর বাস্তবায়নের উপায় এবং পদ্ধতিগুলি দেখার চেষ্টা করে। সুতরাং, শিক্ষাগত অধ্যয়নের প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল, কারণ শিক্ষা একটি জটিল প্রক্রিয়া।

১.৩.৩ পরিধি :

কোন বিষয় এর Scope বা পরিধির মানে হল এর দৃষ্টিভঙ্গির পরিধি তথা দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষেত্র বা কার্যকলাপের সুযোগ সমূহ, পদ্ধতি এবং প্রয়োগ-এর সামগ্রিক। ব্যাপক অর্থে, শিক্ষা মাতৃগর্ভে শুরু হয় এবং সমাধিতে শেষ হয়। এটি একজন ব্যক্তির সমগ্র সত্তার সাথে এবং তার পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষাগত অধ্যয়নের সুযোগ বিভিন্ন সামাজিক তার স্থান বা পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠ শিক্ষামূলক কার্যক্রম, জ্ঞান অধ্যয়নের প্রধান লক্ষ্য বাদ শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ইত্যাদির পরিসরের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে। শিক্ষার নিম্নলিখিত ভিত্তি বা মাত্রাগুলির সমন্বয়কেই শিক্ষাগত অধ্যয়নের পরিধি বলা যেতে পারে। যেমন—

→ শিক্ষাগত দর্শন :

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার দর্শন একটি পৃথক এবং নতুন শাখা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। শিক্ষাগত দর্শন হল দর্শন এবং শিক্ষার প্রকৃষ্ট সমন্বয়। শিক্ষাগত দর্শন হল সেই দর্শন যা শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োগ করা হয়। এটি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ভিত্তি তৈরি করে।

→ শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান :

শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানকে সংক্ষেপে 'শিক্ষা ও সমাজের মধ্যের সম্পর্কের অধ্যয়ন' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। সমাজ বিদ্যার এই শাখাটি শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রশাসন ও তত্বাবধান, পাঠ্যক্রম এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইত্যাদির পর্যালোচনা ও উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে।

→ শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞান :

শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানকে সবচেয়ে প্রভাবশালী কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যা বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞান একটি শিশুর শারীরিক, সামাজিক এবং মানসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়কে অধ্যয়ন করে। এটি একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধমত্তা, সমন্বয় সাধন এবং বোধের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির মোকাবেলা ও সমাধানে সহায়তা করে।

→ শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যা :

এই অধ্যয়নের শাখাটি শিক্ষক এবং ছাত্রদেরকে বিভিন্ন শিক্ষণ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য (কমপক্ষে) সময়, শক্তি এবং সংস্থান দিয়ে সর্বাধিক কার্যকর শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করে।

→ বিশেষ শিক্ষা :

বিশেষ শিক্ষা বলতে বোঝায় সমাজের বিপথগামী গোষ্ঠীগুলিকে এবং ভিন্নভাবে সক্ষম, অনগ্রসর বা প্রান্তিক শ্রেণীর মানযদের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিকে।

→ অধ্যয়নের অন্যান্য ক্ষেত্র সমূহ :

যেহেতু শিক্ষা গতিশীল, সমাজের অগ্রগতিতে তাই এটি একটি গতিশীল ভূমিকা পালন করে। তাই অনেক নতুন বিষয়গুলির অধ্যয়ন শিক্ষার এখতিয়ারের অধীনে আসছে যেমন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা,

গ্রন্থাগার শিক্ষা, অডিও-ভিজ্যুয়াল শিক্ষা, জনসংখ্যা শিক্ষা, পরিবেশগত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, বিশ্বায়ন এবং শিক্ষা ইত্যাদি।

১.৪ শিক্ষামূলক চর্চার দিক

গত উপ-ইউনিটে, আমরা শিক্ষা শব্দটির অর্থ, শিক্ষাগত অধ্যয়নের ধারণা, প্রকৃতি এবং সুযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা এর সেই দিকগুলো দেখব যা শিক্ষাগত অধ্যয়নের সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা ও সমস্যা সমাধানে করে। আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষাগত অধ্যয়ন বিভিন্ন দিককে কভার করে যেমন ছাত্র শিক্ষা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষ প্রদান ইত্যাদি।

- **শিক্ষামূলক চর্চার প্রধান দিকগুলির সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিম্নরূপ :**
  - এর জন্য শিক্ষাগত দর্শনের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয় তাই শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার প্রকৃতি, শিক্ষার গুরুত্ব এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যাবলী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।
  - শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিশুর সার্বিক বিকাশ। মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে শিশুকে ভালোভাবে বুঝতে এবং শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশে, সামাজিক সমন্বয়, স্বতন্ত্র পার্থক্য, ব্যক্তিত্ব, চিন্তাভাবনা, যুক্তি গড়ে তুলতে এবং সমস্যা সমাধানে। মনোবিজ্ঞান উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি বোঝা, মনোযোগ আকর্ষণের উপায়, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষকের চাপ এবং শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের ধারণ, রক্ষণ ও সমস্যার সাথে মোকাবিলা করা এই দিকগুলিতেও সাহায্য করে। এই সবদিক গুলিতে শিক্ষাগত মনবিজ্ঞান-মূলতঃ সহায়তায় হয়।
  - শিক্ষকের পাশাপাশি শিশুও বৃহত্তর সমাজে বসবাস করে কিন্তু শ্রেণীকক্ষ একটি ক্ষুদ্র সমাজ। বা বৃহত্তর সমাজেরই প্রতিরুপ শিক্ষাগত অধ্যয়ন ব্যক্তির প্রয়োজন, সমাজ-এর প্রকারভেদ, সংস্কৃতি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরস্পর নির্ভরতা ইত্যাদি দিক গুলির অনুসন্ধান করে।
  - বর্তমান সবসময় আমাদের অতীতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। তাই শিক্ষাগত অধ্যয়ন বর্তমান সিস্টেমের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রকৃতি, এর লক্ষ্য, নীতি, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, অধ্যয়নের উপকরণ ইত্যাদি অনুসন্ধনা করে। শিক্ষার ইতিহাস অনুধাবন শিক্ষাগত অধ্যয়ন দ্বারা বিবেচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।
  - শিক্ষা মানব সম্পদকে বিকাশের দিকে নিয়ে যায় যা আবার সাহায্য করতে পারে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে। খরচ বা বিনিয়োগ এবং রিটার্ন খতিয়ে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাগত অধ্যয়ন জ্ঞানের চাহিদা, জাতীয় এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সুযোগ সন্ধান করার চেষ্টা করে। শিক্ষার অর্থনীতিও এমন একটি দিক যার দিকে নজর দিতে হবে।
  - আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের সাথেসাথে শিক্ষকদের ও পরিবর্তিত হতে হচ্ছে প্রয়োজন অনুসারে। পাঠদান পদ্ধতিও দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষাদানের

দক্ষতা ও দক্ষতাকে সতেজ করতে হবে, শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এই দিকটি শিক্ষামূলক অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজ, জাতি এবং সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতির জন্য ক্রমাগত পুনর্বিবেচনা এবং গবেষণা করার প্রয়োজন আছে।

১.৫ শিক্ষা এবং সমাজ

শিক্ষা এবং সমাজ একে অপরের সাথ ওত্প্রোত ভাবে জড়িত। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকেই আমরা দেখতে পাই যে মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে। নিজের খাওয়ার জন্য, প্রাণী হত্যার জন্য তারা পাথর ব্যবহার করেছিলেন। তারপরে পাথর ধারালো করতে এবং অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল, যা প্রাণী শিকারকে সহজ করে তুলেছিল। নিজেকে ঢেকে রাখতে এবং আবহাওয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে শিকার করা প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করতে শিখেছিলেন। আবিষ্কার করে ছিল কিভাবে দুটি পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো যায়, নিজেকে উষ্ণ রাখতে, রান্না করতে বা পশুর কাঁচা মাংস ভাজতে এবং আরও সুস্বাদু খাবার খেতে শিখেছিল। পরিবেশ থেকে তার পরিবর্তন শেখা হয়েছে। পরিবেশগত চাহিদা এবং অভিজ্ঞতাই আসলে মানুষের তার অনুপ্রেরণাদায়ক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে ও করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

আমরা সবাই জানি যে শিক্ষা আমাদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। এবং এই সমন্বয় সারা জীবন বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ভাষা শিখি যারা আমাদের প্রথম পরিবেশ তৈরি করে। আমরা প্রথমে অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করি তারপর আমাদের চাহিদা প্রকাশ করতে এবং পরিবেশে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে কথা বলতে শিখি। পরিবার আমাদের সামাজিকীকরণের প্রথম স্থান। আমাদের পরিবারের সদস্যরা বৃহত্তম সমাজের একটি অংশ। পরিবারের সদস্যরা আমাদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতির সাথে শিক্ষিত করে। আমরা শিখি এবং ধীরে ধীরে সেই সমাজের অংশ হতে আমাদের আচরণ পরিবর্তন করি। স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসলে ক্ষুদ্র সমাজ। লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। সেগুলি পাঠক্রমের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। আমরা আরও দেখতে পারি যে কীভাবে সমাজের দ্বারা সমুন্নত মূল্যবোধগুলি পাঠক্রমে এবং গোপনে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পোষাক কোড, গুরুত্বপূর্ণ দিন উদ্‌যাপন ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে প্রতিষ্ঠানে আসে, বিভিন্ন রীতিনীতি এবং ভাষা অনুসরণ করে। প্রতিষ্ঠানে, সদস্যদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া হয় বা আত্তীকরণ এবং অভিযোজনের দিকে পরিচালিত করে। প্রতিষ্ঠানের নিয়মগুলি আমাদের এই মূল্যবোধকে বিকশিত করে যে আমাদের ব্যক্তি হিসাবে স্বাধীনতা এবং পার্থক্য থাকতে পারে তবুও প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সুবিধার জন্য আমাদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। শিক্ষা এবং সমাজ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা সামাজিক পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। একই সময়ে, আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি সমাজের প্রয়োজন বা মূল্যবোধ দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্কুল এবং কলেজের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা নিম্নলিখিত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি বিকাশ করি যা ভবিষ্যতের নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয়।

→ মিথস্ক্রিয়া :

মিথস্ক্রিয়া যোগাযোগ ও সম্পকের উন্নয়নে সাহায্য করে। একটি সমাজের জন্য তার সদস্যদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মিথস্ক্রিয়া হল প্রতিক্রিয়ার একটি ব্যবস্থা যা ব্যক্তির সামাজিক মনোভাব এবং আচরণের যথাযথ পরিবর্তন আনে।

→ সামাজিকিকরন :

সামাজিকিকরণ ব্যক্তি ও সবাজ উভয়ের পরিবর্তনে সাহায্য করে। সামাজিকিকরণের উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভাষা শেখা, কিছু সুঅভ্যাস গড়ে তোলা, খাবার গ্রহণের উপায় ইত্যাদির কথা। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সামাজিক আচার, ঐতিহ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হয় যা সামাজিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দিকে পরিচালিত করে,

→ বিরোধিতা এবং সহযোগিতা :

সমাজে পরিবর্তন ঘটতে পারে, বিরোধিতার মাধ্যমে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংঘাতের মাধ্যমে বিরোধিতা প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রতিযোগিতা, গঠনমূলক এবং সামাজিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যেখানে দ্বন্দ্ব সংকীর্ণ এবং ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির হয়। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একসাথে কাজ করা হল সহযোগিতা। যেকোন অগ্রগতি ঘটাতে সমাজের সদস্যদের জন্য সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

→ আত্তীকরণ :

যখন একটি সংস্কৃতি বা গোষ্ঠী অন্য সংস্কৃতি বা গোষ্ঠী থেকে নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক আদর্শকে গ্রহণ করে এবং এটিতে তাদের নিজস্ব অংশ করে তোলে, তখন এটি আত্তীকরণ। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ধরন। দুটি সামাজিক গোষ্ঠী ক্রমাগত যোগাযোগের মাধ্যমে একে অপরকে প্রভাবিত করে যা নতুন সাংস্কৃতিক একক উত্থানের দিকে পরিচালিত করে।

→ বাসস্থান :

যখন সমাজ ক্ষমতার দুটি গোষ্ঠী একে অপরের উপর আধিপত্য না করে একসাথে বসবাস করার প্রবণতা রাখে, একে অপরকে সমন্বয় এবং পার্থক্য সহনশীলতার মাধ্যমে গ্রহণ করে, তখন এটি বাসস্থান।

উপরের সামাজিক প্রক্রিয়াগুলো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষাগত প্রক্রিয়ার সাথে খুবই মিল আছে। ছাত্র এবং শিক্ষক, ছাত্র এবং ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষকের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া রয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক এবং ভারসাম্যপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিকীকরণও ঘটে। প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতায় উৎসাহিত করা হয়। আত্তীকরণ, সংমিশ্রণ এবং বাসস্থানের মাধ্যমে নতুন ধারণার বিকাশ ঘটে যা সমাজের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে। আবার, সমাজ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য নাগরিক প্রদান করে।

একটি উদাহরণ দেখি, 100-150 বছর আগের ভারতের কথা ভাবুন। প্রাথমিকভাবে অধিকাংশ মেয়েকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হতো না। ধনী শ্রেণীর মাত্র অল্প কিছু মেয়েই নিজ নিজ বাড়িতে শিক্ষকদের দ্বারা পড়া এবং লেখার প্রাথমিক দক্ষতায় প্রশিক্ষিত হত। তারপর বেশিরভাগ স্কুলে শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য ব্যবস্থা করা হতো। মধ্যবিত্ত পরিবারের খুব কম ভারতীয় মেয়েরা স্কুলে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর, রাজা

রামমোহন রায় এবং অন্যান্য সমাজ সংস্কাররাও মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য আরও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের স্কুল ছিল কম, এবং কোন সহ-শিক্ষামূলক স্কুল ছিল না। ধীরে ধীরে, মেয়েরা স্কুল শিক্ষা পেতে শুরু করলে, তারা আরও শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করে। তারা সাম্য ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিল। তাই, পরিবারগুলি কম অনমনীয় হয়ে উঠতে শুরু করে এবং নারীশিক্ষার জন্য আরও অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি শিক্ষার মূল্যের কারণে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের সাথে সাথে, সমাজ মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এটা উপলব্ধি করা হয়েছিল যে নারীরা জাতির মানব সম্পদ হয়ে উঠবে। তাই, কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক কোর্সেও মেয়েদের ভর্তির জন্য সমাজ কর্তৃক অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ধীরে ধীরে সমাজ মেয়েদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বা ছেলেদের প্রতিষ্ঠানকে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেয়। মেয়েরাও কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য এনে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে শুরু করল। এভাবে আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে শিক্ষা সমাজের প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হয় এবং সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সহায়তা করে। দুটি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং একটি অন্যের দিকে নিয়ে যায়।

→ সমাজ :

Ottaway (1953)-এর মতে, "মানুষ একসাথে থাকলে বলা হয় একটি সমাজ বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে।" অটওয়ে দ্বারা উদ্ধৃত; আর. জি. কলিংউড একটি সমাজকে "এক ধরনের সম্প্রদায় (বা একটি সম্প্রদায়ের একটি অংশ) হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার সদস্যরা তাদের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং একটি সাধারণ লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের দ্বারা একত্রিত হয়েছে। এটি এমন একটি লোকদের একটি সমষ্টি যারা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে।" একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মানব সমাজ বিদ্যমান সমাজ থেকে তার সংস্কৃতি, রীতি, নীতি শেখে। এই সমস্ত নীতিগুলি সমাজ নিজেই তৈরি করে তবে একবার এই নীতিগুলি তৈরি হয়ে গেলে, তারা সমাজের কার্যকারিতা এবং ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। যে ব্যবস্থাগুলি (অর্থনীতি, শিক্ষানীতি) সমাজের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি সেই সমাজের উপ-ব্যবস্থা (sub-system)। এই সাব-সিস্টেমগুলি অন্ত:নির্ভরশীল কারণ তারা ধারণা বা নীতিগুলিকে স্থানান্তর করে যা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি উপ-ব্যবস্থা হিসাবে, শিক্ষার প্রকৃতি গতিশীল, স্থির নয় কারণ এটি সমাজের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। আপনি অনেক বই, তত্ত্ব ইত্যাদি পড়তে পারেন যা আপনাকে একটি সাব-সিস্টেম হিসাবে শিক্ষার ধারণাগত জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দিক দিয়েছে। শিক্ষা বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থা অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। আপনি এই ইউনিটে শিক্ষার সাথে এই সমস্ত উপ-ব্যবস্থার আন্তঃসম্পর্ক পড়বেন।

⇉ একটি সামাজিক উপ-ব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এবং কার্যাবলী :

একটি উপ-ব্যবস্থা হিসাবে, শিক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

- শিক্ষা হল বৃহত্তর ব্যবস্থার একটি অংশ যাকে সমাজ বলা হয়।

- উপ ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষার নিজের কিছু রীতি নীতি আছে। স্কুলের মতো-এর প্রাথমিক,মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর আছে।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। শিক্ষা মানে সমগ্র মানব জাতির উন্নয়ন।
- শিক্ষা একটি সাব-সিস্টেম হিসাবে সমাজ থেকে ইনপুট গ্রহণ করে এবং সমাজের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটায়।
- একটি সাব-সিস্টেম হিসাবে, শিক্ষা তার সম্পদ গুলিকে শিক্ষক, পরিকাঠামো ইত্যাদির আকারে বাহ্যিক পরিবেশ থেকে এবং সমাজের অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে ব্যবস্থা করে।
- সাব-সিস্টেম, শিক্ষা অন্যান্য উপ-ব্যবস্থা যেমন সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থীনতি ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- একটি সাব-সিস্টেম হিসাবে, শিক্ষা সমাজের অন্যান্য সিস্টেমের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং পরিবর্তনের ফ্যাক্টর এবং ট্রান্সমিটারের মতো কাজ করে।

শিক্ষা, একটি উপ-প্রণালী হিসাবে, একটি যোগ্য এবং সৃজনশীল কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা দেশের অর্থনীতির বিকাশে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। এইভাবে, যে কোনও সমাজে বসবাসকারী মানুষের কাজ করার ক্ষমতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা একে অপরের মধ্যে সম্মানের অনুভূতি বাড়ায় এবং আন্তঃসংস্কৃতি ও আন্তঃ ঐতিহ্যের প্রতি সহযোগিতা ও সম্মান তৈরি করে। শিক্ষা ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ববোধ নিয়ে আসে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন মূল্যবোধ, জীবন দক্ষতা, জানতে শেখা, একসাথে থাকতে শেখা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। সামাজিক মনোভাবের দ্বায়িত্বশীল মানুষদের একটি সুস্থ সমাজের বিকাশের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ শিক্ষার সাহায্যে তাদের সংস্কৃতিকে কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, কর্তব্য পালন করতে হয় এবং তাদের অধিকার আদায় করতে হয় ইত্যাদি শেখে। এইভাবে, শিক্ষা মূল্যবোধের সঞ্চার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, একাধিক মূল্যবোধ এবং জীবন-দক্ষতা গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক) সাহায্য করে।

⇉ ভারতীয় সমাজের কাঠামো এবং প্রকৃতি সামাজিক কাঠামো :

একটি সামাজিক সংগঠন পিতামাতা এবং শিশু, শিক্ষক এবং ছাত্র, কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা ইত্যাদির মধ্যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। এই সম্পর্কগুলি নিয়ম, ধারণা, বিশ্বাস, নীতি, সম্পর্কের মধ্যে আচরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। নৃতাত্তিকভাবে, সামাজিক কাঠামো একটি স্থায়ী প্যাটার্ন বা সামাজিক উপাদান/সত্তার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক। অন্য কথায়, এটি একটি নির্দিষ্ট সমাজ, গোষ্ঠী বা সামাজিক সংগঠনের মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থার কমবেশি স্থায়ী প্যাটার্ন। সাধারণভাবে, সামাজিক কাঠামো হল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বা সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিদের একটি বিন্যাস (Brown, ১৯৫২)। ভারতীয় সমাজ একটি বহুমুখী সমাজ। অনেক জাতি, ধর্মের বিভাগ ভারতীয় সমাজ গঠন করেছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে বসবাস করে। ভারতে অনেক ধর্ম, রীতিনীতি এবং বিশ্বাস রয়েছে। ভারতীয় সমাজের সামাজিক কাঠামো হল বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা, জাতি, সামাজিক শ্রেণী ইত্যাদির সমন্বয়।

- **বর্ণ ব্যবস্থা :**

বর্ণ ব্যবস্থার কথা যেমন আমরা সবাই জানি, ভারতীয় সমাজ চারটি প্রধান বর্গে বিভক্ত ছিল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ভারতে একটি রক্ষণশীল সামাজিক বর্ণপ্রথা থাকায়, বর্তমান সময়েও মানুষ একে অপরের সাথে সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করে। ভারতীয় সমাজ হল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' সবচেয়ে বড় উদাহরণ। সবার জন্য সমান অধিকার আছে। এটি ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাঠামো এবং প্রকৃতি বর্ণনা করে যা ভারতে ঐক্যের উপর নির্ভর করে।

- **সামাজিক কাঠামো :**

ভারতীয় সমাজের সৌন্দর্য হল যৌথ পারিবারিক জীবনধারা যা এখনও সারা দেশে বিদ্যমান কিন্তু ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থার উপর আধুনিকীকরণের প্রভাবের কারণে ছোট পরিবারগুলি এখানে এসেছে। এটি বোঝায় যে ভারতের সামাজিক কাঠামো একাধিক সংস্কৃতি, বর্ণ এবং ধর্মের মিশ্রণ এবং বংশগত নীতি অনুসরণ করে। ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো বংশগত নীতির উপর নির্ভর করে। আমাদের সমাজের বিশেষ পরিবারের সদস্যরা তাদের রক্তের দ্বারা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। লোকেরা সাধারণত পরিবারের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, ধর্ম, সংস্কৃতি এমনকি পোশাকও অনুসরণ করে। ভারতীয় সামাজিক কাঠামো বহু-ধর্ম, বহুসংস্কৃতি, বহুভাষিক। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন বিশেষভাবে পেশাগুলিতে পরিলক্ষিত হয়েছে।

- **গণতান্ত্রিক কাঠামো :**

ভারতীয় সমাজের কাঠামো গণতান্ত্রিক। প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সমান অধিকার রয়েছে। ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতন্ত্র অনুসরণ করে যেখানে সমস্ত জনগণের ভোট দেওয়ার এবং সরকার নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। এটি "জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য" গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে। ভারতীয় গণতন্ত্রে ন্যায়বিচার, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা হল চারটি স্তম্ভ।

ভারতীয় সমাজে প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব নিয়ম ও নীতি রয়েছে। ভারতীয় সমাজ হিন্দু, শিখ, মুসলিম, খ্রিস্টান প্রভৃতি বহু-ধর্মীয় গোষ্ঠী দ্বারা গঠিত। এই ধর্মগুলি ভারতীয় সমাজকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং ব্যাপক করে তোলে। প্রতিটি সংস্কৃতি অন্যের অস্তিত্বকে সম্মান করে এবং মানুষ একে অপরের জন্য তাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা রাখে। যেহেতু ভারতীয় সমাজ বহু-ধর্মীয় এবং বহু-সাংস্কৃতিক, তাই ভারতীয় সমাজে মারাঠি, বাংলা এবং গুজরাটি ইত্যাদির মতো অনেক ভাষা ব্যবহৃত হয়। এটি ভারতীয় সমাজের একটি উপ-ব্যবস্থাও।

ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুকুল ব্যবস্থা থেকে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সরে এসেছে। একটা সময় ছিল যখন শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য গুরুকুল পদ্ধতি, মাদ্রাসা ইত্যাদি অনুসরণ করা হতো। ছাত্ররা আশ্রম বা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করত, কিন্তু ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আজ অবধি, ভারত তার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি করেছে। এখন প্রচলিত স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমনটি আমরা আমাদের আধুনিক ভারতীয় সমাজেও দেখতে পাচ্ছি, ভারতীয় স্কুলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা বিরাজ করেছে। শিক্ষার বিধান সকল শিশুর জন্য তৈরি করা হয় এবং বিশেষ বিধানগুলি সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অংশের শিশুদের জন্য।

- **লিঙ্গ এবং ভারতীয় সমাজ :**

প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে, নারীদের ও পুরুষদের সমান বিবেচনা করা হতো না কিন্তু বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ও কাঠামোতে নারীদের শিক্ষা ও পেশার সমান অধিকার রয়েছে। ভারতীয় সমাজের কাঠামো নারীদের বিশেষ স্থান দেয়, কারণ নারীরা পারিবারিক সংস্কৃতি ও কর্তব্যের বাহক। আধুনিক ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে নারীরাও ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ কর্মশক্তি। মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য ভারতীয় সংবিধানেও বিশেষ আইন ও বিধান করা হয়েছে।

- **অর্থনীতি এবং ভারতীয় সামাজিক কাঠামো :**

ভারতের অর্থনীতি হল উন্নয়নশীল। ভারতে ছোট ব্যবসা থেকে শুরু করে বড় শিল্প, কৃষি, হস্তশিল্প থেকে উৎপাদন কোম্পানি পর্যন্ত অনেক পেশা অনুসরণ করা হয়। ভারতীয় অর্থনীতি বৈচিত্র্যময় এবং একাধিক কর্মক্ষম শিল্পের দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে। এটি দিনে দিনে বিকাশ লাভ করছে এবং প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় অর্থনীতি আগে শুধুমাত্র ছোট ব্যবসার ক্ষপর নির্ভরশীল ছিল, এখন ভারতীয় অর্থনীতি দিন দিন বিকশিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন শক্তি যেমন বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণ ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, যার ফলে ব্যবসা, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর সাথে পর্যাপ্তভাবে জড়িত। ঐতিহ্যগত ব্যবসা থেকে শুরু করে, ভারতীয় সমাজ বিশ্বব্যাপি ব্যবসায় প্রবেশ করতে কখনও দ্বিধা করেনি।

- **শিক্ষা এবং ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর সাথে এর সম্পর্ক :**

একটি সমাজে বিভিন্ন শক্তি রয়েছে যা সামাজিক উপ-ব্যবস্থার মতো কাজ করে। এই সাব-সিস্টেম শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত, উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সমাধান প্রদান করতে সাহায্য করে। শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। শিক্ষা একটি দেশের অর্থনীতিকে শক্তি যোগায়। এটি নীতি প্রণয়নে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে।

- **শিক্ষা এবং অর্থনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক :**

শিক্ষা এবং অর্থনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক হল একটি মূল বিষয় বা কর্মজীবী মানুষের দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। এই বর্ধিত ক্ষমতা অর্থনীতিকে উন্নত উৎপাদনশীলতার দিকে নিয়ে যায়। এটি প্রযুক্তিগত দক্ষতাও বাড়ায়, যেমন কর্মশক্তির সাথে কম্পিউটার এবং আইসিটি ব্যবহার করে এ ফলে ভাল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়। শিক্ষায় আবিষ্কার আরও অন্তর্দৃষ্টি, ধারণা, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিল্প প্রবণতা, প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রচার করে অর্থনীতির সক্ষমতা উন্নত করে। শিক্ষা অর্থনীতির সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যম। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি ২০১০) অনুসারে, জাতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির জন্য নতুন ধারণা প্রয়োগ ও প্রণয়ন হল শিক্ষার কাজ এবং এর মধ্যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ফলাফলের জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার জ্ঞান ও অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা একটি সামাজিক ঘটনা হিসাবে

জীবনের ভবিষ্যত পেশার জন্য শিশুদের প্রস্তুতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। এটি শিক্ষার অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কাজ এবং এটি জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ের স্বার্থে হয়।

- **শিক্ষা এবং নীতি :**

শিক্ষাকে মানসিকতার পরিবর্তন এবং একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনের জন্য একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একটি জাতির উন্নয়নের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে সমাধান করার জন্য এটি প্রয়োজনীয়। এই আলোকে, শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং সময়ে সময়ে গুণগতভাবে রূপান্তরিত হয়। 6 থেকে 14 বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল জাতে ভারতের সমস্ত শিশু মৌলিক শিক্ষা লাভ করে যাতে তারা একটি দেশের ভবিষ্যত উৎপাদনশীল নাগরিক হতে পারে। দরিদ্র সম্প্রদায় এবং সমাজের আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা অংশগুলিকে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাখা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে আরও সমতা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে আরও বেশি শ্রমশক্তি অস্তিত্বে এসেছে। আরও দক্ষ ব্যক্তিরা সমাজ ব্যবস্থার অংশ হয়ে ওঠে। জাতিকে বিকাশের জন্য সময়ে সময়ে নীতিগুলি প্রণয়ন ও পুনর্বিন্যাস করা হয়।

- **শিক্ষা এবং বর্ণ ব্যবস্থা :**

ভারত অত্যন্ত শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি দেশ। বর্ণপ্রথা এই শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কারণ। নিম্ন শ্রেণী ও বর্ণের শিশুরা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, শিক্ষার অভাব, সম্পদের অভাবের মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। স্বাধীনতার পর অনগ্রসর শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের চিন্তাভাবনাকে বদলে দিয়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা শিক্ষার প্রসারের সাথে মানুষের চিন্তাভাবনা বৃদ্ধি করেছে। শিক্ষা জাতিকে শান্তিতে বসবাসের পথ দেখায়।

- **শিক্ষা এবং সামাজিক পশ্চ্যাৎপদতার উন্নতি (Amelioration) :**

Amelioration মানে "উন্নত করা বা উত্তম হয়ে ওঠা"। যে কোনো সমাজে যখন ঐতিহ্যগুলো সমাজের সদস্যদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় বা কোনো সামাজিক পরিবর্তন সমাজের সদস্যদের অনুকূলে কাজ না করলে শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি বা উন্নতির জন্য একটি এজেন্ট বা সাবসিস্টেমের মতো কাজ করে। শিক্ষা মানুষকে শেখার জন্য প্রস্তুত করে সচেতনতার স্তর উন্নত করে। একটি দেশের কিছু সদস্য আছে যারা স্থূল অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং সামাজিক অবমাননার শিকার হতো। পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে প্রধান অংশ হল তপসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণী। পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর আরেকটি শ্রেণীতে ভারতীয় সমাজের নারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাদের সামাজিক অনগ্রসরতার একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষার অভাব। শিক্ষাই অনগ্রসরতার কলঙ্ক মুছে দিতে পারে বলে মনে হয়েছে। শিক্ষা সমাজের একটি পিছিয়ে পড়া অংশকে তাদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

শিক্ষা, অনগ্রসর শ্রেণীর অগ্রগতির জন্য সমস্ত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে কাজ করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বা সামাজিক অনগ্রসরতা দূর করার জন্য বিশেষ শিক্ষা নীতি, সংরক্ষণ প্রকল্প এবং সামাজিক বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **শিক্ষা এবং ভাষা :**

ভাষা হল যোগাযোগের, অনুভূতি এবং আবেগ প্রকাশ করার একটি মাধ্যম। এটি মৌখিকভাবে এবং অ-মৌখিকভাবে বার্তা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। ভাষাকে সাধারণ, যোগাযোগমূলক ঘটনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, বিশেষ করে শেখার প্রক্রিয়ায় ভাষা বিষয়বস্তুর ধারণা এবং নির্দেশনা দিতে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষকরা বিষয়বস্তু লেনদেন করতে, শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করতে, মূল্যায়ন করতে এবং তাদের শেখার সুবিধার্থে কথ্য বা লিখিত ভাষা ব্যবহার করেন। শিক্ষার্থীরা শেখার জন্য, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা উপস্থাপন করতে, অ্যাসাইনমেন্ট, তাদের একাডেমিক বিষয়বস্তু ইত্যাদির জন্য ভাষা ব্যবহার করে। তাই, একটি শেখার প্রক্রিয়ায় ভাষা হল জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদর্শনের একটি মাধ্যম এবং এটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখে এবং গঠন করে। অর্থনীতির বিশ্বায়ন এবং আধুনিক সমাজের বিকাশের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং ভাষা শেখার একটি মাধ্যম হিসাবে শিক্ষা ভূমিকা পালন করছে। পরিবার ও সমাজ প্রথম থেকেই ভাষা তৈরি হয়। ছাত্ররা কিছু বর্ণনা করার সময় শব্দভান্ডার (বাক্যাংশ) ব্যবহার করে এবং তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানে তারা শোনে এবং কথা বলতে শেখে। শ্রেণীকক্ষে ভাষা শেখানোর সময়, শিক্ষকদের বর্ণনামূলক পারফরম্যান্সের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে এবং শিশুদের ভাষা ক্ষমতার মূল্যায়ন করতে হবে কারণ ভাষা শেখা এবং শেখানো শিশুদের ভাষাগত যোগযতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র এবং সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন গঠন করে। একটি ভাষা কেজন ব্যক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং সামাজিক কাঠামোর কাছাকাছি নিয়ে আসে। এর কারণ হল ভাষা মানুষকে একে অপরের সাথে যুক্ত করার এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুরেলা সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি মাধ্যম।

- **শিক্ষা এবং সংস্কৃতি :**

আপনি ইতিমধ্যেই ভারতের আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন।

সংস্কৃতি (culture) পরিভাষাটি ক্রিয়াপদ 'চাষ' এবং বিশেষ্য 'চাষ' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ, এটি চাষের ফলে ব্যক্তিদের পরিমার্জন বোঝায়। সংস্কৃতি হল মানুষের একটি সমন্বিত গোষ্ঠী যারা একই ধারণা, বিশ্বাস, নিয়ম, রীতিনীতি, আচরণ, মনোভাব এবং মূল্যবোধ অনুসরণ করে। সংস্কৃতিকে সেই জটিল সমগ্র হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা সমাজের সদস্য হিসাবে আমরা যা কিছু ভাবি, করি এবং যা কিছু আছে সবই নিয়ে গঠিত। এটি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করা হয়। এই মিথস্ক্রিয়া একটি সংহত সংস্কৃতি গঠন করে। সংস্কৃতি প্রগতিশীল এবং ব্যক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য। শিক্ষা ব্যক্তিদের সংস্কৃতি সম্পর্কে শেখানোর একটি মাধ্যম হিসাবে তার ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র সংস্কৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে না বরং এইট প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রচার ও প্রেরণে সহায়তা করে।

১.৬ সারাংশ

এই ইউনিটে আপনি শিক্ষাগত অধ্যয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে পরিচিত হয়েছেন। শিক্ষার সাতে জড়িত বিভিন্ন ক্ষেত্রের ধারণা, প্রকৃতি এবং সুযোগ সুবিধা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাগত অধ্যয়নের বিভিন্ন দিকগুলিও শিক্ষার আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক পরিমিতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। পরিশেষে, শিরোনামের উপ-ইউনিটের অধীনে শিক্ষা এবং সমাজের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান করা হয়েছে; শিক্ষা ও সমাজ।

১.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী

১. শিক্ষাগত অধ্যয়নের প্রকৃতি ও পরিধি নিয়ে আলোচনা কর।

২. শিক্ষা এবং সমাজ কীভাবে সম্পর্কিত?

৩. শিক্ষা পথটি যে সকল পদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা উল্লেখ করুন।

৪. শিক্ষাগত অধ্যয়ন কী?

৫. শিক্ষাগত অধ্যয়নের কয়েকটি দিক উল্লেখ করুন।

৬. সামাজিকীকরণ কী?

৭. মিথস্ক্রিয়া কী?

৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাসস্থানের (accomodation) উদাহরণ দাও।

১.৮ তথ্যসূত্র

- Durkheim, E. (1956), *Education and Sociology,* Chicago: Free Press.
- Dagar, B.S. and Dhull (1994): *Indian Respective in Moral Education*, New Delhi: Uppal Publishing House.
- Dewey, J. (1916): *Democracy* and *Education*, New York: Macraillan. Durkheim, E. (1956): *Education and Sociology,* Chicago: Free Press. Froebel, F (1900): *The Education of Man*, Fairfield, New Jersey: Kelley Froebel, F. (1900). *The Education of Man,* Fairfield, New Jersey: Kelley.
- Hirst, P.H., (1974): *Knowledge and the Curriculum*, London : London : Routledge and Kegan Paul.
- Hirst P.H. and Peters, R.S., (1970): *The Logic of Education*, London : Routledge and Kegan Paul.

- Hirst, P.H., (1974). *Knowledge and the Curriculum,* London: London: Routledge and Kegan Paul.
- Hirst P.H. and Peters, R.S., (1970). *The Logic of Education,* London: Routledge and Kegan Paul.
- Moore, T.W. (1974).*Educational Theory: An Introduction,* London: Routledge
- Kegan Paul. Moore, T.W. (1982).*Philosophy of Education: An Introduction,* Routledge and Kegan Paul.
- Peters, R.S. (1973): *Authority, Responsibility and Education,* London: George Alien and Unwin Ltd.

একক 2 ❐ শিক্ষা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ মানবাধিকার হিসাবে শিক্ষা

২.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টির আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা—

- মানব অধিকারের ধারণা বুঝতে সক্ষম হব।
- মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- টেকসই বা স্থিতিশীল উন্নয়ন আনতে শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২.২ ভূমিকা

মানবাধিকার হল মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য অনিবার্য। আপনি কোথা থেকে এসেছেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন বা আপনি কিভাবে আপনার জীবন যাপন করতে চান তা নির্বিশেষে মানবাধিকার প্রযোজ্য। মানবাধিকার হল জাতি, লিঙ্গ, জাতীয়তাবোধ, জাতিসত্ত্বা, ভাষা, ধর্ম বা অন্য যে কোনো অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তর্নিহিত অধিকার। এই অধ্যায়ে মানবাধিকার বা শিক্ষা সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হল।

২.৩ মানবাধিকার হিসাবে শিক্ষা

এই অধ্যায়টির আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা মানবধিকার মূলতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হব। যথা—

- জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার।
- দাসত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তি।
- মত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা।
- কাজ করার অধিকার এবং শিক্ষা ও আরো অনেক কিছুর।

এই মৌলিক অধিকারগুলি মর্যাদা; ন্যায্যতা, সমতা, সম্মান এবং স্বাধীনতার মতো বিভিন্ন মাত্রায় ভাগ হয়েছে মূলতঃ করা মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে। এই মাত্রাগুলি আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং সুরক্ষিত।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার মিলিত করার এবং সকল ব্যক্তির সমান বৃদ্ধির অধিকার ও সুযোগ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা থেকে মানবাধিকারের ধারণার উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে। আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার কারণে সামগ্রিকভাবে এটি অর্জন করা একটি কঠিন কাজ হতে পারে। এরজন্য শুধু এগুলি সম্পর্কে সচেতনতাই নয়, আমাদের নিজস্ব অধিকার রক্ষার জন্য অন্যান্য অধিকার এবং ক্ষমতার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা জ্ঞানের প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করে ব্যক্তির মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে। এটিকে ব্যক্তিদের চাহিদা এবং অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল সংস্কৃতির বিকাশে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমাদের সংবিধানের প্রণয়নের সময় থেকেই মানবাধিকার হিসাবে সেই শিক্ষার অধিকারের কথা ভাবা হয়েছে। যাই হোক, ভারতে এটিকে বৈধ করার জন্য (বিরাশি তম সংবিধান সংশোধন আইন,) ২০০২ সালে, একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী সমস্ত শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের জন্য ধারা 21-A সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার (RTE) আইন; (2009 অনুচ্ছেদ 21-A-এর অধীনে) পরিকল্পিত ফলাফলমূলক আইনের প্রতিনিধিত্ব করে, যার অর্থ হল প্রতিটি শিশুর একটি আনুষ্ঠানিক স্কুলে সন্তোষজনক এবং ন্যায়সঙ্গত মানের পূর্ণ সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার রয়েছে যা কিছু প্রয়োজনীয় নিয়ম এবং মানকে সন্তুষ্ট করে।

ধারা21-A এবং RTE আইন এপ্রিল ২০১০ থেকে কার্যকরী হয়েছে। RTE আইনের শিরোনামে মুক্ত এবং বাধ্যতামূলক শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিনামূল্যে শিক্ষা মানে হল এই যে কোনো শিশু, যাকে তার পিতামাতা দ্বারা উপযুক্ত সরকার দ্বারা সমর্থিত নয় এমন একটি স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে; সে কোনো ধরণের ফি বা চার্জ বা খরচ দিতে দায়বদ্ধ থাকবে না যা তার শিক্ষাগ্রহণ করাকে প্রতিরোধ করতে পারবে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা 6-14 বছর বয়সী গোষ্ঠীয় সকল শিশুর ভর্তি, উপস্থিতি এবং প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি প্রদান এবং নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর একটি বাধ্যবাধকতা লাগু করে যার মাধ্যমে যে কোন শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ ও সম্পূর্ণ করণ সুসম্পন্ন হবে।

- **RTE Act 2009 প্রদান করা হয়েছিল—**
  মূলত নিম্নলিখিথ বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করার জন্ম—
- চারপাশে স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের অধিকার এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করতে হবে।
- এটি ব্যাখ্যা করে যে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা' মানে যথাযথ প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য যথাযথ সরকারের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা এবং ছয় থেকে চোদ্দ বছরের প্রতিটি সন্তানের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বাধ্যতামূলক ভর্তি, উপস্থিতি এবং প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। 'Free' মানে কোনো শিশুকে কোনো রকম ফি অথবা চার্জ দিতে হবে না যখন সে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে।

- এটি একটি শিশুর জন্য বয়স উপযোগী শ্রেণি পর্যায়ে ভর্তি করার জন্য নিয়মাবলী বিধান করে।
- এটি বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকার, স্থানীয়-কর্তৃপক্ষ এবং পিতা মাতার কর্তব্য এবং দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার নিদান দেয়।
- এটি ছাত্র শিক্ষক অনুপাত, (PTRS) ভবন এবং পরিকাঠামো স্কুলের কর্মদিবস, শিক্ষকের কাজের সময়ের পরিমাণ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত নিয়ম ও মানগুলি নির্ধারণ করে।
- এটি রাজ্য বা জেলা বা ব্লকের গড় হিসাব না করে প্রতিটি স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রাখা নিশ্চিত করে শিক্ষকদের যৌক্তিকভাবে মোতায়েনের ব্যবস্থা করে, শিক্ষক নিয়োগে কোনো শহুরে গ্রামীণ ভারসাম্যহীনতা নেই। এটি দশবার্ষিকী, আদমসুমারি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাচন, রাজ্য আইন সভা এবং সাংসদ এবং দুর্যোগ ত্রাণ ব্যতীত অ-শিক্ষামূলক কাজের জন্য শিক্ষকদের মোতায়েন নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করে।
- এটি যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করে, যেমন—বিধিসম্মত প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রবেশ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি।
- এটি নিষিদ্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের—

  ক) শারীরিক শাস্তি এবং মানসিক হয়রানী সূচক শিক্ষা পদ্ধতি।

  খ) শিশুদের ভর্তির অন্য জন্য ব্যবহৃত অযৌক্তিক বাছাইকরণ পদ্ধতি।

  গ) ক্যাপিটেশন ফি গ্রহণ।

  ঘ) শিক্ষকদের দ্বারা প্রাইভেট টিউশন এবং স্বীকৃতি ছাড়াই বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতি
- এটি সংবিধানে বর্ণিত মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রমের বিকাশের ব্যবস্থা করে, যা শিশুর সর্বাত্মক সম্ভাবনার বিকাশ এবং প্রতিভাকে গড়ে তুলবে এবং শিশুকে ভয়/ট্রমা এবং উদ্বেগ মুক্ত করবে। শিশু বান্ধব এবং শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার একটি সিস্টেম গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য।

অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র রয়েছে যা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে। মানবাধিকার শিক্ষা মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, জোরদার করার দিকে পরিচালিত হয়, মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদার বোধের পূর্ণ বিকাশ, লিঙ্গ সমতা, বোঝাপড়া এবং সহনশীলতার প্রচার এবং একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে সবাইকে সক্ষম করে তোলে।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর, এই অধিকারগুলির আন্তর্জাতিক বিবৃতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। এরপর থেকে প্রতি বছর এই দিনটি 'মানবাধিকার দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। উক্ত ঘোষণায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নাগরিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার (UDHR) মাধ্যমে, জাতিসংঘ জনগণকে 'মানবতার সাধারণ ভাষা' শেখানোর চেষ্টা করেছে (ডিসেম্বর ১৯৯৪ সালে)। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৩-২০০৪ কে জাতিসংঘের মানবাধিকার শিক্ষার দশক হিসাবে ঘোষণা করেছে। তারা মানবাধিকার শিক্ষার উন্নয়ন, বিভিন্ন

স্তরে মানবাধিকার শিক্ষার জন্য সক্ষমতা গড়ে তোলা, মানবাধিকার শিক্ষা সামগ্রীর উন্নয়নে সমন্বিত করণের জন্য একটি বৌদ্ধিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবদান রাখার জন্য সমস্ত সরকারের কাছে আবেদন করেছিল মানবাধিকার শিক্ষার প্রচার এবং মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা ও ক্ষমতা জোরদার করার ব্যাপারেও তারা আলোকপাত করেন।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার মূল নীতিকে প্রতিফলিত করে। ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব এই চারটি মৌলিক আদর্শ এতে উল্লিখিত হয়েছে এবং এটি আমাদের ভারতীয় সংবিধানের মূল ভিত্তিতে গঠন করেছে। ১৯৯৩ সালে, মানবাধিকার সুরক্ষা আইন গৃহীত হয়েছিল এবং তারপর শীঘ্রই ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন গঠিত হয়েছিল যার চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন ভারতেরই একজন প্রাক্তন বিচারপতি।

ভারতের সংবিধান এবং শিক্ষার জন্য সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন :

ভারতের সংবিধান মানবাধিকার সম্পর্কে সরাসরি কিছুই বলে না তবে এটি এই অধিকারগুলির সাথে সম্পর্কিত মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি DPSP যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ অংশে বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে উদ্ধৃত করে। UDHR-এর মতানুসারে বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তির শিক্ষার অধিকার রয়েছে যার অর্থ হল প্রতিটি মানুষকে মৌলিক শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা একজন ব্যক্তির সাম্য, স্বাধীনতা এবং মর্যাদার কথা বলে। যার অর্থ ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক উদ্দেশ্যই হল তার নাগরিকদের অধিকারকে সুরক্ষিত করা। [মিনার্ভা মিলস বনাম ইউনিয়ন অক-ইন্ডিয়ার রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে স্পষ্টভাবে বলেছে, যে প্রস্তাবনা সংবিধানের আত্মার মূলমন্ত্রকে বর্ণনা করে এবং আইন সভার মৌলিক কাঠামো সংশোধন করার কোনো ক্ষমতা নেই]। সুতরাং শিক্ষাই একমাত্র চাবিকাঠি যার দ্বারা আমরা জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে পারি।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনগুলি ভারতে মানবাধিকার শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগুলি সুপারিশ করেছে, যা নিম্নে বর্ণিত হল—

বিশ্ব বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন : ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশন ১৯৪৯ সালের আগস্টে তার প্রতিবেদন পেশ করে এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করে। এতে 'জাতির জন্য দক্ষ মন' গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তব্য ও দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন : ভারত সরকার ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে ডঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করে। কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের বিকাশ সাধন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নেতৃত্বের জন্য শিক্ষা, বিশ্ব নাগরিকত্বের ধারণা, সমাজ এবং মানুষের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের প্রবর্তন।

কোঠারি কমিশন : ভারতীয় শিক্ষা কমিশন যেটি কোঠারি কমিশন নামে পরিচিত ছিল, তা ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে দৌলত সিং কোঠারির সভাপতিত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কমিশনটি ২৪ জুন ১৯৬৬-এ তার রিপোর্ট পেশ করে। কোঠারি কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিল, যেমন—

শিভার সমতা রক্ষা, শিক্ষার সম সুযোগ প্রদান, শিক্ষাগত পরিকাঠামো গঠন, পাঠদান পদ্ধতির উন্নতি, পাঠ্য বইয়ের মান উন্নয়ন ও শিক্ষকদের শিক্ষা ইত্যাদি।

ভারত সরকার 1964 সালে শিক্ষার জন্য জাতীয় নীতি প্রবর্তন করেন, যা ছিল শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪—১৯৬৬) সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত। এই নীতিগুলিতে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর কে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য বলা হয়েছিল এবং শিক্ষকদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল। এই নীতিগুলি 'তিন ভাষার সূত্রে' কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তারপর সরকার আবারও 1986 সালে শিক্ষার জন্য অন্যান্য জাতীয় নীতি প্রবর্তন করেছিলেন যার মধ্যে অন্যতম ছিল যা কন্যা শিশুর উন্নতিসাধন, পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নতি, মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় তৈরী, উপজাতিদের জন্য শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষায় মেধা তালিকার ভত্তিতে ভর্তি ইত্যাদির ওপর বিশেষ ভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়েছিল।

এরপর ভারতীয় সংসদ নতুন কমিশন গঠন করে। জাতীয় শিক্ষানীতির অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য 1992 সালে আচার্য রমা মূর্তির সভাপতিত্বে এবং পরবর্তীতে এস. বি. চ্যাভান এর নেতৃত্বে চ্যাবন কমিটি, মূল্য ভিত্তিক শিক্ষার সুপারিশ করেছে যার মধ্যে রয়েছে সত্য, ধার্মিক আচরণ, শান্তি, প্রেম এবং অহিংসা, এই পাঁচটি সর্বজনীন মূল্যবোধের বিস্তারের কথা।

ভারতের আইন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে, ভারতীয় সংসদ 2002 সালে একটি সংশোধনী শিক্ষা বিল পাস করে যার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার হিসাবে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতা মূলক শিক্ষা প্রদান করার প্রস্তাবকে এবং অতিরিক্ত নিবদ্ধ 21A যোগ করে ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে এই অধিকারটি ঢোকানো হয়। ভারতীয় পার্লামেন্ট 51A আর্টিকেলের অধীনে পিতামাতার জন্য অতিরিক্ত একটি দায়িত্ব বরাদ্দ করেন যা পিতামাতার উপর তাদের সন্তানদের ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে তার এই ধরণের দায়িত্ব আইনী বাধ্যবাধকতার নয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি : ১৯৬৯ ও ১৯৮৬ সালে ভারতের পার্লামেন্টে, ১৯৬৯ ও ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার জাতীয় নীতিগুলি চালু করে। 1943 সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন সংগঠিত হয়। ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৪ সালে কোঠারি কমিশন সংগঠিত হয় যার মূল নীতিগুলি মূলতঃ শিক্ষার সুযোগের সমতা বিধানের নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

- **মানবাধিকার শিক্ষার নকশা :**

ভারতসহ পৃথিবীর সমস্ত দেশে ব্যবহৃত মানবিধার শিক্ষার সাধারণত তিনটি নকশা বর্তমান। সেগুলি হল—

1. সচেতনতা ও মূল্যবোধের নকশা।
2. দায়িত্ববোধের নকশা।
3. রূপান্তরকারী নকশা।

এই তিনটি নকশার মধ্যে ভিন্ন ধরণের পন্থা আছে। সচেতনতার নকশা মানবাধিকার বিষয়গুলির প্রাথমিক জ্ঞান তুলে ধরে এবং জনসাধারণের মূল্যবোধের সাথে মানবাধিকার সংহতকরণের বৃদ্ধিকে উন্নীত করে। মূল্যবোধ ও সচেতনতার নকশার মধ্যে অন্তভুক্ত বিষয়গুলি হল স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সমস্যা। পরিবেশগত সমস্যা ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত ব্যাপার। দায়িত্ববোধের মডেল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ আইনি পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই মডেল যে বিষয়গুলির ওপর দৃষ্টি আরোপ করে সেগুলি হল নৈতিকতার কোড, মিডিয়া ডিলিং, সিস্টেমের স্বচ্ছতা, তথ্য ও নেটওয়াকিং সিস্টেম। রূপান্তরকারী মডেল আগের মডেল দুইটির থেকে বেশি কার্যকারী। এই মডেলের মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দিক রয়েছে, এর প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি ক্ষমতায়ন। এটি বিভিন্ন জিনিসের অপব্যবহার বন্ধ করার বিষয়েও কথা বলে।

- **ভারতে মানবাধিকার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :**

বর্তমান সময়ে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে। এটা গণতন্ত্র ও ব্যক্তির মর্যাদার জন্য খুবই ক্ষতিকর যা মানবাধিকারের পাশাপাশি সাংবিধানিক অধিকার দ্বারা আচ্ছাদিত তাই ভারতে প্রাথমিক স্তরের সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষাতেও মানবাধিকার শিক্ষাকে একটি বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা উচিত।

মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করার জন্য জ্ঞান হল সর্বোত্তম প্রক্রিয়া, শিক্ষা হল একটি মৌলিক উৎস যা মানবাধিকার অধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে। নিজের অধিকার সম্পর্কে শিখন অন্যের অধিকার সম্পর্কে অবগত করতে শেখায় এর ফলস্বরূপে একটি শান্তিপূর্ণ ও সমহশীল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবাধিকারের উন্নতি মানবাধিকার ইস্যু সম্পর্কে গণসচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। এই সব কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা মানবাধিকারের সহিংসতা রোধ করতে পারব। ভাররীয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর গিস ডিসারমামেন্ট অ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল প্রোটেকশন এবং আরও নানান এনজিও দেশব্যাপী মানবাধিকারের জন্য পাবলিক ইনফরমেনশন ক্যাসোইন চালু করেছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে সবাইকে আরও সচেতন করা এবং এগুলির জন্য তাদের পাশে দাঁড়ানো। একই সঙ্গে এই ক্যাম্পেইনগুলি সেইসব তথ্য ছড়িয়ে দেয় যেগুলি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

IIPDIP এবং বিভিন্ন এনজিও স্কুল কতৃপক্ষ ও সাধারণ মানুষকে তাদের নাগরিক শিক্ষা ও জন্মগত অধিকার সম্পর্কে জানানোর জন্য কাজ করে। এরা সাধারণত জ্ঞানের উন্নয়ন, দক্ষতা এবং মনোভাবের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যেগুলি মানবাধিকারের মৌলিক অধিকার এবং সংঘাতের অহিংস সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

২.৪ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা

যে কোনো দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে তর সম্পদ এবং তার সঠিক ব্যবহারের ওপর। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল মানব সম্পদ। কোনো জাতির জন্য উন্নযন দক্ষ ও উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি প্রয়োজন। দক্ষ ও উৎপাদনশীল শ্রম একটি দেশের বাহিনী মানব সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। মানব সম্পদকেও মানব

পুঁজি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই মানব সম্পদ থেকেই শিক্ষিত প্রশিক্ষিত ও প্রযুক্তি গত ভাবে মানুষ গড়ে উঠেছে। মানবসম্পদ ছাড়া উন্নয়নের অন্যান্য কারণগুলি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

মানবসম্পদ সম্পূর্ণরূপে জন্মগত এবং প্রাকৃতিক নয়। অর্থাৎ মানুষ জন্মের পরই মানব সম্পদে পরিণত হয়ে যায় না। আমরা প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার কাজ সম্পর্কে জেনেছি যা মানুষকে তার অভ্যন্তরীণ গুণাবলী পরিমার্জন করতে সাহায্য করে। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানিক অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রক্রিয়া একটি মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত করতে সাহায্য করে।

- Verna ও George (2000) এর মতে মানব সম্পদ উন্নয়ন হল সমাজের মানুষের জ্ঞান দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া।
- উন্নয়নের ধারণা হল গুণগত এবং একইসঙ্গে পরিমাণগত।
- Prof. Scdhi (2000) এর মতে মানব সম্পদ উন্নয়ন, যদি মোট হিসাবে নেওয়া হয়। তবে উন্নয়ন মানে বিদ্যমান মানুষের ক্ষমতার সর্বোত্তম বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার প্রযুক্তিগত উদ্যোগ এবং একই সঙ্গে নৈতিকতা ও নতুনের সৃষ্টি।

● মানুষ ও মানব সম্পদ এক জিনিস নয়। এগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য বর্তমান। একজন মানুষকে তখনই মানবসম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যখন সে সক্রিয়ভাবে নিজেকে কোনো সামাজিক উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায় জড়িত করে।

● উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—

(i) একজন ব্যক্তি তখনই মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় যখন সে নিজে সমাজের কোনো উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

(ii) শুধুমাত্র একজন সুস্থ মানুষই মানবসম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ স্বাস্থ্য মানব সম্পদের একটি অপরিহার্য উপাদান।

(iii) সাধারণ মানসিক দক্ষতার পাশাপাশি একটি ব্যক্তির কিছু ব্যক্তিগত ও বিশেষ মানসিক দক্ষতা বর্তমান। এই ব্যক্তিগত মানসিক দক্ষতা কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ কাজে দক্ষ করে তোলে। কোনো ব্যক্তির এই ব্যক্তিগত দক্ষতা ও বিশেষ দক্ষতাকে নিয়েই সে ব্যক্তি মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে ওঠে।

(iv) মানব সম্পদের সব থেকে বড় উপাদান হল শিক্ষা এবং সমাজে সাক্ষরতার হার নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত হতে হবে।

(v) মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি দীর্ঘ ও অব্যাহত প্রক্রিয়া। এই মানবসম্পদের কোনো ব্লু-প্রিন্ট নেই।

● জনশক্তিকে শক্তি আসে শিক্ষা থেকে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের রূপান্তরের জন্য শিক্ষা একটি কার্যকর মাধ্যম। এটি একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা কারণ এটি সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বোঝা পড়াকে বৃদ্ধি সাংস্কৃতিকে ঐতিহ্যকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এটি জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে। কাজের দক্ষতা ও নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির দ্বারা জন্মহার হ্রাস করানোর মধ্যে দিয়ে এটি

উৎপাদনশীলতাকে উন্নত করে। শিক্ষা হল মানব উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং আধুনিকীকরণ দরজার চাবিকাঠি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি দিকগুলি উন্নতিকরণের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশকে উন্নত করতে হবে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে হবে। মানবপুঁজি সঞ্চয় নৈতিক শিক্ষা থেকেই শুরু হতে পারে এবং এটি জনগণকে তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের দায়িত্ব উপলব্ধি করাতে পারে। "মানব পুঁজি তৈরীর ক্ষেত্রে শিক্ষা হল সব থেকে শক্তিশালী যন্ত্র এবং সমাজ রূপান্তর করণের এক বাহন। উন্নয়ন বৃদ্ধি, প্রতিভাকে জাগ্রত করা। মানুষকে ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য যেকোনো উদ্যোগের চেয়ে শিক্ষার ভূমিকা এবং ক্ষমতা অনেক বেশি।" [UNICEF, 2000 মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা]।

মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নের শিক্ষার প্রভাব ব্যাপক।

- **মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হল—**

(i) **সচেনতা বিকাশ :** শিক্ষা আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করে। এটা কোনো সমাজের অবস্থান, অভ্যাস, সংস্কৃতি ও ব্যবস্থাপনা জানতে সাহায্য করে।

(ii) **শিখন :** জ্ঞান অর্জনেরচ মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের এবং তার পরিবারের বিকাশ ঘটাতে পারে এছাড়াও দেশের উন্নয়ন-এ অংশগ্রহণ করতে পারে।

(iii) **চিন্তাভাবনা এবং বিচার :** আবেগ, কুসংস্কার ব্যতিরেকে শিক্ষা ব্যক্তিকে মুক্ত ও স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে। ফলস্বরূপ তারা ব্যক্তি এবং তার আর্থসামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নতুন কাজের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে পারে।

(iv) **উদার দৃষ্টি ভঙ্গি :** শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার হতে শেখায়। শিক্ষা ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক হতে সাহায্য করে। শিক্ষা একত্রিত হতে শেখায়। এর ফলস্বরূপ তারা সমাজ, বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও অন্যান্য সমবায় সংস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

(v) **দায়িত্ব ও কর্তব্য :** শিক্ষা ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সুতরাং তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(vi) **আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা :** আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কম সময়ের মধ্যে বড়ো কাজ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও এটি ব্যক্তির কাজের মান বৃদ্ধি করে।

(vii) **চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক প্রভাব :** চিকিৎসা বিজ্ঞান উচ্চ শিক্ষার প্রয়োগ একটি দেশের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন করতে পারে। এর ফলস্বরূপ জীবন প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাবে এবং এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষা ছাড়া মানব সম্পদের বিকাশ অসম্ভব তা সেটা আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক বা অপ্রথাগত হোক।

২.৫ টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা (ESD)

আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের জানতে হবে টেকসই উন্নয়ন কী? এটিচ বিভিন্ন উপায়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কিন্তু সব থেকে বেশি ব্যবহৃত সংজ্ঞা থেকে আসে আমাদের সাধারণ ভবিষ্যতে। যেটি ব্রন্ডল্যান্ড রিপোট (1992) নামে পরিচিত।

টেকসই উন্নয়ন হল সেই উন্নয়ন যা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্থিতিশীলতার সঙ্গে আপোশ না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে।

শিক্ষা হল টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমর্থনের একটি উপকরণ, সাধারণভাবে বলা যেতে পারে—শিক্ষা টেকসই উন্নয়নের জন্য যে বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেয় সেগুলি হল শিক্ষাগত ধারণা, পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়া, যেগুলি ব্যক্তির প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত এবং এর সম্মিলিত অবদানই হল টেকসই উন্নয়ন।

UNESCO-র লক্ষ্য হল এখটি উন্নতমান সম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যা সকলস্তরে এবং সকল সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষাকে পুনবিন্যাস করে সমাজকে পরিবর্তন করতে এবং মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা এবং মূল্যবোধের বিকাশে সাহায্য করে যা টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যক্তিকে একজন দায়িত্বশীল অভিনেতা হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য উৎসাহিত হতে হবে যারা সমাজের সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সমাধান করবে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সম্মান করবে এবং টেকসই বিশ্ব তৈরীতে অবদান রাখবে। টেকসই উন্নয়নের শিক্ষা ব্যক্তির বিকাশ ও শক্তিশালীকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা বিভিন্ন ধরণ ও মাত্রার টেকসই উন্নয়নে ব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করতে ও অবদান রাখতে সক্ষম করে।

সংজ্ঞা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মৌলিক দক্ষতা সহ সমস্ত ধরণের দক্ষতা যেমন পড়া, লেখা, সংখ্যা এর অন্তর্গত। শিক্ষার টেকসই উন্নয়নের জন্য উচ্চস্তরের দক্ষতা যেমন সৃজনশীলতা, সমাধান ভিত্তিক চিন্তাভাবনা এবং কর্মদক্ষতা প্রয়োজন কারণ এগুলি ছাড়া প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা যাবে না যা আমাদেরকে স্থায়িত্বের পথে পৌঁছোতে সাহায্য করবে।

ESD সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সম্মান জানিয়ে সমস্ত শিক্ষানবীশদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রজন্মদের জন্য পরিবেশের অখন্ডতা, অর্থনৈতিক কার্যকারীতা ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়তে সঠিক সিদ্ধান্ত ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতা দেয়। এটা দীর্ঘ শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং উন্নত মানের শিক্ষার একটি অন্যতম অঙ্গ। ESD হল একটি সামগ্রিক ও রূপান্তরমূলক শিক্ষা যা শিক্ষার বিষয়বস্তু, ফলাফল, শিক্ষাবিদ্যা ও শিক্ষামূলক পরিবেশকে সম্বোধন করে। এটি সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য অর্জন করে।

- **শিক্ষার বিষয়বস্তু :** জলবায়ু পরিবত৩ন, জীববৈচিত্র্যের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR), এবং টেকসই খরচ এবং উৎপাদন (SCP) ইত্যাদি জটিল বিষয়গুলিকে পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

- **শিক্ষাবিদ্যা এবং শিক্ষার পরিবেশ :** টেকসই শিক্ষার জন্য কোনো সঠিক শিক্ষাবিদ্যা নেই কিন্তু একটি বিস্তৃত ঐক্যমত আছে যা শিক্ষার্থীকে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণমূলক, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত করে এবং তাদের চিন্তাভাবনা, কাজ ও বোঝার ক্ষেত্রে বাস্তব পার্থক্য তৈরী করে।

পাঁচটি শিক্ষাগত উপাদান শিক্ষাবিদ্যার পন্থাকে আচ্ছাদন করে এবং এই উপাদানগুলিকে শিক্ষার পরিবেশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

1. **সমালোচনামূলক প্রতিফলন :** এখানে অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল ঐতিহ্যবাহী বক্তৃতা এর সঙ্গে আরও যেসব পন্থাগুলি যুক্ত সেগুলি হল প্রতিবর্ত অ্যাকাউন্ট, শেখার জার্নাল ও আলোচনা গোষ্ঠী।
2. **পদ্ধতিগত চিন্তাভাবনা এবং বিশ্লেষণ :** এখানে শেখার সম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত বিষয়গুলি হল বাস্তব বিশ্বের কেস স্টাডি, সমালোচনামূলক ঘটনা, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা, উদ্দীপক কার্যক্রম ও ক্যাম্পাস।
3. **অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা :** এখানে যে বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয় সেগুলি হল দল বা সহপাঠী শিখন, উন্নয়নশীল কথোপকথন, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা, উন্নয়নশীল স্থানীয় দল এবং ব্যবসার সাথে কেসস্টাডি।
4. **ভবিষ্যত পরিস্থিতির জন্য সৃজনশীল ভাবে চিন্তাভাবনা করা :** ভূমিকা খেলা, বাস্তব বিদ্যা, অনুসন্ধান, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, সমস্যাভিত্তিক শিক্ষা এবং উত্থানের জন্য স্থান প্রদান।
5. **সহযোগিতামূলক শিক্ষা :** অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল অতিথি বক্তাদের অবদান, কর্মভিত্তিক শিক্ষা, আন্তঃবিষয়ক/অন্তঃবিভাগীয় কাজ, সহযোগিতামূলক শিখন এবং সহ অনুসন্ধান।

এইভাবে একটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক আলোচনামূলক শিখন শিক্ষণ নকশা শিখনের অনুসন্ধানমূলক, কর্মমুখী এবং রূপান্তরমূলক দিবাকে সক্ষম করে তুলতে পারে শিক্ষার্থীকে তা শেখার পরিবেশ শারীরিক পাশাপাশি ভার্চুয়াল পরিবেশ সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করে এবং এই অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার স্থায়িত্ব শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে।

সামাজিক রূপান্তর : যে কোনো বয়সের শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের নিজেদের ও তারা যে পরিবেশে বসবাস করে তার পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।

- সবুজ অর্থনীতি ও সমাজের একটি রূপান্তর সক্ষম কর।
- সবুজ চাকরির জন্য শিক্ষার্থীদের দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা।
- টেকসই জীবনধারা গ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

জনগণকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে ক্ষমতায়িত করা হবে যারা স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বিভিন্ন বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে ও সমাধান করবে এবং অবশেষে একটি ন্যায় পরায়ণ, শান্তিপূর্ণ, সহনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষিত পরিবেশ গড়তে সাহায্য করবে।

শিক্ষনের ফলাফল : শিক্ষাকে উদ্দীপিত করা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিভিন্ন মূল দক্ষতা যেমন—সমালোচনামূলক ও পদ্ধতিগত চিন্তা, সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদির প্রচার করা।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তীব্র আলোচনার পর 2017 সালে UNESCO দ্বারা আটটি দক্ষতার একটি আন্তজার্তিক ঐক্যমত প্রকাশিত হয়েছিল নিম্নলিখিত সেটের দ্বারা :

- **সিস্টেম চিন্তা দক্ষতা :** সম্পর্ক চেনা ও বোঝার দক্ষতা যে কোনো জটিল সিস্টেম বিশ্লেষণ করতে বিভিন্ন ডোমেইন ও বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সিস্টেম কীভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।
- **প্রত্যাশিত দক্ষতা :** একাধিক সম্ভাব্য ও পছন্দসই ভবিষ্যৎ বোঝা ও মূল্যায়ন করার দক্ষতা একজনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি যথা সর্তকতা মূলক নীতি, কর্মের পরিণতি মূল্যায়ন বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।
- **আদর্শগত যোগ্যতা :** যে কোনো নিয়ম বোঝাও ও প্রতিফলিত করার ক্ষমতা এবং মূল্যবোধ ব্যক্তির স্থায়িত্বের মূল্যবোধ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন নীতির লক্ষ্য বুঝতে সাহায্য করে।
- **কৌশলগত দক্ষতা :** সম্মিলিতি ভাবে উদ্ভাবনা বিকাশ এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে স্থায়িত্ব ও ক্ষেত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।
- **সহযোগিতার দক্ষতা :** অন্যদের কাছ থেকে শেখার দক্ষতা, অন্যের চাহিদা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকে বোঝার (সহানুভূতি) ক্ষমতা, তাদের মতামত সম্পর্ন করা, অন্যদের প্রতি সংবেদনশীল (সহানুভূতিশীল ক্ষমতা) হওয়ার ক্ষমতা সহযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে।
- **সমালোচনামূলক চিন্তা দক্ষতা :** প্রশ্নের নিয়ম, অনুশীলন ও মতামত প্রকাশের দক্ষতা একজনের মূল্যবোধ, উপলব্ধি, কর্মকে প্রতিফলিত করে।
- **স্ব-সচেতনতা দক্ষতা :** স্থানীয়ভাবে নিজের ভূমিকা প্রতিফলিত করার ক্ষমতা সম্প্রদায় ও বৈশ্বিক সমাজের মূল্যায়ন নিজের অনুভূতি, ইচ্ছা কর্মকে অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করে।
- **সমন্বিত সমস্যা-সমাধান দক্ষতা :** জটিল টেকসই সমস্যা সমাধানের ফ্রেমওয়ার্ক ও কার্যকরী বিকাশ ইত্যাদি প্রয়োগ এর দক্ষতা। অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত সমাধান তৈরীতে সাহায্য করে এবং উল্লিখিত দক্ষতা একীভূত করে।

টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব :

- শিক্ষাদানের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি ESD-র অর্থ হল শিক্ষার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যার লক্ষ্য পৃথিবীতে সমস্ত জীবন্ত জিনিসদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত বিশ্ব তৈরী করা; এই চিন্তাধারা প্রতিটি শিশুকে জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা শেখায় যা একটি স্থায়ী ভবিষ্যৎ তৈরী করে।
- মানুষ একটি প্রয়োজনীয় এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার উন্নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যখন ক্রমবর্ধমান ভাবে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে এর ফলে মজুদ ও সরবরাহ প্রভাবিত হয়। এই ভার সাম্যহীণতা পরিচালনার জন্য ভিন্ন চিন্তাধারার বিদ্যালয় প্রয়োজন।
- তরুণদের মধ্যে মানসিকতা গড়ে তোলার একটি উপায় হল টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই জীবনধারা পরিচালানা করা। টেকসই জীবন যাপন করার অর্থ হল আধুনিক বিশ্বে

পরিমিত ভাবে সম্পদ ব্যবহার করে আমাদের মনোভাব পরিবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তনে সাহায্য করা নিজেদের বর্তমান রুটিনে খুব বেশি প্রভাব না ফেলে।

- টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো মূল পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতাগুলিকে গণিত, বিজ্ঞান কলা প্রভৃতি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করে এবং শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে নানান পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত করে। শিক্ষার্থীরা যা শেখে এইভাবে তারা সেগুলিকে নিজেদের বাস্তব জীবনের সাথে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়, এবং আচরণ পরিবর্তনের দ্বারা ক্রমবর্ধমান একটি ভালো অবস্থানে পৌঁছায় এবং একটি উন্নত মানের জীবনধারায় অভিযোজিত হয় এবং এই ধরণের আরও শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয়।
- যেহেতু বিদ্যালয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেনা। তাদের একত্রীকরণ বাইরের বিশ্বের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়েছে এবং বিভিন্ন মানুষ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়েছে এবং তাদের সামনে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে এর ফলস্বরূপ তারা বিভিন্ন সম্পদগুলি দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তাকে সম্মান করে।
- ESD এর দশক ইতিমধ্যে হাজার হাজার ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয়তা প্রদান করেছে। বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে এর মধ্যে Be ati Watani এবং ECO-Schools UAE উভয়ই EWS-WWE দ্বারা বাস্তবায়িত। এই দুটি পরিকল্পনা পরিবেশগত দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ার বিদ্যালয় তৈরীর জন্য অত্যাবশ্যক হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।
- পরিবেশগত শিক্ষা কীভাবে একটি টেকসই ভবিষ্যতে গঠনে সাহায্য করছে তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল UNI এর ECO-School যেটি সম্প্রতি Green Flag সম্মানে সম্মানিত হয়েছে যেটি পরিবেশগত কর্মক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রতীক।
- শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সম্পর্কিত বার্তা ছড়ানোর জন্য বিদ্যালয়ে প্রাচীর স্থানের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করেছিল এবং বিদ্যালয় প্রাচীরে পরিবেশগর্ত বার্তা স্থাপন করেছিল। এর পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের পরিমাণ কমিয়ে বিদ্যালয়ের তহবিল সংরক্ষণ করেছিল। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ও তার সংযুক্ত এলাকায় কীভাবে সম্পদ সংরক্ষণ ও পুর্ণব্যবহার করা যায় তার বার্তা প্রদান করেছিল।
- ESD কেবলমাত্র পরিবেশ বান্ধব হওয়া সম্পর্কে নয়। এটি জীবনের বিভিন্ন দক্ষতা যথা নেতৃত্ব, যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত যেটি একটি ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তরুণদের এই পরিবেশগত জ্ঞান শুধুমাত্র মানবতার বিকাশে সাহায্য করে না তার সাথে সাথে এই গ্রহের সমস্ত সম্পদের সম্মান করতে শেখায়।
- UAE-র বিদ্যালয়ে এই ধরণের সুবিধাগুলিকে পুনরাবৃত্তি করার জন্য একাধিক উদাহরণ বর্তমানে যা টেকসই উন্নয়নে সাহায্য করে। RASAL Khaimk একটি ইকো-বিদ্যালয়ে জল সরবরাহকারী ব্যবস্থাকে স্থাপন করতে এবং ছাত্রদের নিয়ে আসা বোতলকে পুনব্যবহার যোগ্য করে তুলতে যা

টাকা ও প্লাস্টিক উভয়ই সঞ্চয় করে। তরুণদের এই কাজ করার কারণ খুবই সাধারণ ছিল কারণ তারা কম জলের অপব্যবহার ও বিদ্যালয়ের বর্জ্য কমানোর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিল।

- ESD আমাদের ভবিষ্যত পরিবর্তন করতে সাহায্য করতে পারে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অব্যাহত সমর্থন, আইন ও ব্যক্তি দ্বারা নেওয়া পদক্ষেপ সর্বোপরি আমাদের গ্রহের জন্য গভীর সমবেদনা আমরা আজ যে বৈশ্বিক পরিবেশগত সংকটের মুখোমুখি হয়েছি তা উপশম করতে সাহায্য করে।
- এই ধরণের শিক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরেও প্রয়োজনে। এই সময় শিক্ষার্থী যে প্রক্রিয়াগুলি শিখছে সেটি সেখানেই থামিয়ে দেওয়া উচিত নয় বরং এটি পরিবারেও অনুশীলন করা উচিত। বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে জল ও শক্তির বুদ্ধিমান ব্যবহার সম্পর্কে জানানো বাবা মার দায়িত্ব কর্তব্যের একটি অংশ।
- বর্জ্য কমানোর ক্ষেত্রে পরিবার ও সম্প্রদায়কে বৃহত্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নিয়মিত বর্জ্য পুনব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে জানানোর জন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বেছে নিতে হবে এটি আমাদের সন্তানদের একটি স্থায়ী উন্নয়নশীল জীবনে বাঁচতে সাহায্য করবে। বিদ্যালয়ে আমাদের শিশুরা যে শেখে তা প্রয়োগের জন্য বাড়ি ও লোকালয় হল গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

২.৬ সারাংশ

এই অধ্যায়ে আমরা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং সমসাময়িক বিশ্বে তাদের প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের মূল বিষয় ছিল মানবাধিকার শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করা যা RTE ACT 2009 এর মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে। এখানে "মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা" বিষয়টির প্রাসঙ্গিতা এবং টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে শিক্ষা মানুষের জীবনকে বিপন্ন না করে মানবজাতির উন্নতি ও অগ্রগতিতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনকে সুরক্ষিত করে।

২.৭ স্ব-মূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্নগুচ্ছ

1. মানবাধিকার অধিকার কী?
2. RTE Act এর পুরো নাম কী?
3. RTE আইন করে কার্যকর করা হয়েছিল?
4. RTE আইন কী প্রদান করে?
5. মানব সম্পদ কী?
6. কখন একজন মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হয়?
7. মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব কী?

8. টেকসই উন্নয়ন এর অর্থ কী?
9. টেকসই উন্নয়ন জন্য শিক্ষার সংজ্ঞা দাও।
10. কীভাবে শিক্ষা টেকসই উন্নয়নে সাহায্য করে?
11. মানব সম্পক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা কর।
12. টেকসই উন্নয়নে শিক্ষা কী ভূমিকা পালন করে?

২.৮ তথ্যসূত্র

- Singh, Y. M. (1992). Sociological Foundations of Education, Sheth Publishers, Bombay.
- Maclver, R. M. and Page, C.H. (1996) Society: An Introductory Analysis, Macmillan India, Madras.
- Dewey, John. (1916), Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, New York: Macmillan Company. Durkheim, Emile. 1956, Education and Sociology, New York: The Free Press.
- Giddens, Anthony. (2009), Sociology (6th Edition), Cambridge: Polity Press.
- Ottoway, A.K.C. (1957), Education and Society: An Introduction to the Sociology of Education, Routledge & Paul.
- Shah, A, M. (2011), “Sociology of Education- An Attempt at Definition and Scope” In Studies in Indian Sociology: Themes in Sociology of Education (Editor: Indira), New Delhi: Sage Publications.

একক ৩ ❐ বিদ্যাশৃংখলার বিষয় হিসাবে শিক্ষা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ সামাজিক বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রে শিক্ষাগত অধ্যয়ন

৩.৪ বিদ্যাশৃঙ্খলার বিষয় হিসাবে শিক্ষা : উদারনৈতিক বনাম ব্যবহারিক

৩.৪.১ বিদ্যাশৃঙ্খলার বিষয় হিসাবে শিক্ষা : উদারনৈতিক

৩.৪.২ বিদ্যাশৃঙ্খলার বিষয় হিসাবে শিক্ষা : ব্যবহারিক

৩.৫ শিক্ষার ভিত্তি

৩.৬ সারসংক্ষেপ

৩.৭ স্ব-মূল্যায়ণের প্রশ্নাবলী

৩.৮ উল্লেখ

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা—

- সামাজিক বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রে শিক্ষাগত অধ্যয়নের ধারণা সম্পর্কে বুঝতে পারবে।
- অধ্যয়ন শৃঙ্খলা হিসাবে শিক্ষা : উদারনৈতিক বনাম ব্যবহারিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- শিক্ষার ভিত্তিগুলি বলতে পারবে

৩.২ ভূমিকা

শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে বিজ্ঞানকে বিস্তৃতভাবে "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" ও "সামাজিক বিজ্ঞান" হিসাবে বিভক্ত করা যেতে পারে। "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" বলতে পদার্থবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানকে বোঝায়। অপরদিকে, "সামাজিক বিজ্ঞান" সমাজের উন্নয়ন ও ক্রিয়াকলাপ এবং আন্ত:সামাজিক সম্পর্কগুলিকে নিরীক্ষণ করে। এই এককটিতে সামাজিক বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রে শিক্ষাগত অধ্যয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৩.৩ সামাজিক বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রে শিক্ষাগত অধ্যয়ন

সামাজিক বিজ্ঞান সমাজের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, বিভিন্ন সামাজিক অসুবিধা-বেকারত্ব ইত্যাদির কারণ, মানুষের সুখ প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে সামাজিক বিজ্ঞান চেষ্টা করে।

মানুষের আন্তঃসম্পর্ক, আচরণ, সংস্কৃতি গঠন ও বিশ্বের উপর প্রভাব সম্পর্কেও আমরা সমাজ বিজ্ঞান থেকে জানতে পারি। সমাজবিজ্ঞান সরকারি নীতিগঠনেও সাহায্য করে।

এটি দেখা গেছে যে—শিক্ষাগত অধ্যয়ন সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হিসাবে ও সাথে কাজ করে। তার সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-এর সম্পর্কেও বলে। এটি সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রদেয় শিক্ষা, জ্ঞান, পাঠক্রম গঠন ও পুনর্বিবেচনা করতে সাহায্য করে। এটি বিভিন্নভাবে সমালোচনা- আলোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা বিকাশের চেষ্টাও করে যার মাধ্যমে শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বলগুলির সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

শিক্ষাগত অধ্যয়ন শিক্ষাকে একটি প্রেরক-প্রদারক-ফলাফল পদ্ধতি হিসাবে বর্ণনা করেছে যা একটি ভালো নীতিকে অধিকতর কার্যদক্ষ করে তোলে। (উইনধাম, ১৯৯০)।

শিক্ষায় বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষ তাদের সুপ্ত দক্ষতাগুলির বিকাশ ঘটাতে পারে। সমাজ তার শিক্ষিত সদস্যদের থেকে অধিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। অর্থনৈতিক বিকাশ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির যথার্থ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে এবং সমাজের শিক্ষিত সদস্যরা তা দক্ষতার সাথে করতে পারে। পাশাপাশি, শিক্ষা অধিকতর সুচিকিৎসা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদিতেও সাহায্য করে। শিক্ষা জনতাত্ত্বিক উত্তরণ এবং স্ত্রীশিক্ষা-নির্দিষ্টভাবে মৃত্যুহার ও জন্ম নিয়ন্ত্রক হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হিসেবেই বিবেচ্য।

সুতরাং, শিক্ষাগত অধ্যয়ন সমাজের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এবং সমাজবিজ্ঞান বা সামাজিকবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

৩.৪ বিদ্যাশৃঙ্খলার বিষয় হিসাবে শিক্ষা : উদারনৈতিক বনাম ব্যবহারিক

- **বিদ্যাশৃঙ্খলা কাকে বলে?**

অক্সফোর্ড ইংরেজী ডিকশনারির মতে, শৃঙ্খলা হল— “a branch of learning or scholarly instruction” উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাপ্রদেয় বা গবেষণামূলক শিক্ষাক্ষেত্রকে আমরা “শৃঙ্খলা” বলতে পারি। শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষামূলক পত্রিকা দ্বারা প্রকাশিত গবেষণার মাধ্যমে “শৃঙ্খলা” কে অভিহিত করা যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, অধ্যয়ন শৃঙ্খলা বা শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা হল শিক্ষার এমন এক শাখা যেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য পড়ানো ও গবেষণা করা হয়।

একটি নতুন শৃঙ্খলা অবশ্যভাবে নিরন্তর উদ্বেগ-এর সমস্যাগুলি সম্পর্কে উদ্দেশ্য করে বলবে যা পূর্ব উপস্থিত শৃঙ্খলা পর্যাপ্তভাবে বলতে পারেনি। অন্যান্য শৃঙ্খলার সাথে বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিগত সাদৃশ্য থাকলেও একটি নতুন শৃঙ্খলার নিজস্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয় পদ্ধতি থাকবে।

শিক্ষা হল একটি অপেক্ষাকৃত নতুন শৃঙ্খলা যা মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিদ্যা ইত্যাদির দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারিক শিক্ষাকে একত্রিত করে সংগঠিত হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে “শিক্ষা” একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। এটি শিক্ষাপদ্ধতি সমূহকে বোঝার গবেষণাক্ষেত্রও বটে। প্রধান অসুবিধা ও প্রশ্নাবলী শিক্ষাকে যার সম্মুখীন হতে হয় তা হল—

→ ছাত্রছাত্রীদের কি বিষয়বস্তু শেখানো হবে? **(পাঠক্রমের প্রশ্ন)**

→ পাঠক্রমের বিষয়বস্তু কিভাবে শেখানো হবে? **(শিক্ষণপদ্ধতির প্রশ্ন)**

→ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন ছাড়াও কি কি শিক্ষণীয় লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে? **(মানের প্রশ্ন)**

অপরভাবে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষা সত্য, শিক্ষণপদ্ধতি ও মানের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে পারে। শুধুমাত্র জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার নানা লক্ষ্যপূরণে এটি সাহায্য করে।

'শিক্ষা' কে একটি শৃঙ্খলা হিসাবে আদৌ বিবেচনা করা যাবে কি না তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এর জন্য তিনটি ধারণা আছে।

প্রথমত ঃ শিক্ষা যেভাবে অন্য শৃঙ্খলার সাথে নিজেকে যুক্ত করে এবং দক্ষতাবৃদ্ধির উপর জোর দেয়, সেক্ষেত্রে এটিকে শৃঙ্খলা না বলে, এক শিক্ষাক্ষেত্রে বা দ্বিতীয় মাত্রার শৃঙ্খলা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রথমপক্ষে ধারণার উপর ভিত্তি করে, শিক্ষাকে আন্তঃশৃঙ্খলা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ প্রথম দুইপ্রকার মত এর পাশাপাশি দেখা যায় যে শিক্ষার নিজস্ব অসুবিধা, প্রশ্ন, জ্ঞানভিত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এইসব কারণের জন্য শিক্ষাকে একটি সম্পূর্ণ আলাদা শৃঙ্খলা হিসাবেও বিবেচনা করা উচিৎ।

"শিক্ষা" কে শৃঙ্খলা হিসাবে গ্রহণের মতানৈক্যের একটি কারণ হল—শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে শিক্ষা শিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যতিক্রমি যেখানে সেটি নিজেই মুখ্য কার্যকলাপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথাগত শৃঙ্খলা ও শিক্ষাকে যেভাবে এটি সংযুক্ত করে তা নির্দিষ্টভাবে দেখলে, একে আন্তঃশৃঙ্খলা হিসাবে বলা যেতে পারে। আন্তঃশৃঙ্খলা হিসাবে শিক্ষাকে বিবেচনা করায়, এটি বলা যায় যে এটি এমন এক ক্ষেত্র যা সমস্যার সমাধান করে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, যা একটি শৃঙ্খলা দ্বারা করা সম্ভব নয়।

এইক্ষেত্রে শিক্ষাকে এক নতুন শৃঙ্খলা হিসাবে নিরীক্ষণ করা যেতে পারে। নিজস্ব সমস্যা, প্রশ্ন, জ্ঞানভিত্তি, মতাদর্শ থাকার পাশাপাশি অন্য শৃঙ্খলাভুক্ত বিষয়গুলিও এখানে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

⇉ শিক্ষাকে কি অধ্যয়ন শৃঙ্খলা হিসাবে বিবেচনা করা যায়?—এটি বুঝতে নিম্নলিখিত কারণগুলি জানা প্রয়োজন—

- এর নিজস্ব তত্ত্ব ও অনুশীলন পদ্ধতি আছে।
- এর সুনির্দিষ্ট ও সুসংজ্ঞায়িত ক্রিয়া আছে।
- শৃঙ্খলা হিসাবে এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র সুসংজ্ঞায়িত।
- কোনো ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের বৃদ্ধি ঘটানোই শিক্ষার মূল কাজ।
- শিক্ষার নির্দিষ্ট শিক্ষাক্ষেত্র ও নিজস্ব প্রসার আছে।
- এটি উদ্দেশ্যমূলক।

- শৃঙ্খলা হিসাবে “শিক্ষা” চর্চার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দক্ষতা, প্রবণতা ও জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজন।

শিক্ষাক্ষেত্রের শৃঙ্খলা যা ব্যক্তিকে জটিলতা, বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনকে সামলাতে, গঠন করে ও স্বনির্ভর করে তোলে, তাকে শিক্ষার উদারনৈতিক শৃঙ্খলা বলা হয়।

৩.৪.১ বিদ্যাশৃঙ্খলা বিষয় হিসাবে শিক্ষা : উদারনৈতিক

শিক্ষাক্ষেত্রে উদারনৈতিক শিক্ষা বহুমুখী শৃঙ্খলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন এক শিক্ষাপদ্ধতির উপর জোর দেয় যাতে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দের কার্যধারা, (যা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আবিষ্কার পরিপন্থী) তা বাছতে। শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে বহুমুখী বিষয় নির্বাচন এবং তাদের মধ্যে সংযোগস্থাপনে সক্ষম হবে। এটি পাঠক্রম বদ্ধ নয়। এটির একটি আকৃতি আছে এবং পাঠক্রম ও কর্মধারা অনুযায়ী শিক্ষার্থী সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব বিশেষীকরণে সাহায্য পেতে পারে। এটি একটি আন্তঃশৃঙ্খলীয় ধাপ যা বিভিন্ন আদর্শ ও দৃষ্টান্ত নিয়ে গঠিত। এই ধাপটি শিক্ষার্থীদের সংযোগস্থাপন ও জ্ঞান সংযুক্তিকরণে সাহায্য করে ও প্রয়োজনমত বর্তমান ও ভবিস্যৎ পৃথিবীতে তা প্রয়োগ করতে শেখায়। উদারনৈতিক শিক্ষা, শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সচেষ্ট হয় যা বুদ্ধিমত্তা, ঔৎসুক্য, চিন্তাধারণা, স্বচেতনতা, নেতৃত্ব, দলবদ্ধ কাজ করার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করে। এটি এক ব্যক্তির অঙ্গিকারবদ্ধতা, পেশাদারিত্ব এবং সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ-এর প্রতি অনুভূতিপ্রবণতা বৃদ্ধি করে। এটি এমন এক শিক্ষাগত পরিবেশ গঠনে জেরা দেয় যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারবে এবং শিক্ষক হবেন সাহায্যকারী।

এটি শিক্ষার্থীদের প্রসারিত জ্ঞানক্ষেত্র, গভীর অধ্যয়নক্ষেত্র ইত্যাদি দিয়ে, তাদের পছন্দের বিষয় জানতে সাহায্য করে। এটি ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধ-এর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষমতা, দক্ষতা, শক্তিশালী ও স্থানান্তরযোগ্য বুদ্ধিমত্তা ও যোগাযোগ কর্মদক্ষতা প্রভৃতির বাস্তব পৃথিবীতে বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

⇉ উদারনৈতিক শিক্ষা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করে—

- বহু প্রশংসার বিস্তৃত জ্ঞান।
- নির্বাচিত শৃঙ্খলার গভীর অধ্যয়ন।
- আন্তঃশৃঙ্খলা সম্পর্কিত শিক্ষা।
- শিখনপদ্ধতির পার্থক্যমূলক অভিমুখ।
- স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতাসমূহ।
- বাস্তব ব্যবহারিক ব্যবস্থায় জ্ঞানপ্রয়োগের ক্ষমতা।
- বিভিন্ন মানসিক প্রতিমাণের সাহায্যে সংযোগ স্থাপন।
- স্বভাবনার অভ্যাস।
- প্রাসঙ্গিক শিখনপদ্ধতি।
- মনের স্বাধীনতা।
- আজীবনকালের শিক্ষা।

৩.৪.২ বিদ্যাশৃঙ্খলার বিষয় হিসাবে শিক্ষা : ব্যবহারিক অথবা বৃত্তিমূলক

প্রাথমিক শৃঙ্খলাগুলির জ্ঞান যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্র বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞান ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রের কয়েকটি উদাহরণ হল—জৈব প্রকৌশল, জৈবপ্রযুক্তি, ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা, পরিবেশ-জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি। ভূবিজ্ঞানের মধ্যে ভূতত্ত্ব, বাস্তববিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা উপস্থিত যা আবহবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যার সাথে যুক্ত হতে পারে, যার দ্বারা পৃথিবী ও তার পরিবেশকে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণবিদ্যা, জীববিদ্যার তত্ত্ব দিয়ে বর্ণনা করা যায়। যদিও মানুষের জ্ঞানক্ষেত্রকে অনেকগুলি যুক্তিগ্রাহ্য স্বতন্ত্র জ্ঞানক্ষেত্রের সমষ্টি বলে বিবেচনা করা যায়, কিন্তু বাস্তবে বহুক্ষেত্রে তা বহুক্ষেত্রীয় জ্ঞান যা স্বজ্ঞানে প্রযুক্ত হয়। এছাড়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে সাথে মৌলিক শৃঙ্খলা থেকে বিভিন্ন বিশেষীকরণ ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটে যা পরবর্তীতে নতুন প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হয়। যখন, পরীক্ষা-গবেষণা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ও অভিজ্ঞতাকে বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, তখন তাকে ব্যবহারিক অধ্যয়ন বলে। গবেষক, শিক্ষাকর্মী, বিশেষজ্ঞদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ-এর জন্যই অধ্যয়ন বিষয়ক শৃঙ্খলা গঠিত হয়েছে। এটি জ্ঞানের এক ক্ষেত্র যা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাযোগ্য ও গবেষিত। নৃতত্ত্ববিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা এগুলি অধ্যয়ন বিষয়ক শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে, যা জীবনকে উৎসাহিত করে। শিক্ষাও এর একটি অংশ। এটি মূল্যবোধ শেখাতে, উদ্দীপিত বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটাতে, মতপার্থক্য-এর প্রতি সহনশীলতা, বর্তমান, প্রশ্নাবলীর সুযোগ সন্ধানে, মানব সমাজের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

শিক্ষার জ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, যেমন—প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, শিক্ষকশিক্ষা, বিশেষশিক্ষা, দূরশিক্ষা প্রভৃতি। বর্তমান নীতির বিশ্লেষণ, সমাজের উপর তার প্রভাব, ভবিষ্যৎ নীতিগঠন ইত্যাদির জন্য ও শিক্ষার জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্যই, এটিকে উদারনৈতিক-এর সাথে সাথে ব্যবহারিক শৃঙ্খলাও বলা হয়।

৩.৫. শিক্ষার ভিত্তি

পূর্বের এককগুলি থেকে জানা যায় যে, শিক্ষা একটি জটিল প্রক্রিয়া। অধ্যয়নযোগ্য বিষয় হিসাবে, এটি চারটি মৌলিক ভিত্তি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। যথা—

- দার্শনিক ভিত্তি
- মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি
- সামাজিক ভিত্তি
- ঐতিহাসিক ভিত্তি

- **দার্শনিক ভিত্তি :**

ব্যুৎপত্তিগতভাবে দর্শন (Philosophy) শব্দটি গ্রীক শব্দ ‘Philo’ থেকে এসেছে যার অর্থ ভালোবাসা ও ‘Sophia’ যার অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। শিক্ষার অর্থ হল জন্মগত দক্ষতাগুলি বের করে, তার লালন করা।

মানবজীবন দর্শন ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। আবার জীবন ও শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই, জীবনের

এক দার্শনিক ভিত্তি আছে এবং ফলস্বরূপ শিক্ষারও দার্শনিক ভিত্তি বর্তমান। দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য সরবরাহ করে ও শিক্ষা সেটি সাধনে সচেষ্ট হয়। দর্শন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ দুক্ষেত্রেই বর্তমান। দর্শন ও শিক্ষা উভয়ই সম্পর্কিত, পরস্পর নির্ভরশীল, অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ। প্রত্যেকটি দার্শনিকের শিক্ষা চিন্তা আছে এবং প্রতিটি শিক্ষাবিদের দার্শনিক মত বর্তমান। দর্শনের সত্য ও নীতি শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রযুক্ত হয়।

লক্ষ্য, পাঠক্রম, প্রয়োগপ্রণালী, শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, প্রশাসনিক, শৃঙ্খলা, মূল্যায়ণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দর্শন শিক্ষার ওপর প্রভাব ফেলে। শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি দিকই দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি যে, দর্শন শিক্ষাক্ষেত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিককেই প্রভাবিত করে। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ জীবনের মানে ও লক্ষ্য সন্ধান করেছে যার জন্য শিক্ষার সাহায্য প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে দর্শনই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। স্যার জন অ্যাডাম-এর মতানুসারে, “Education is the dynamic aspect pf philosophy”. দর্শনের উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম গঠিত হয়। পাঠক্রম-এর উপর নির্ভর করে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষণ পদ্ধতি-ক্রিয়াকলাপ গঠিত হয়। অন্যভাবে তাই এটিকে শিক্ষাপ্রণালী বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি দর্শন নির্দেশ করে যে, ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে উৎপাদনক্ষম নাগরিক হিসাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, শিক্ষা সেক্ষেত্রে সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য কারীগরী দক্ষতার বিকাশ ঘটায়। পাঠক্রমে মত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তত নির্দিষ্ট দক্ষতার বিকাশ ঘটতে সাহায্য করবে এবং শিক্ষাপ্রণালী হবে কার্যকর। অর্থাৎ বলা যায় যে, শিক্ষার যেকোনো ক্ষেত্রের জন্য দার্শনিক ভিত্তি প্রয়োজন।

- **মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি :**

মানবের আচরণগত বিদ্যাই হল মনস্তত্ত্ব। শিক্ষার কাজই হল আচরণগত পরিবর্তন সাধন বা উন্নতিসাধন। যতক্ষণ পর্যন্ত আচরণ সম্পর্কে জানা যাবে না, ততক্ষণ তার উন্নতিসাধন সম্ভব নয়।

বর্তমান শিক্ষার বিকাশে মনস্তত্ত্ববিদ্যার প্রভাব সুস্পষ্ট। মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষার মধ্যে প্রাথমিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ নানাবিধ। শিক্ষার তত্ত্ব ও প্রয়োগ মানুষের আচরণের প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার প্রক্রিয়াকে সহায়তার জন্য তাই শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্ত্ববিদ্যার বিকাশ ঘটেছে যা শিক্ষার্থীদের আচরণকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করে।

শিক্ষাবিষয়ক মনোস্তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষার্থীদের বিকাশ পদ্ধতি, শিক্ষণপদ্ধতি, সামাজিক সমন্বয়, স্বাতন্ত্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে। এটি শিক্ষার্থীদের দৈহিক ক্ষমতা, মানসিক গুণাবলি ও দক্ষতা, আগ্রহ, প্রেরণা ও শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির কথাও বলে। শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্ত্ববিদ্যার মূল কাজই হল শিশু ও তার শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এটি শিক্ষাবিষয়ক দর্শন দ্বারা নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ ও শিক্ষাবিষয়ক লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে চেষ্টা করে। শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী—তিন ক্ষেত্রেই এটি কাজে লাগে। শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্যই হল শিশুর পুর্ণাঙ্গিক বিকাশ। বর্তমান শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক—এর ফলস্বরূপ মনস্তত্তববিদ্যা প্রকৃতির অধ্যয়ন করে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব শিক্ষার উপর বর্তমান। আধুনিক বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক নীতিগুলি প্রত্যক্ষভাবে মনস্তত্ত্ববিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত। উদাহরণস্বরূপ—শিক্ষার্থীদের অবসাদসূচক-এর উপর নির্ভর করে একটি শ্রেণীর দিনলিপি তৈরী হয়। বিদ্যালয় শৃঙ্খলার আধুনিক ধারণাও মনস্তত্ত্ববিদ্যার ফলাফল। মনস্তত্ত্ববিদ্যা শিশুর স্বাধীনতার গুরুত্বের উপর জোর দেয় যাতে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। অর্থাৎ, বলা যায় যে,

যেখানে দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে, মনস্তত্ত্ববিদ্যা সেখানে শিক্ষা লক্ষ্যে পৌঁছানোর সবচেয়ে কার্যকর পথ নির্দেশ করে।

- **সামাজিক ভিত্তি :**

সমাজবিদ্যা হল সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সম্পর্ক বিশেষত মানবগোষ্ঠীর সুসংবদ্ধ ও সামাজিক সম্পর্ক বিশেষত মানবগোষ্ঠীর সুসংবদ্ধ বিকাশ, আকার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও দলগত আচরণের পদ্ধতিগত অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিজ্ঞান। অনেককে নিয়ে গঠিত সমাজেই শিক্ষা বর্তমান। শিক্ষা একটি সামাজিক পদ্ধতি। এর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সাথে সামাজিক প্রাসঙ্গিকতাও আছে। সমাজ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, আবার, বিদ্যালয় সমাজকে গঠন ও আকার দিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, বলা যায় যে, শিক্ষা সমাজের প্রতিষ্ঠার এক কারণ ও ফলাফল উভয়ই। এটি সমাজেই সৃষ্টি হয় এবং সমাজের প্রার্থীদের চাহিদা পূরণ করে। এজন্যই শিক্ষা ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিকভাবেই যুক্ত। আধুনিক শিক্ষার দ্বিস্তরীয় কাজ বর্তমান। এটি একের বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক উন্নতি ও সাধন করে। শিক্ষা সমাজের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়। শিক্ষা কোনো স্থির বিষয় না—এটি সদা পরিবর্তনশীল। সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদাগুলিকে পূরণ করার জন্য শিক্ষাকেও পরিবর্তনশীল হতে হয়। শিক্ষাবিষয়ক সমাজবিদ্যা দলগত ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেখানে শিক্ষণ, পাঠন ইত্যাদির সামাজিক পদ্ধতি সংগঠিত হয়, সেসব কে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করে। এটি সামাজিক প্রবণতা, চিন্তাধারা, যা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে, তাকেও বিশ্লেষিত ও মূল্যায়িত করে। এটি বুঝতে সাহায্য করে যে, শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। এটি সমাজে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক, যোগাযোগ যা বিদ্যালয় বা সমাজে উপস্থিত তার সম্পর্কেও কথা বলে। এটি জোর দিয়ে বলে যে, শিক্ষণপ্রক্রিয়া হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যার বর্তমান শিক্ষাতত্ত্ব ও প্রয়োগের উপর বিস্তর প্রভাব। শিক্ষা-বিষয়ক সমাজবিদ্যা শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে; পাঠক্রম নির্মাণের নীতি, শিক্ষাপদ্ধতি, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন-এর উপরও এর প্রভাব বর্তমান।

- **ঐতিহাসিক ভিত্তি**

বর্তমান অতীতের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। শিক্ষার ইতিহাস প্রারম্ভিক শিক্ষাভাবনা ও তার বিবর্তন সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। শিক্ষার ইতিহাসের প্রধান কাজই হল—শিক্ষার বিকাশ খুঁজে বের করা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে তার কাজগুলিকে মূল্যায়ণ করা। এটি সেই কাজগুলিকে গভীরভাবে বুঝতে ও বিভিন্ন শিক্ষাসমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে।

প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের ও কালের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ও শিক্ষার সম্পর্ক, শিক্ষার পথিকৃৎদের, শিক্ষাবিদদের নানা শিক্ষাচিন্তা এক্ষেত্রে অধ্যয়ন করা হয়।

শিক্ষার বিকাশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সময়রেখা পরিবর্তনের ব্যাখ্যাগুলি শিক্ষার ইতিহাস বলতে পারে। এটি শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাকাঠামো সম্পর্কে এবং তাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত তার বিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে। শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ঘটনা আছে যা সময়ের ঘটনাবহুল রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে প্রতিফলিত করে। ঊনবিংশ শতক থেকে শিক্ষার প্রশস্থতা পরিবর্তিত হয়েছে। আবার, আধুনিক সমাজগুলিতে শৃঙ্খলায়িত জ্ঞানের বিস্তার, কাজ, বিদ্যালয় ও অন্যান্য

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা অতি লক্ষ্যণীয়। যদি, ভারতীয় শিক্ষার ঐতিহাসিক আদর্শগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তা বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তন বর্তমান ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বায়নের সাথে সাথে সমাজ- রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাও প্রভাবিত হয়। শিক্ষার সাথে প্রযুক্তির সংযুক্তিকরণ ঘটে। এর সঙ্গে দূর ও মুক্ত শিক্ষার ধারণাও উপস্থিত হয়।

৩.৬ সারসংক্ষেপ

সমাজ বিজ্ঞানের চর্চাক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞান-এর ভূমিকাকে যুক্তিগ্রাহ্য ও অন্তর্ভুক্ত করতে এই এককটি সাহায্য করে। দর্শন, মনস্তত্ত্ববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি শৃঙ্খলাগুলিকে ভিত্তি করেই 'শিক্ষা' শৃঙ্খলা গঠিত হয়েছে যা সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্যণীয় অংশ। সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য এক অংশ, যার ফলে শৃঙ্খলা হিসাবে শিক্ষাকে উদারনৈতিক ও ব্যবহারিক উভয় অধ্যয়ন শৃঙ্খলা হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

৩.৭ স্ব-মূল্যায়ণের প্রশ্নাবলী

১। শিক্ষাবিষয়ক শৃঙ্খলার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

২। উদারনৈতিক শৃঙ্খলা কাকে বলে?

৩। ব্যবহারিক শৃঙ্খলা বলতে কি বোঝ?

৪। 'শিক্ষা উদারনৈতিক শৃঙ্খলা' না 'ব্যবহারিক শৃঙ্খলা'? —এর সম্পর্কে যুক্তি দাও।

৫। সমাজবিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান কাকে বলে?

৬। সমাজবিজ্ঞানের চর্চাক্ষেত্রে 'শিক্ষা' কে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? ইতিহাস কিভাবে শিক্ষার ভিত্তি গঠন করে?

৭। 'শিক্ষা' কে কেন সমাজবিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ—স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৮। শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩.৮ তথ্যসূত্র

- Brubacher, John S., Modern Philosophies of Education, Mcgraw Hill Book Company. Lnc, New York.
- Kneller, George F. Introduction to Philosophy of Education, John Wiley and Sons, lnc, New York.

- Ozman, Howand A., & Craver, Samuel M., Philosophical Foundations of Education. Allyn & Bacon. Boston.
- Chandra S.S., R. Sharma, Rajendra K (2002) "Philosophy of Education". New Delhi, Allantic Publishers.
- Chakraborty A.K. (2003), "Principles and Practices of Education." Meerut, Lal Book Depot.
- Gupta S. (2005). "Education in Emerging India. Teachers role in society." New Delhi, Shipra Publication.
- Ananda, C.L. et. el. (1983). Teacher & Education in Emerging Indian society, NCERT, New Delhi.
- Deway. J. (1916/1978) : Democracy and education An introcuction to the philosophy of education. New York: Macmillan.

মডিউল-২ :

Goals of Education

(শিক্ষার লক্ষ)

একক ৪ ❑ শিক্ষার লক্ষ্য

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ শিক্ষার লক্ষ্য : ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা

- ৪.৩.১ শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য
- ৪.৩.২ শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য

৪.৪ শিক্ষার উপাদানসমূহ

- ৪.৪.১ শিশু/শিক্ষার্থী
- ৪.৪.২ শিক্ষক/শিক্ষিকা
- ৪.৪.৩ পাঠক্রম
- ৪.৪.৪ শিক্ষামূলক পরিবেশ

৪.৫ শিক্ষার প্রকারভেদ

- ৪.৫.১ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা
- ৪.৫.২ প্রথাগত শিক্ষা
- ৪.৫.৩ অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
- ৪.৫.৪ ভার্চুয়াল শিক্ষা

৪.৬ সারাংশ

৪.৭ স্ব-মূল্যায়ণের প্রশ্নগুচ্ছ

৪.৮ তথ্যসূত্র/উল্লেখ

৪.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলি বুঝতে সক্ষম হবে সেগুলি হল—

- শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বুঝতে পারবে।
- শিক্ষার উপাদানগুলি জানতে পারবে।
- শিক্ষার প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবে।

৪.২ ভূমিকা

শিক্ষা হল একটি সামাজিক প্রয়োজনীয়তা। এটি পরিবর্তনশীল সামাজিক চাহিদা এবং আকাঙ্খার যত্ন নেয়। শিক্ষা এমন একটি কার্যকলাপ যা কোনো কিছুকে অর্জন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এটি সর্বদা একটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। এই লক্ষ্য এটিকে একটি উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপে পরিণত করে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল প্রতিটি ব্যক্তিকে একজন ব্যক্তি এবং সমাজের সদস্য হিসাবে তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে সহায়তা করা। শিক্ষার মতোই অন্য যে কোনো মানবিক কার্যক্রমের নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকা উচিত। শিক্ষার বিভিন্ন রকম লক্ষ্যসমূহকে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল।

৪.৩ শিক্ষার লক্ষ্য

- **শিক্ষার জ্ঞানমূলক লক্ষ্য :**

শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে জ্ঞান মূলক মাত্রাটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। এটি একজন ব্যক্তির পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা এবং পরিবেশের বিবিধ মাত্রাগুলিকে আয়ত্তের জন্য অপরিহার্য। যুগে যুগে মানুষের উন্নতি সম্ভব হয়েছে জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং বিস্তারের মাধ্যমে। এটি সমাজের ধারাবাহিকতা এবং বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। এটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সন্তুষ্টি এবং সহজাত কৌতুহলের নিবৃত্তির জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

- **শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য :**

শিক্ষা তখনই অর্থবহ হয় যখন এটি কোন মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সুনিশ্চিত করে। এটি শিল্প ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রত্যক্ষ ফলাফল। আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা বৃত্তিমূলক লক্ষ্যকে তার সামনে রেখেছে। এটি শিক্ষার্থীকে জীবনে স্বনির্ভর করে তোলে। শিক্ষা একটি উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ। বৃত্তিমূলক লক্ষ্য, যদিও সংকীর্ণ এবং একতরফা কারণ এটি মানব অস্তিত্বের উচ্চতর মূল্যবোধকে বিবেচনা করে না। এটি মানব জীবনের বুদ্ধিবৃত্তিক নান্দনিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিকগুলিকে কিছুটা হলেও অবহেলা করে।

- **শিক্ষার সাংস্কৃতিক লক্ষ্য :**

সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সম্প্রচার ও সমৃদ্ধি শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সংস্কৃতির মূলক শিক্ষা মানুষের নান্দনিক সংবেদনশীলতা বিকাশের চেষ্টা করে, চারুকলার প্রশংসা করার জন্য এবং মানবিক ক্ষমতা ও গুণাবলী গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এটি মহৎ ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের ধরণ তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে এই কথাও মাথায় রাখতে হবে যে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের ওপর বেশি জোর দেওয়া, হলে তা ব্যক্তির সার্বিক বিকাশকে ব্যহাত করতে পারে। শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গনে ওঠা শিক্ষাকে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এমনভাবে অপব্যবহার করতে পারে যে অনেক সামাজিক কুফল আবার দেখা দিতে পারে।

- **শিক্ষার চরিত্র গঠন লক্ষ্য :**

নৈতিক চরিত্রের বিকাশ শিক্ষার সর্বোচ্চ লক্ষ্য। একজন ব্যক্তির মূল্যবোধ, সামাজিক মনোভাব, নৈতিক আচরণ এবং সুঅভ্যাস গড়ে তোলার মধ্যে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করা। প্রকৃত দানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার চরিত্র গঠন লক্ষ্যে অধিক জোর দেওয়া হলে, মুক্ত চিন্তা, বস্তুগত সমৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক সাধিত হবে উন্নয়ন এবং সমাজের অর্থনৈতিক প্রলুব্ধি হ্রাস পাবে।

- **শিক্ষার নাগরিকত্ব লক্ষ্য :**

নাগরিকদের জন্য শিক্ষা হল শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সামগ্রিক ফলাফল। এটি শিশুদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শিখন এবং উদ্বুদ্ধতার সাথে জড়িত সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য শিক্ষা ব্যক্তিকে তার কর্তব্য পালন করার এবং তাকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রশিক্ষণ দেবে। এই লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ব, সমতা, সহানুভূতি, সহনশীলতা, সমবায় জীবনযাপন ইত্যাদির মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিকে অর্জন করতে। এটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রস্তুত সর্বদা করে।

- **শিক্ষার সুসংগত উন্নয়ন লক্ষ্য :**

মানুষ অনেক শক্তি এবং ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। একটি প্রগতিশীল শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সমস্ত ক্ষমতা এবং শক্তিকে সুসংগতভাবে বিকাশ করা যাতে একটি সুষম ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তৈরি করা যায়। এর লক্ষ্য এমন ব্যক্তি তৈরি করা যারা ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উৎপাদনশীল।

- **শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য :**

শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে নৈতিকভাবে সুস্থ করে তুলতে চায়। শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই উদারতা, ত্যাগ, সৎ উদ্দেশ্য, সহানুভূতি, করুণা ইত্যাদির মতো আধ্যাত্মিক গুণাবলী জাগ্রত হয়। শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য একজন ব্যক্তিকে কোমল ও ধার্মিক করে তোলে। এটি সমাজে শৃঙ্খলহীনতা, দ্বন্দ্ব, ঝগড়া, দুর্নীতি, ঘৃণা ইত্যাদি সমস্যা কমায়।

- **অবসর শিক্ষার লক্ষ্য :**

অবসর মানে মুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার যোগ্য ইচ্ছাধীন উদ্বৃত্ত সময়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবহণ ও যোগাযোগের মাধ্যমগুলির অগ্রগতি সময় এবং স্থানকে হ্রাস করেছে যার ফলে অবকাশের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বুদ্ধিমত্তার সাথে অবসর সময়ের সঠিক ব্যবহার করা। অবসরের সঠিক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। আমাদের জীবনকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেও এই অবসর অত্যন্ত অপরিহার্য এবং সহায়ক। শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্ট্রাইক এবং শৃঙ্খলাহীনতার একটি বড়ো কারণ হল এই যে তাদের, অবসর সময়কে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তা যথাযথ ভাবে শেখানো হয় না। সময়ের মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে।

● **শিক্ষার লক্ষ্যের প্রকৃতি**

শিক্ষার লক্ষ্য জানতে হলে আমাদের লক্ষ্যের প্রকৃতি জানতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির এবং সর্বজনীন নয়। এগুলো পরিবর্তনশীল এবং আপেক্ষিক প্রকৃতির। আমরা নিম্নরূপে শিক্ষামূলক লক্ষ্যের কিছু নির্দিষ্ট প্রকৃতি নির্দেশ করতে পারবোঃ

- যেহেতু শিক্ষা একটি একক উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ নয়, তাই বহুত্ব শিক্ষাগত লক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন লক্ষ্য একই জিনিসের ওপর অনুসন্ধানের বিভিন্ন উপায় উপস্থাপন করে।
- শিক্ষাগত লক্ষ্য, প্রকৃতি এবং অভিমুখে ভিন্ন। কিছু স্থায়ী, নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়, অন্যরা নমনীয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিবর্তনযোগ্য।
- শিক্ষাগত লক্ষ্যগুলি ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজের একাধিক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত।
- শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের আদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এইভাবে শিক্ষাগত লক্ষ্যগুলি দর্শনের বিভিন্ন ধরা বা স্কুলের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয় যা একজন ব্যক্তি বা একটি দেশের দ্বারা ধারণ করা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের সাথে মিলিত হয়। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য প্রণয়ন হল মূলত 'জীবনের' লক্ষ্যের প্রণয়ন।
- বাস্তবে, শিক্ষা হল সমাজের প্রতিফলন এবং সামাজিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজ গঠন ও গঠনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে যাওয়া।
- শিক্ষাগত লক্ষ্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন বয়সে এবং স্থানের পার্থকে পরিবর্তিত হয়। তাই, এই লক্ষ্যগুলির নির্ধারণ স্থির প্রকৃতির না।
- সবশেষে, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার আলাদা লক্ষ্য রয়েছে এই কথাই উপলব্ধ হয়।

এইভাবে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজেরও নির্দিষ্ট চাহিদা এবং আদর্শ অনুসারে পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষাগত লক্ষ্যের অন্বেষণ অনাদিকাল থেকে করা হয়েছে। মহান চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের উপস্থিতিতে এবং তাদের শিক্ষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই অনুসন্ধান গতি পায়। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাও শিক্ষাগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। শিক্ষাগত লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য প্রতিটি দেশকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে পরিবর্তনশীলতা হল শিক্ষাগত লক্ষ্যের একটি অন্যতম প্রকৃতি। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952) একথা উল্লিখিত ছিল যে—"রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং নতুন সমস্যা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এটিকে পুনঃনিরীক্ষণ করা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়ে ওঠে।"

● **শিক্ষাগত লক্ষ্যের গুরুত্ব**

এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মডার্ণ এডুকেশন (Encyclopedia of Modern Education) অনুসারে, "শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক এবং নৈতিক কার্যকলাপ'। অতএব, লক্ষ্য ছাড়া এটি কল্পনা করা যায় না।" আমরা জীবনের কোনো পথে এগোতে পারি না লক্ষ্য ছাড়া। জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ও সাফল্য অর্জনের জন্য। পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। লক্ষ্যের জ্ঞান ছাড়া একজন শিক্ষাবিদকে একজন

নাবিকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যে তার গন্তব্য জানে না। এর মানে হল শিক্ষা ব্যবস্থা যা তার লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট নয় বা যার অবাঞ্ছিত শেষ রয়েছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। লক্ষ্য, শিক্ষা পরিকল্পনাকারীকে দূরদর্শিতা দেয়।

আমাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি, আমাদের পাঠক্রম এবং আমাদের মূল্যায়নের পদ্ধতি সবকিছুই আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য অনুসারে তৈরি এবং সুদৃঢ় করা হয়েছে। এটি আসলে সঠিক লক্ষ্যের নির্ধারণের অজ্ঞতা যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে, এর পদ্ধতি এবং এর পণ্যগুলিকে বিকৃত করেছে এবং সফলভাবে জাতিটির শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক দুর্বলতার কারণ হয়েছে। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য শিক্ষার লক্ষ্যগুলির সঠিক নির্ধারণের একটি বড়ো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে :

- **প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার জন্য :**

লক্ষ্য জানা থাকলে আমরা সেই লক্ষ্যের অর্জন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারি। শিক্ষার লক্ষ্যগুলি শিক্ষক এবং শিক্ষণকে সঠিক পথে রাখা। তারা শিক্ষকদের কর্মের একটি লাইন অফ্ এ্যাকশন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করে, যা ছাত্রদের সঠিক কাজের দিক নির্দেশনা এবং উৎসাহ দেয়। শিক্ষাগত লক্ষ্য আমাদের সময় এবং শক্তির অপচয় এড়াতে সাহায্য করে। John Dewey-এর ভাষায় শিক্ষার "একটি লক্ষ্যই হল অর্থের সাথে কাজ করা। লক্ষ্যগুলি আমাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে এবং একটি সঠিক অর্থের সাথে কাজ করতে সহায়তা করে। যখন আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি যে আমাদের কী করতে হবে তখন আমরা সরাসরি তা করতে শুরু করি।

- **নিজেদের মূল্যায়ন করতে :**

শিক্ষাগত লক্ষ্য আমাদের নিজেদের সঠিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। এর দ্বারা আমাদের প্রচেষ্টা ও ফলাফলের সম্ভাব্য একটি সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। লক্ষ্য হল একটি মান কাটি (yard-stick) যা দিয়ে আমরা আমাদের সাফল্য এবং ব্যর্থতা পরিমাপ করতে পারি। শিক্ষা প্রক্রিয়ার ফলাফল মূল্যায়ন করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ খুব প্রয়োজনীয়।

- **বিদ্যমান অবস্থার মূল্যায়ন করতে :**

আমরা শিক্ষাবিদ হিসাবে বিদ্যমান অবস্থার যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করি। যেমন—শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, পাঠদানের দক্ষতা, গ্রন্থাগারের সরঞ্জাম, পাঠক্রম এবং সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা আমাদের উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার আলোকে।

- **দক্ষ স্কুল প্রশাসন প্রদানের জন্য :**

দক্ষ স্কুল প্রশাসন এবং সংগঠনের পরিচালনার জন্য লক্ষ্যগুলির সঠিক প্রয়োজনীয়। নির্ধারণ স্কুল কর্তৃপক্ষকে স্কুল সংগঠন , সুসজ্জিতকরণ এবং পরিচালনার জন্য উক্ত লক্ষ্যসমূহ সাহায্য করে। স্কুল প্রশাসন এবং সংগঠনের বিভিন্ন দিক যেমন—শিক্ষকদের সঠিক নির্বাচন, সঠিক পাঠক্রমিক এবং সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের প্রণয়ন শিক্ষামূলক লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হয়। এটা যথার্থই বলা হয় যে ভালো স্কুলগুলি লক্ষ্য আলোকিত করে বিকশিত হয়। লক্ষ্য হল শিক্ষাগত প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে সূর্যের মতো,

লক্ষ্যগুলি আমাদের জীবনকে আলোকিত করে। সঠিক লক্ষ্যের অজ্ঞতা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

- **শিক্ষাগত লক্ষ্য নির্ধারণের কারণগুলি হল :**

শিক্ষাগত লক্ষ্যগুলি নির্ধারণের অনেক কারণ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় অবদান রেখেছে এবং অবদান রাখে। এই কারণগুলি মানব জীবনের প্রতিটি ধাপকে স্পর্শ করে যা ছিল, যা আছে বা যা হবে থাকবে। যথা

- **জীবন দর্শনের সাথে যুক্ত কারণ :**

শিক্ষার লক্ষ্যগুলি সর্বদা সেই দেশের মানুষের জীবন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়। আদর্শবাদী দর্শন বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে যেমন—আত্ম-উপলব্ধির জন্য শিক্ষা। বাস্তববাদীরা শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিশ্বাস করে না। যে দর্শন মানুষের জীবনে বিরাজমান সেই দেশে শিক্ষার লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়।

- **মনোবিজ্ঞানের সাথে যুক্ত কারণ :**

শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি, চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা, অনুপ্রেরণা এবং আগ্রহ অনুযায়ী পাঠ্যক্রম ও সমগ্র শিক্ষা ব্যাবস্থার নির্মান। শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে জীবনের সঙ্গীত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে, সেই শিক্ষা নিরর্থক, অকেজো, নিষ্ফল এবং অকার্যকর প্রমাণিত হবে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবনের ক্রিয়াকলাপের সাথে জ্ঞানকে সম্পর্কিত করা।

- **রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে যুক্ত কারণ :**

রাজনৈতিক মতাদর্শও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করে। ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ যেমন—গণতন্ত্র, সর্বগ্রাসী, ফ্যাসিবাদী বা কমিউনিস্ট ইত্যাদি রাজ্যে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করবে। একটি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের বিপরীতে অনেকের পরিবর্তিত চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল হয়। আদর্শ অনুসারে রাষ্ট্রের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা হয়।

- **জ্ঞানের অন্বেষণের সাথে যুক্ত কারণ :**

শিক্ষাকেও জ্ঞানের অগ্রগতির জন্য যথাযথ বিবেচনা করতে হবে যতদূর শিক্ষাগত উদ্দেশ্যের প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা আজ সারা বিশ্বে বিজ্ঞান মুখী হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও আধুনিক বিজ্ঞানের অধ্যয়নের ওপর আরও বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। এটি পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, নতুন জ্ঞানের বিস্তার নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল শিক্ষার লক্ষ্য।

- **সংস্কৃতির সাথে যুক্ত কারণ :**

একটি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য এটি শিক্ষার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাংস্কৃতিক কারণগুলির পরিবর্তন এবং বিকাশের ধরণ সরাসরি শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে।

● **ধর্মের সাথে যুক্ত কারণ :**

ধর্মীয় কারণও শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা ও ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তারা সমাজকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। যদিও ভারতে কোনো রাষ্ট্রধর্ম নেই, তথাপি বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে। অনেক প্রতিষ্ঠানই ধর্মীয় সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা সেই অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে।

৪.৩.১ শিক্ষার ব্যাক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য :

ব্যক্তিগত লক্ষ্য শিক্ষার প্রক্রিয়ার অগ্রভাগে থাকা উচিত এমন কেন্দ্রীয় ধারণাটি ধরে রাখার জন্য তার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের ওপর জোর দেয়। এটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের অবাধ বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে চায় যা তাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত বিকাশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনে সহায়তা করে।

শিক্ষার স্বতন্ত্র লক্ষ্য মানে শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিকে তাদের আগ্রহের ক্ষমতা এবং বিশেষত্ব অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। এটা লক্ষ্য রাখা উচিত যে শিক্ষার স্বতন্ত্র লক্ষ্য একটি নতুন লক্ষ্য নয়। প্রাচীন ভারত, গ্রীস এবং অন্যান্য কিছু দেশেও এই লক্ষ্যকে যথাযথ গুরুত্ব ও প্রধান অবস্থান দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সময়েও, যেহেতু শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রবেশ, রুশো, পেস্তালোজি, ফ্রয়েবল, নুন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা শিক্ষার স্বতন্ত্র লক্ষ্যের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া শুরু করেছেন। নীচের অংশে, সংক্ষেপে আমরা এই লক্ষ্যের সংকীর্ণ ও প্রশস্ত অর্থ সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

স্যার পার্সি নান, একজন ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ, শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্যের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর মতে, "মানব জগতের মধ্যে ভালো কিছুই প্রবেশ করে না শুধুমাত্র পৃথক পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এবং এই শিক্ষাগত অনুশীলনকে সেই সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে।"

শিক্ষার সফলতা নিহিত রয়েছে একজন ব্যক্তির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উন্নতির উপর।

কোন ব্যক্তির উন্নয়ন বলতে তার দেশীয় সম্ভাবনার স্ব-উপলব্ধি বোঝায় যা পরবর্তীতে জাতীয় বৃদ্ধির বিকাশ ঘটায়।

⇉ **ব্যাক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সংকীর্ণ অর্থ**

সংকীর্ণ অর্থে, স্বতন্ত্র লক্ষ্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীর বিকাশকে 'স্ব-প্রকাশ করা প্রাকৃতিক বিকাশ'। এর সংকীর্ণ অর্থে। শিক্ষার স্বতন্ত্র লক্ষ্য হল প্রাকৃতিকরণের দর্শনের উপর ভিত্তি করা যার ভিত্তিতে শিক্ষাকে স্ব-প্রবৃত্তি অনুসারে শিশুর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিকাশ করা উচিত। ইতিহাস এই সত্যটি প্রকাশ করে যে রুশোই সর্বপ্রথম এই লক্ষ্যের পক্ষে ছিলেন যদিও তিনি শিশুর প্রকৃতি অনুসারে প্রকৃতির ব্যবধানে শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরে আরও কয়েকজন শিক্ষাবিদও এই লক্ষ্যের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের একজন শিক্ষাবিদ স্যার পার্সি নান হলেন প্রধান সমর্থক এবং তাই, তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। তিনি মনে করেন যে শিক্ষার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল "স্বায়ত্তশাসিত ব্যক্তির বিকাশ'। তাঁর বিখ্যাত বই 'Education, Its data and the first principles'-এ তিনি বলেন, "মানব জগতের মধ্যে ভালো কিছুই

প্রবেশ করে না শুধুমাত্র পৃথক পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এবং এই শিক্ষাগত অনুশীলনকে সেই সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে।" তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি আরও মন্তব্য করেন যে প্রতিটি প্রজাতি পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। অতএব স্বতন্ত্র লক্ষ্য প্রকৃতি অনুযায়ী হয়। এইভাবে, এর সংকীর্ণ অর্থে, শিক্ষার স্বতন্ত্র লক্ষ্য স্ব-প্রকাশ বা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ওপর জোর দেয়। যাতে শিক্ষা গ্রহণের পর শিশু তার আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য এবং চাহিদা অনুযায়ী এবং একজন শিশু তার প্রকৃতি অনুযায়ী একটি পেশা বেছে নিতে পারে।

⇉ ব্যাক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের ব্যাপক অর্থ

এর ব্যাপক অর্থে, স্বতন্ত্র লক্ষ্য 'আত্ম-উপলব্ধি' হিসাবে পরিচিত। মনোবিজ্ঞানও ব্যক্তিত্বের বিকাশকে সমর্থন করে। এর কারণ মনোস্তাত্ত্বিক গবেষণাতে এই সত্যটি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বকয়তা, স্বাতন্ত্র্য, সহজাত প্রবণতা এবং ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতএব, এটি শিক্ষার প্রধান কাজ প্রতিটি ব্যক্তিকে তার আগ্রহ, প্রবণতা, যোগ্যতা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী এমনভাবে গঠন করা যাতে সে একজন পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে দক্ষ ও সক্ষম ব্যক্তি হয়ে ওঠে। অন্য কথায়, ব্যক্তির শিক্ষার পরিকল্পনা করা উচিত ব্যক্তির ভালোর পাশাপাশি সেই সমাজের ভালোর জন্য যার সে অবিচ্ছেদ্য অংশ।

স্যার পার্সি নান তার বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জৈবিক ঘটনার ভিত্তিতে নিজেকে একজন প্রকৃতিবাদী হিসাবে প্রকাশ করেন যখন তিনি ব্যক্তির লক্ষ্যের পক্ষে যুক্তি দেন। কিন্তু এটি বাস্তব নয়, আসলে, নান বিশ্বাস করতেন যে যদি একজন ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে সে কোনোভাবেই নিজেকে বিকশিত করতে পারে না।

ব্যাক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সুবিধা :

- ব্যক্তিত্বের স্ব-বাস্তবকরণের অনুমতি দেয়।
- ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের অনন্য অভিব্যক্তি বিকাশ করে।
- ব্যক্তি উন্নয়ন পক্ষান্তরে সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আসে।
- অর্থনৈতিক কার্যকারিতা উন্নত করে।
- ব্যক্তিগত বৃদ্ধির জন্য প্রেরণা এবং সন্তুষ্টি চালনা করে।

ব্যাক্তিতান্ত্রিক অসুবিধা

- ব্যক্তিদের স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে।
- মানুষের স্বতন্ত্রতার বিকাশকে নিরুৎসাহিত করে।
- সমাজ থেকে প্রাপ্ত সামাজিক—সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে।
- ব্যক্তি হিসাবে অবাস্তব ধারণা সমাজ ছাড়া বাঁচতে পারে না।
- ব্যক্তিগত বিকাশের ওপর খুব বেশি জোর দেওয়া অনৈতিক আচরণ ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৪.৩.২ শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য (Social Aim of Education)

'ব্যক্তি সাধারণের কাছে সমাজের গুরুত্ব সর্বোচ্চ'—এই ধারণাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য স্থির হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল সমাজের উন্নতিসাধন। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হল সামাজিক সকল চাহিদাগুলি পূরণ করা এবং রাষ্ট্রের কল্যাণসাধন করা। শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যটি বিভিন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্য, যেমন—আনুগত্য, সহযোগিতা, ত্যাগ ইত্যাদিকে দৃঢ়তা প্রদান করে। যার ফলে মানুষ আরও সমাজবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সমাজের থেকে সুরক্ষা, শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভে সমর্থ হয়।

কিছু শিক্ষাবিদ শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যসাধনের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব যার ফলস্বরূপ শিশুটি নিজ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সামাজিক চাহিদা পূরণেও সহযোগি হয়ে উঠবে। এই শিক্ষাগুলির মূল্যায়নের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে যে, এক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধনের থেকেও সমাজ অধিকতর উচ্চস্থানে অবস্থান করছে। এই সকল শিক্ষাবিদদের মতে মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। সমাজব্যতীত মানুষ কখনোই থাকতে পারে না, এবং যদি কখনও কোনো মানুষকে সমাজ বহির্ভূত করা হয় তবে তাঁর জন্যে জীবনে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

আমেরিকার দার্শনিক শিক্ষা সংস্কারক John Dewey শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য সাধনের একজন প্রধান সূচক ছিলেন। তাঁর মতে "All education proceeds from the participation of the individual in the social consciousness of the race". অর্থাৎ, সকল শিক্ষা ব্যক্তিসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতির সামাজিক চেতনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে।

J. Ross এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌দের মতে, "Individuality is of no value and personality a meaningless term, apart from the social environment in which they are developed and made manifest" অর্থাৎ, ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা ও ব্যক্তিত্ব যে সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে এবং প্রকাশ পেয়েছে সেই সামাজিক পরিবেশ ব্যতীত ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা মূল্যহীন এবং ব্যক্তিত্ব অর্থহীন একটি শব্দ।

যেহেতু মানুষ কখনোই শূন্যস্থানে বসবাস করতে পারে না তাই শিক্ষরা সামাজিক লক্ষ্য ব্যক্তি গঠনের মধ্য দিয়ে সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে। একজন মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তার সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শিক্ষা একজন শিশুকে সমাজের কার্যকরী সদস্যরূপে থাকার উপযোগি করে তোলে এবং সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর গঠনকারী অবদানকে গুরুত্ব প্রদান করে। অন্য অর্থে বলা যায় যে, সামাজিক লক্ষ্যের অর্থ হল 'সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা, আগ্রহের বন্টন'।

- **সামাজিক লক্ষ্যের সংকীর্ণ অর্থ (Narrow Meaning of Social Aim) :**

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য বলতে রাষ্ট্রের সামাজিকীকরণকে বোঝানো হয়। সামাজিক লক্ষ্যের সংকীর্ণ অর্থে ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে সংকুচিত হয়ে যায় এবং ব্যক্তির সকলপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গি এমনকি তার স্বপ্নও সামাজিকৃত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র পরিচয়ের স্বপ্নও দেখতে পারে না। আশা করা হয় যে, এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি তাঁর সমস্ত কিছু এমনকি তাঁর জীবনও রাষ্ট্রের

কল্যানসাধনের জন্য ত্যাগ করবেন। তাই রাষ্ট্র এমন একটি পরিকল্পনা গঠন করেছে যার মাধ্যমে লক্ষ্য, পাঠক্রম এবং শিক্ষণের পদ্ধতিগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

- **সামাজিক লক্ষ্যের প্রশস্ত বা ব্যাপক অর্থ (Wider Meaning of Social Aim) :**

প্রশস্ত অর্থে সামাজিক লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন সামাজিক লক্ষ্য রাষ্ট্রের গুরুত্বকে অস্বীকার করে ঠিক তেমনি একই সময়ে সমাজের আগে ব্যক্তির যথার্থতাকেও অসম্মতি জানাই। সুতরাং শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের প্রশস্ত অর্থে সামাজিক লক্ষ্য ব্যক্তি স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে ও ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্যকারী সমস্ত অধিকার ভোগ করতে সম্মতি জানাই এবং একই সময়ে ব্যক্তির থেকে অংশ রাখে যে ব্যক্তি সাধারণ তার সামর্থ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনে সাহায্য করবে। ভারত এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি যেখানে গণতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্র জড়িত সেখানে দেশবাসী রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণেই সশস্ত্র গণতান্ত্রিক দেশগুলি ব্যক্তি সাধারণের শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রশস্ত অর্থে এবং অপরিবর্তিত রূপে গ্রহণ করেছে। আমেরিকান শিক্ষাবিদ John Dewey এবং Bagley সামাজিক লক্ষ্যের প্রশস্ত অর্থটি সমর্থন করেছেন। Prof. Bagley তাঁর ‘Education Values’ নামক গ্রন্থে একজন সামাজিকভাবে কার্যকরী ব্যক্তির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—১) অর্থনৈতিক দক্ষতা ২) নেতিবাচক নৈতিকতা এবং ৩) ইতিবাচক নৈতিকতা। অর্থনৈতিক দক্ষতা বলতে ব্যক্তিটির অর্থনৈতিক জীবনে নিজ দায়িত্ব বহনের সম্যমতাকে বোঝানো হয়েছে। নেতিবাচক নৈতিকতা বলতে সেই অবস্থাকে বোঝানো হয় যখন কোনো ব্যক্তির পরিতৃপ্তি অন্যের অর্থনৈতিক জীবনে বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তিনি তার ইচ্ছেকে ত্যাগ করিতে অসামর্থ বা অক্ষম হয়ে থাকেন। যখন কোনো ব্যক্তির পরিতৃপ্তি সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো অবদান রাখে না সেক্ষেত্রে ব্যক্তিটির নিজের আকাঙ্খা বর্জনের ইচ্ছাকে ইতিবাচক নৈতিকতা বলা হয়। এইভাবেই একজন সামাজিকভাবে ..ব্যক্তি কখনই সমাজের অন্য ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হয় না। এইভাবে সেই ব্যক্তিটি একজন ভালো নাগরিক হয়ে উঠতে পারে এবং পৃথিবীকে বুঝতে ও তার মূল্য দিতে সক্ষম হয়। এই প্রকার নাগরিকগণ যদি দেখেন তাঁদের আকাঙ্খা অন্যের ক্ষতির কারণ হচ্ছে তাহলে তা তিনি বর্জনে সক্ষম হন।

শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের সমর্থক (Suppoters of Social Aim of Education) :

- Prof. Dewey-এর মতে, একজন সামাজিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ নিজের এবং সমাজের সম্পদ। সেই মানুষটি তার জীবিকা অর্জনে সক্ষম। সে তার নৈতিক ও সামাজিক মান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।
- Reymont-এর মতে সকল ব্যক্তি সাধারণ হলেন সমাজবদ্ধ জীব। একজন ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি নিজেকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বলে মিথ্যা উদ্ভাবন করে থাকেন। সুতরাং তাকে সামাজিক পরিচিতির মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন এবং এইভাবেই তাকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে।

- জাতীয় শিক্ষা কমিশন (National Education Commission) বা কোঠারি কমিশন (1964-66) অনুসারে শিক্ষাকে কখনোই সমাজ থেকে পৃথকরূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই শিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে, তবেই এই শিক্ষা অবশ্যই জাতীয় ব্যবস্থার উন্নতির সহায়ক হবে।

সামাজিক লক্ষ্যের যথার্থতা (Merits of Social Aims) :

- সামাজিক লক্ষ্য সঠিক সামাজিকীকরণে সাহায্য করে এবং একজন ব্যক্তিকে প্রকৃত মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা করে।
- সামাজিক লক্ষ্য ব্যক্তিসাধারণের মধ্যে সামাজিক জীবনযাত্রার সম্যক বোধ গঠন করে।
- শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের মাধ্যমে ব্যক্তি সাধারণের মনের অভ্যন্তরে সমাজের সদস্যরূপে নিজেদের মনোভাব সৃষ্টি করে।
- সামাজিক লক্ষ্যের ফল হল সামাজিক সাদৃশ্যতা এবং ব্যক্তি সাধারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
- শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের মাধ্যমে সংস্কৃতি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে এবং তার ক্রম উন্নতি হয়েছে।

সামাজিক লক্ষ্যের ত্রুটি (Demerits of Social Aim)

- সামাজিক লক্ষ্য ব্যক্তি সাধারণকে অনেকাংশে সত্ত্ব হীন করে তোলে।
- সামাজিক লক্ষ্য সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটায় অর্থাৎ, ব্যক্তি সাধারণের আগে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করে।
- ব্যক্তি বৈষম্যের কারণে মানুষের মধ্যে মানসিকতার পার্থক্যকে অস্বীকার করে সামাজিক লক্ষ্য।
- সামাজিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে আত্ম-উপলব্ধি কোনো গুরুত্ব লাভ করে না।
- সামাজিক লক্ষ্য ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করে।

৪.৪ শিক্ষার নির্ধারক সমূহ (Factors of Education) :

ব্যক্তিবর্গ ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনার তাগিত থেকেই শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে সুসম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন অপরিহার্য উপাদানের প্রয়োজন। এই অপরিহার্য উপাদান গুলিই শিক্ষার মান নির্ধারকরূপে গুরুত্বলাভ করে।

শিক্ষার, প্রধানত চার প্রকার প্রধান অথবা মৌলিক নির্ধারক আছে, যথা—

- কাদের শিক্ষাদান করা হবে ➞ শিশুদের বা শিক্ষার্থীদের
- কে শিক্ষাদান করবেন ➞ শিক্ষক/শিক্ষিকা
- কী শিক্ষা দেওয়া হবে ➞ পাঠক্রমের শিক্ষা
- কোথায় শিক্ষাদান করা হবে ➞ শিক্ষার উপযোগী পরিবেশে/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

উপরিউক্ত সকল নির্ধারক সমূহ কেন এবং কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা নীচে আলোচনা করা হল—

৪.৪.১ শিশু/শিক্ষার্থী (Child/Learner)

আমরা জানি যে, 'Education' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে ল্যাটিন (Latin) শব্দ 'Educare', 'Educare' and 'Education' থেকে যার অর্থ হল যথাক্রমে স্পষ্ট করা বা ব্যক্ত করা, লালন করা এবং নির্দেশ দেওয়া বা শিক্ষাদান করা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষার্থীরাই হল শিক্ষার প্রথম নির্ধারক। তাই শিক্ষার প্রথম কাজ হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থীদের নিজের ক্ষমতাগুলির ব্যক্ত করা ও তাদের যথাযথ লালন করা।

পুরাতন চিন্তাধারা অনুসারে শিক্ষা ছিল বাইরে থেকে শিক্ষার্থীদের মাথায় পূর্নকরণযোগ্য তথ্য। এই তথ্যগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষক/শিক্ষিকা পৌঁছে দিতেন। কিন্তু তারপর সেই শিক্ষাগত তথ্যগুলির অনুবন্ধ করার কোনো স্থান শিক্ষার্থীদের কাছে ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে শিশুর নিজস্ব ক্ষমতাকে শিক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। শিশুদের এই সহজাত ক্ষমতাগুলিকে নির্বাচন করে সমন্বয়সাধনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে নির্মাণ করা হয়, ফলে সমন্বিত ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। শিশুদের সহজাত ক্ষমতাগুলি অপরিণত ও নমনীয় প্রকৃতির হয়। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা তাদের পরিবর্তনে সক্ষম হয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে মানিয়ে চলার উপযোগী হয়ে ওঠে। এই শিখন ও পরিবর্তন সমগ্র জীবনব্যাপী চলে এবং পূর্ণতালাভ ও উন্নয়ণের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।

এই নিয়মনিষ্ঠ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নির্দেশ আসে শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে, পাঠক্রমের মাধ্যমে এবং বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সুতরাং শিশু বা শিক্ষার্থীরা হল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান নির্ধারক যার ওপর নির্ভর করে অন্যান্য নির্ধারকগুলি শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালনা করে।

৪.৪.২ শিক্ষক/শিক্ষিকা (Teacher)

সহজাত ভালো গুণগুলিকে ব্যক্ত করার জন্য এবং খারাপ গুণগুলিকে দখল করার জন্য একজন ব্যক্তির নির্দেশনা ও সহায়তার প্রয়োজন। এই ভূমিকাটি শিক্ষক/শিক্ষিকা পালন করেন। একটি সময় মনে করা হত যে শিক্ষা হল একটি দ্বিমেরু প্রক্রিয়া যার একটি মেরুতে শিক্ষার্থী এবং অপর মেরুতেও শিক্ষক বা শিক্ষিকা অবস্থান করেন। এক যাত মনে করা হয় যে, শিক্ষক বা শিক্ষিকার পরিণত ব্যক্তিত্বের সাথে শিশুদের স্নিগ্ধ ও অপরিণত মনোভাবের ক্রিয়ার ফলে শিশুটি একজন সেরা ব্যক্তি ও কার্যক্ষম নাগরিকে পরিণত হয়। যে সময়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থা ছিল না তখন পরিবারের বড়ো সদস্যরা এবং সমাজ শিশুটির জন্য শিক্ষকের ভূমিকা পালন করত। এরপর পরবর্তী সময়কালে যখন জীবন আরও জটিল হতে শুরু করে প্রথম উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের পৃথক একটি গোষ্ঠী গঠিত হয় যারা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিশুটিকে বিশেষ কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দান করেন এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলি গ্রহণে সাহায্য করেন।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপরিণত শিশুরা শিক্ষক মহাশয়কে আদর্শ ব্যক্তির প্রতিরূপ মনে করে। শ্রেণিকক্ষের মধ্যে বা কেবলমাত্র তথ্য প্রদানের জন্য একজন শিক্ষকের ভূমিকার কোনো সীমা থাকে না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই ভূমিকা আরও বেশি হয়ে ওঠে। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের কাছে 'বন্ধু', 'দার্শনিক' এবং 'পথপ্রদর্শক' হয়ে ওঠেন। বর্তমান যুগে যখন ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এই অবস্থায় একজন শিক্ষকের ভূমিকা আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। একজন শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীদের সাহায্যকারী ব্যক্তি। একজন শিক্ষক হলেন একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম, আগ্রহ সৃষ্টিকারী এবং শিশুদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করে তুলে তাদের ভবিষ্যৎ সমাজের একজন কার্যক্ষম সদস্যে পরিণত করেন।

৪.৪.৩ পাঠক্রম (Curriculam)

শিক্ষকের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির ব্যবহারের যে উন্নতিসাধন ঘটে তা প্রকৃতপক্ষে পাঠক্রমের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পাঠক্রম শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ 'Currere' থেকে যার অর্থ ঘোড়দৌড়ের মধ্যে বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যক্তিবর্গের দৌড়পথ। পাঠক্রম হল সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা ও ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি বা একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে কাম্য আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে নতুনভাবে গড়ে তোলে এবং সমাজের যোগ্য করে তোলে। পাঠক্রম হল, দুটি প্রভাবের ফল—একটি হল শিশুদের চাহিদা এবং অন্যটি হল সমাজের আকাঙ্খা। পাঠক্রম হল শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যম। পাঠক্রম কেবলমাত্র পাঠ্যসূচি বা পাঠ্যবিষয়ক নয়। বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিদ্যালয়ের সময়-সূচির মিথস্ক্রিয়া, গ্রন্থাগারের কার্যকলাপ, সহপাঠক্রম কার্যকলাপ, সকালের সমাবেশ, সংগীতানুষ্ঠান, সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যকলাপ যেখানে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে অংশগ্রহণ করে সেই সবকিছুই পাঠক্রমের অন্তর্গত। পাঠক্রম হল একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং সামাজিক নিয়মাবলি পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয় এবং সংরক্ষিত থাকে।

৪.৪.৪ শিক্ষাসংক্রান্ত-পরিবেশ (Educational Environment)

পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পরিবেশ বিষয়ক সমস্যাগুলি অন্বেষণ করে, সমস্যার সমাধান করে এবং পরিবেশরক্ষায় বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করে। ফলপ্রসূত, ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয় এবং তারা তথ্যভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জন করে।

বর্তমানে শিক্ষাকে ত্রিমেরু প্রক্রিয়ারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম মেরুতে শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় মেরুতে শিক্ষক এবং তৃতীয় মেরুতে পরিবেশ অবস্থান করে। বিদ্যালয় হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈধ সংস্থা বা বৈধ প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয় হল আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম স্তর যেখানে তরুণ মানুষদের শিক্ষাদান করা হয়। পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ইন্টারনেট, গণমাধ্যম ইত্যাদি সরাসরিভাবে শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে যুক্ত নয়। সুতরাং এগুলি হল বিধিবহির্ভূত সংস্থা এবং এগুলি ক্রমবর্ধমান হৃদয়কে উৎসাহিত বা প্রভাবিত করে।

যদিও শিক্ষার সাথে চারটি নির্ধারক পৃথক পৃথকভাবে মাত্রারূপে কাজ করে কিন্তু সেগুলি একে অপরের থেকে পৃথক সত্ত্ব নয়।

পরিবেশমূলক শিক্ষার পাঁচটি উদাহরণ হল—

- পরিবেশের প্রতিযোগিতা ও পরিবেশের প্রতি সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা।
- পরিবেশ ও পরিবেশের সমস্যাগুলি সম্পর্কে জ্ঞান এবং বোধগম্যতা।
- পরিবেশের প্রতি উদ্বেগের মনোভাব এবং পরিবেশের গুণমানের উন্নতিসাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- পরিবেশের সমস্যাগুলির চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য দক্ষতা।
- বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ যেগুলি পরিবেশের সমস্যার সমাধানের উপযোগী।

পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে বা কার্যকালকে সমর্থন করে না। পরিবেশমূলক শিক্ষা সমালোচনামূলক চিন্তাধারার মাধ্যমে কোনো সমস্যার ভার বিবেচনা করতে সাহায্য করে এবং এটি ব্যক্তিবর্গের সমস্যা-সমাধানের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে।

৪.৪.১ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child Centric Education)

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, শিক্ষাদান ও অভিজ্ঞতা, নির্দেশমূলক পথ এবং বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমর্থন পদ্ধতি যেগুলি নির্দিষ্টভাবে শিক্ষার চাহিদা, আগ্রহ, আকাঙ্খা বা শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিমূলক পটভূমিকে বোঝানো হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল বক্তব্য হল এক্ষেত্রে শিশুরাই শিক্ষা পদ্ধতির কেন্দ্রে অবস্থান করবে। অপরদিকে পুরাতন ধারণা অনুসারে শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকরাই প্রধান গুরুত্বলাভ করে।

আধুনিক চিন্তাধারায় শিক্ষাদান পর্বের কেন্দ্রে শিশুকে বিশেষভাবে গুরুত্বপ্রদান করা হয়। শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল কার্যকলাপের কেন্দ্রে শিশুরাই থাকবে এবং সমস্ত অনুসন্ধান তার চাহিদাকে প্রসারিত করতে আয়োজিত হবে। Prof. P.M. Lohithakshan শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণাটি Dictionary of Education গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, “Educational activities are designed and implemented on the basis of the capacities, needs and interests of children, Curricula, teaching methods, evaluation, co-curricular, activities, etc. are all planned accordingly.” অর্থাৎ, শিক্ষামূলক কার্যকলাপের পরিকল্পনা এবং কার্যকরী করা হয়েছে শিশুদের, পাঠক্রমের, শিক্ষাদান পদ্ধতির, মূল্যায়নের, সহপাঠক্রমের, ক্রিয়ার ক্ষমতা, চাহিদা এবং আগ্রহের ওপর নির্ভর করে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল গুরুত্বপূর্ণ, দ্বায়িত্বশীলতা এবং আত্মবিশ্বাসী সুনাগরিক গঠন। এই আকাঙ্খাগুলি সামাজিক, মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের সকল দিককে পরিপূরণ করে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিশুরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় শিখনে যথেষ্ট সুযোগ, শ্রেণিকক্ষের মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক অংশগ্রহণ, সমস্যা সমাধানের সুযোগ এবং শ্রেণিকক্ষে সৃজনশীল কাজ করার উপযুক্ত সুযোগ অর্জন করে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তি-বৈষম্যকে মান্যতা প্রদান করে। এটি কারণ এবং ফলের বোধগম্যতা, একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশ্নকরণ, একজনের বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে বিচার করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের গঠন কাঠামো প্রণয়ন, এবং সেই সিদ্ধান্তের উপর কাজ করার সুযোগ অর্জন করে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করার পর এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হল ব্যক্তির জীবনের স্ব-অন্তর্ভূক্তিকরণ, স্বপর্যাপ্তকরণ এবং ব্যক্তি হল এক্ষেত্রে শেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রকার শিক্ষা ব্যক্তির উপলব্ধি এবং মনোভাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং তাদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া বা সারাপ্রদানকে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং জীবনটির ব্যক্তিগত অর্থ, শিক্ষার প্রকৃতির ওপর শিক্ষার্থীরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীরা কখনোই শিক্ষার পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রমের ওপর বল প্রয়োগ করবে না এবং শিখন বিধান অবশ্যই শিক্ষার্থীদের পছন্দ অনুসারে শিক্ষক কর্তৃক গঠন করা হবে।

৪.৪.২ শিক্ষকের ভূমিকা (Role of a Teacher)

২১ শতকের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকেরা হলেন সাহায্যকারী, পরামর্শদাতা, পরিচালক এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের প্রেরণা প্রদানকারী এবং কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি যারা শিক্ষাথীদের মধ্যে সেই সমস্ত দক্ষতাগুলি বিকাশ ঘটায় যা তাদের বর্তমানে ও ভবিষ্যতের গঠনে সাহায্য করে। আগেকার সময়ে সমগ্র শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা ও উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সময়ে শিখনকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতরূপে দেখা হয় এবং ব্যাপক প্রক্রিয়ারূপে মান্যতা দেওয়া হয়। শিখন প্রক্রিয়াকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে শিখন প্রক্রিয়াটি শিক্ষক দ্বারা আয়োজিত শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে এবং শিক্ষকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে শিখনের কার্যকলাপে পরিণত হয়েছে। শিক্ষক বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের কার্যক্ষমতার সমর্থনের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকেরা অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে নেতৃত্বদান করে থাকেন।

এই বিষয়গুলির মধ্যে অনেকগুলিতে শিক্ষককে মনোনীত দায়িত্ব পালন করতে হয়। যদিও অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে শিক্ষককে তার সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ করতে হয়। শিক্ষকের বিভিন্নপ্রকার ভূমিকাগুলি তাকে শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিতে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। অন্যান্য ভূমিকাগুলি ব্যতীত একজন শিক্ষক তার বিদ্যালয়ের সংস্কৃতির বাহকরূপে কাজ করেন এবং নেতৃত্বদানের চর্চা ও শিক্ষার্থী শিখনের মানকে উন্নত করে তোলেন। শিক্ষক তার শিক্ষার্থী ও অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে শিক্ষামূলক সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে, পাঠ পরিকল্পনা এবং শিক্ষামূলক প্রণালীবিদ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে সম্পদ প্রদানকারী হয়ে ওঠেন। শিক্ষার্থীদের কাছে শিখনের সুযোগ সুবিধাকে উপস্থাপন করা হল শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা যেটি তারা পালন করেন এবং এর পাশাপাশি শিক্ষকেরা নিজেদের শিক্ষার্থীদের পরামর্শদাতারূপেও নিয়োজিত করে থাকেন।

৪.৪.৩ সংজ্ঞা

বিশেষজ্ঞ প্রদত্ত পাঠক্রমের কিছু সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হল—

- Jenkin এবং Shipman (1975) এর মতে, "পাঠক্রম হল একটি শিক্ষাগত প্রস্তাবের প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন যা বিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শেখানো হয়। এই শেখানোর দ্বায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি তিনটি স্তরে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করে। স্তরগুলি হল ঃ এর যৌক্তিকতা, বাস্তব বাস্তবায়ন এবং এর প্রভাব।

- Wiles এবং Bondi (1988) এর মতে, "পাঠক্রম হল শিক্ষার একটি পরিকল্পনা যার মধ্যে নিহিত আছে আমাদের সমাজের শিক্ষার উদ্দেশ্যসূচক অনুমান। এটির একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো আছে যেটির মধ্য দিয়ে পরিকল্পনাবিদদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছায়। এই কারণে যে কোনো পাঠক্রমের দুটি দিক বর্তমান। যথা— ১) পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি, ২) পাঠক্রমের পরিকাঠামো।
- Hilda এবং Taba-র মতে, "পাঠক্রম সাধারণত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত একটি বিষয় যা বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও সংগঠন নির্দেশ করেঃ পাঠক্রম শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করে। যে কোনো বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও চাহিদা পূরণের জন্য পাঠক্রম মূল্যায়নের ফলাফল হিসাবে বিবেচিত হয়।

৪.৪.৪ শিক্ষামূলক পরিবেশ

এখানে বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যালয় হল শিক্ষা গ্রহণের একটি আনুষ্ঠানিক স্থান, যে এখানে পূর্ব পরিকল্পিত কিছু উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থীদের শিখনের গুণমান আলোচনার গুণমান দ্বারা নির্দেশিত হয়। একটি শ্রেণিকক্ষে আলোচনার পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যেমন—শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজকর্মের ধারাবাহিকতা, শ্রেণিকক্ষের সম্পদ। ছাত্রছাত্রীদের প্রেষণা নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোজনিত অবস্থা, বিদ্যালয়ে পরিচালিত বিভিন্ন পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী দ্বারাও একটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রভাবিত হয়। এই সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার প্রজ্ঞামূলক এবং প্রজ্ঞামূলক নয় এমন ডোমেনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এই ডোমেনগুলির দ্বারাই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানমূলক ও বোধমূলক দিকগুলি বুঝতে পারে। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞানকে কীভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করছে সেই ব্যাপারেও লক্ষ্য দেওয়া হয়। অ-প্রজ্ঞামূলক অঞ্চলগুলি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিভিন্ন দিক। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক গুলি তুলে ধরতে সাহায্য করে। বিদ্যালয় সমাজে শিক্ষণের মন্দির বা জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহের প্রতিষ্ঠান রূপে চিহ্নিত রয়েছে। এই কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এর সাথেই সমাজের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও নীতিগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত করাই বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে। শিক্ষাবিদদের মতে, বিদ্যালয় হল সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ যার সমাজ-এর বাইরে আলাদা আলাদা অস্তিত্ব থাকা উচিত নয় কারণ সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান দিনগুলিতে বিদ্যালয় কিছু কার্যাবলী সম্পাদন করে সেগুলি হল—

- একটি শিশুর শিক্ষার প্রতি তার দায়িত্ব পালন করা।
- স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা জানা ও তা পূরণ করা।
- শিক্ষার্থীকে তাদের সমাজের আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া।
- অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের নাগরিকদের প্রস্তুত করা।
- আত্মবিশ্বাস আত্মনির্ভরশীলতা বিকাশের জন্য নেতৃত্ব দেওয়া।

৪.৫ শিক্ষার প্রকারভেদ

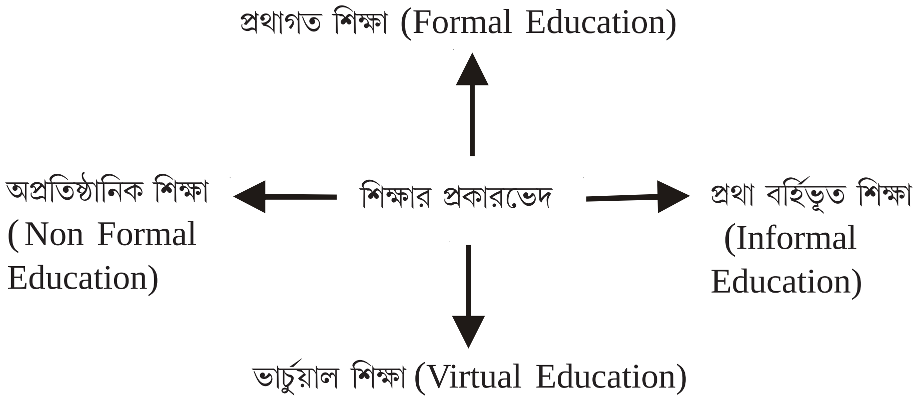

শিক্ষা প্রধানত চারভাগে বিভক্ত— প্রথাগত শিক্ষা, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা, ভার্চুয়াল শিক্ষা।

৪.৫.১ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা (Informal)

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা, প্রথাগত শিক্ষা এবং বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বেশ কিছুটা বৈচিত্র্যময়। যদিও কিছু ক্ষেত্রে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এটি শিক্ষার সংগঠিত এবং পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আগত শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা থাকে না। এটি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের যে কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধা দেয় না। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার প্রয়োজনীয়তা পড়ে না। এটি প্রথাগত শিক্ষা ও অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরকরূপে কাজ করে।

উদাহরণস্বরূপ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা নিম্নলিখিত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ঃ

- জাদুঘর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মেলা ও প্রদর্শনী পরিদর্শন।
- শিক্ষামূলক বা বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কিত রেডিও সম্প্রচার শোনা বা টিভি-র অনুষ্ঠান দেখা।
- বিভিন্ন পত্রিকা থেকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তির শিক্ষার পাঠ পড়া।
- বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানে যোগদান।
- বক্তৃতা এবং সম্মেলনীতে অংশগ্রহণ করা।

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা-শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রহণ করতে পারে। যেমন—শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বিভিন্ন বিজ্ঞানসঙ্গত খেলাধূলা, বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা বিভিন্ন পাঠ (আত্মজীবনী, বৈজ্ঞানিক সংবাদ) ইত্যাদির দ্বারা বা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তৃতা শোনা বা মিউজিয়াম দর্শন প্রভৃতি।

সাধারণভাবে দেখা যায়, শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার কাছাকাছি চলে আসে। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার রূপান্তর একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। কোনো একটি

বিষয় প্রথাগত, প্রথা বহির্ভূত অথবা অপ্রাতিষ্ঠানিক মহাবিশ্বের অন্তর্গত কিনা সেটা সর্বদা আমাদের বিচার করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যখন একটি শিক্ষার্থী নিজে থেকে কোনো জাদুঘর পরিদর্শন করতে যায়, যেটা তার শিক্ষামূলক কার্যক্রম-এর অন্তর্গত নয় তখন এই শিক্ষা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার অন্তর্গত। কিন্তু সেই একই কাজ অর্থাৎ একটি শিক্ষার্থী জাদুঘর পরিদর্শনে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে সেই পরিদর্শনের ব্যাপারে যদি কোনো প্রতিবেদন লিখতে বলা হয় তার শিক্ষক দ্বারা তবে সেটি প্রথাগত বা অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্গত।

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার গুরুত্ব :

১. বর্তমান সময়ে জ্ঞান সংগ্রহ করা সহজ। জ্ঞান সংগ্রহের বিভিন্ন মাধ্যম আমাদের কাছে আজ উপস্থিত। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার জন্য কোনো শিখন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পরে না। শিখনের ইচ্ছাই প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাকে সম্পন্ন করতে পারে।

২. প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা অনেক বেশি আরামদায়ক ও কম ভীতিপূর্ণ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো পরীক্ষা বা প্রকল্প ছাড়াই একটি শিক্ষার্থী খুব সহজেই নতুন কোনো বিষয় শিখতে পারে।

৩. প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার দ্বারা কোনো ব্যক্তি সহজেই নিজের জ্ঞান অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে।

৪. প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা প্রাকৃতিক শিক্ষার সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। প্রত্যেকটি নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী শিখতে পারে। জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার একটি বড় উদাহরণ। আমরা প্রথাগত শিক্ষা অপেক্ষা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষায় অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করি।

৫. প্রথা বহির্ভূত শিক্ষায় নতুন ধারণা শিক্ষার ক্ষেত্রে কম বাধা প্রাপ্তি ঘটে। শিক্ষার্থী নিজে যে কাজ স্থির করে তা সে সম্পূর্ণ করতে পারে।

৬. প্রথা বহির্ভূত শিক্ষায় উত্তেজনা ও উৎসাহের দ্বারা একঘেঁয়েমি দূর হয়।

৪.৫.২ প্রথাগত শিক্ষা (Formal) :

প্রথাগত শিক্ষা একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠিত শিক্ষা মডেল যা প্রদত্ত আইন ও নিয়ম অনুযায়ী গঠিত এবং যার একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম উপস্থিত; প্রথাগত শিক্ষা, বিচক্ষণ শিক্ষা (Prudential Education) নামে পরিচিত। এই শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষক, ছাত্র ও প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা গৃহীত শিক্ষা প্রক্রিয়ার অংশ হল এই প্রথাগত শিক্ষা। প্রথাগত শিক্ষায় একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম উপস্থিত। এবং এই প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন দ্বারা গঠিত একটি শিক্ষাক্রম আছে। যে শিক্ষাক্রমের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়কেই যেতে হয় এবং এই শিক্ষাক্রম দ্বারা শিক্ষার্থীরা পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। এটি একটি কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করে। বিভিন্ন পরীক্ষা সংগঠিত হয় শিক্ষার পদ্ধতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে। প্রথাগত শিক্ষার বেশিরভাগ অংশই আনুগত্য, শাস্তি ও একঘেঁয়েমি একমুখী বা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্দীপক রূপে কাজ করে না। এইসবের ফলাফল স্বরূপ শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ সময়ই ব্যর্থ হয়। প্রথাগত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত দক্ষতা,

মনোভাব, মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভবপর হয় না। ১০, ১৫ বা ২০০ সব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই প্রথাগত শিক্ষার একই পদ্ধতিগত ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু এবং তার পদ্ধতিগত দিককে সবসময় আলাদাভাবে বিচার করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় প্রথাগত শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তি বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে না যে, প্রথাগত শিক্ষায় বেশিরভাগ সময়ই শিক্ষকরা শেখানো, শিক্ষার্থীরা শেখার এবং প্রতিষ্ঠান ছাত্র ও সমাজের স্বার্থ পূরণের শুধুমাত্র অভিনয় করছে।

⇉ প্রথাগত শিক্ষার গুরুত্ব

- **জ্ঞান ও শিখন :**

সাধারণভাবে বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলিই একটা শিক্ষার্থীর প্রথাগত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রথাগত শিক্ষাই ঠিক করে দেয় শিক্ষার্থী তার জীবনে কোনপথে চালিত হবে; প্রথাগত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল জ্ঞান অর্জন করা। প্রথাগত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থী বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে তার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে এবং শিক্ষিত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। এই শিক্ষা একটি শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতে শেখায়।

- **ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট :**

প্রথাগত শিক্ষাই একটি শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট প্রদানে সক্ষম, এটি প্রথা বহির্ভূত শিক্ষায় পাওয়া যায় না। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও আমাদের জন্য খুব দরকারী তবে বর্তমান এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজে ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক যা শিক্ষার্থীকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে।

- **জ্ঞানের বিতরণ :**

জ্ঞান হল একপ্রকারের ক্ষমতা। তাই ক্ষমতাশালী হওয়ার আমাদের জ্ঞানী হওয়া খুব জরুরী। জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা জানা এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করার জন্য প্রথাগত শিক্ষা খুবই প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের পর তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এই ধরণের মানসিকতা তাকে পরবর্তী জীবনে শ্রদ্ধা অর্জন করতে সাহায্য করবে।

- **নিয়মানুবর্তিতা :**

প্রথাগত শিক্ষা আমাদের নিয়মানুবর্তী করে তোলে। যখন আমরা বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় যাই তখন আমরা আমাদের জীবন কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম এর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। এই নিয়মগুলি আমরা পরবর্তীকালে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও মেনে চলি যার ফলে আমরা নিজেদের এবং আমাদের নিজেদের কাজ সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনা করাতে পারি।

- **বিশেষীকরণ :**

আজকের পৃথিবীতে সেই ব্যক্তিই নিজের অস্তিত্ব সঠিকভাবে বজায় রাখতে পারে যার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আছে। প্রথাগত শিক্ষাই ব্যক্তিকে বিশেষীকরণ করতে পারে। সমস্ত বিষয়ে বোধ গড়ে উঠতে সময় প্রয়োজন। বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় এই বোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

- **দেশের অর্থনীতি রক্ষা :**

প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই একজন শিক্ষার্থী দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয়।

৪.৫.৩ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (Non Formal) :

সাধারণত দেখা যায় প্রথাগত শিক্ষার সুনির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম বর্তমান। এই নিয়মগুলির মধ্যে একটি বা দুটি যখন অনুপস্থিত থাকে তখন সেই শিক্ষাকে আমরা অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষারূপে বিবেচনা করতে পারি। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে বোঝায় যে শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মিথস্ক্রিয়া কম, মূলত শিক্ষাই প্রতিষ্ঠানের বাইরে সংগঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; বাড়িতে পড়া, বিভিন্ন পেপার লেখা ইত্যাদি। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক্রম অনেক নমনীয় হয়, এখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকে নিজেদের আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই শিক্ষাতে শিক্ষার্থীর কাছে নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা থাকে না।

এইসব প্রাথমিক বিষয়গুলি অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার সম্ভাব্য মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এটি কোনো সহজ কাজ নয়। 'ওয়ার্ড' এবং তার সহযোগীদের মন্তব্য অনুযায়ী "অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আদর্শ কোনো সংজ্ঞা এখনও পাওয়া যায় নি। সম্ভবত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সংজ্ঞা ততদিন আবিষ্কার হবে না যতদিন না পর্যন্ত শিক্ষাগত সমস্যা ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার অন্তর্নির্হিত সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আরও অধ্যয়ন সম্ভব হচ্ছে।" উভয় শিক্ষাগত মডেলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে একই লেখক বলেছেন "প্রথাগত শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উভয়কেই শিক্ষার একটি পদ্ধতিগত ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দেখা উচিত।

ওপরের বিষয়গুলি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দুটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান—

১. শিক্ষার্থীদের পূর্ব প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনাকে বিচারে রেখে তাদরে শিক্ষাকে নির্দিষ্ট দিকে কেন্দ্রীভূত করা।

২. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পেশাগত বিকাশের উৎস হিসাবে শিক্ষাকে ব্যবহার করা।

৩. Ward et.al এর মতে, 'অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষা অপেক্ষা ভিন্ন আচরণ করে কারণ এটি শিক্ষার্থীদেরকে নতুন দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলে এবং বিশ্ব এবং নিজের কাছে নিজেকে বোধগম্য করে তুলতে সহায়তা করে।'

যেহেতু অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত শিক্ষার্থীর উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে তাই প্রাথমিকভাবে এটি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কিছু নমনীয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে। এই সমস্ত প্রাথমিক বিষয়বস্তু বিচার করে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে যা তাদের প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায় বা তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে। এইভাবে আমরা প্রথাগত শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটি সংযুক্তরূপ অনুমান করতে পারি।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার নানান বৈচিত্র্যও আমরা দেখতে পাই। শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুনরূপে গড়ে তুলতে এই বৈচিত্র্যগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখন আমরা কিছু শিক্ষাগত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। যেগুলি হল— অপ্রথাগত শিক্ষা, দূরাগত শিক্ষা এবং যুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।

- **অপ্রথাগত শিক্ষণ (Correspondence Learning) :**

প্রায় একশ বছর ধরে অপ্রথাগত শিক্ষা একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত অপ্রথাগত বিদ্যালয় হিসাবে প্রচলিত। অনেক লেখক তাদের কাজের উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন শহরে 'Toussaint' এবং 'Langenschoidt' নামে দুজন ব্যক্তি অপ্রথাগত পাঠ্যধারা চালু করেন। ১৮৮৬ সালে ইংল্যান্ডে একটি স্নাতক অধ্যয়নে অপ্রথাগত পাঠ্যধারা চালু করা হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বস্টন শহরে "Society encourage study at home" নামে একটি সংগঠন সংঘটিত হয় এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে "অপ্রথাগত বিশ্ববিদ্যালয়"-এর মাধ্যমে নিউইয়র্ক শহরে প্রথম আনুষ্ঠানিক পরিচয় তৈরি হয়।

অপ্রথাগত পাঠ্যক্রমে সমস্ত বয়সের এবং সমস্ত অর্থ-সামাজিক শ্রেণির মানুষজন অংশগ্রহর করতে পারে। এটি একটি পরিকল্পিত এবং নিয়মবদ্ধ কার্যকলাপ, যার মূল ভিত্তি হল মুদ্রিত শিখন উপকরণ যেগুলি দেওয়া এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের যারা শিক্ষকদের থেকে শারীরিকভাবে বিভক্ত এবং যারা খুব কম সহযোগী হতে পারে। অপ্রথাগত শিক্ষা হল একটি ব্যক্তিগত শিখন পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের অনুমতি দেয়—তাদের নিজস্ব আগ্রহ অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার। প্রাতিষ্ঠানিক উপকরণগুলি বেশিরভাগ অংশে মুদ্রিত হয় এবং সাধারণত এমন একজন শিক্ষক দ্বারা প্রস্তুত করা হয় যার উচ্চ মানের শিক্ষামূলক উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষাগত এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান নেই। যদিও বর্তমানে বেশ কিছু অপ্রথাগত পাঠ্যধারা অন্যান্য ধরণের নির্দেশমূলক উপাদান, যেমন—অডিও টেপ, ভিডিও টেপ এবং কিটস ইত্যাদি প্রদান করে থাকে।

শ্রেণিবিন্যাসের জন্য আমরা কেবলমাত্র অপ্রথাগত পাঠ্যক্রম প্রদান করা মুদ্রিত উপকরণগুলি বিবেচনা করতে পারি। আমরা উচ্চ প্রযুক্তিগত স্তরে প্রস্তুত করা পাঠ্যধারাগুলির জন্যে "দূরগত শিক্ষা" নামটি সংরক্ষণ করব, যা একটি বহু শৃঙ্খলা জল দ্বারা গঠিত এবং তুলনামূলকভাবে বড়ো প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত ও বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা উপকরণ সমন্বিত। অপ্রথাগত পাঠ্যধারাগুলি সাধরাণত mail-এর মাধ্যমে একটি দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগ সূত্র গড়ে তোলে, যা সেই সমস্ত শিক্ষক দ্বারা সমর্থিত, যারা কাগজপত্র সংশোধন করেন। নির্দেশিকা দেন এবং অনুরোধকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই পাঠ্যধারা থেকে উপাধি প্রাপ্ত হতেও পারে আবার নাও পারে, এখানে এই বিষয়ে কোনো চাপ নেই। এই পাঠ্যধারার মূল বিষয়বস্তু বা সার্থকতা হল শিক্ষার্থীদের প্রেরণা। এখান থেকে খুব সহজেই দেখা যায় যে, অপ্রথাগত পাঠ্যধারায় নিয়মমাফিক শিক্ষার অনেক বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় না এবং এইভাবেই অপ্রথাগত শিক্ষাকে অনিয়মমাফিক শিক্ষায় শ্রেণীভূক্ত করা হয় পরিচালনা করে।

সংগঠিত অসংলগ্ন দ্বিমুখী যোগাযোগ হল দূরাগত অধ্যয়নের একটি গঠনমূলক উপাদান। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে মূলত শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট-এর মাধ্যমে সমাধান ও উত্তর দেওয়ার জন্য এবং শিক্ষকদের লিখিতভাবে বা অডিও টেপের মাধ্যমে মন্তব্য করার মাধ্যমে, কিন্তু আরও স্বতন্ত্র পদ্ধতিতেও যোগাযোগ ঘটে থাকে।

দূরাগত শিক্ষণের সংস্থা এবং প্রশাসন প্রথাগত শিক্ষার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয় না ক্লাস করার জন্য। কেবলমাত্র অনিয়মিত সাক্ষাতকর্মী ছাড়া। এখানে কোনো শ্রেণিকক্ষ নেই; তার পরিবর্তে এমন সব জায়গা আছে যেখানে শিক্ষক, লেখক, অডিও

ভিস্যুয়াল বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি বহু নিয়মানুবর্তী দল। যারা পরিকল্পনা এবং রচনা করে সেই সমস্ত উপাদানগুলি যেগুলি ব্যবহৃত হবে। দূরাগত শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কোনো 'অ্যাকাডেমিক সেমিস্টার' থাকে না। শিক্ষার্থীর নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী পড়াশোনা থামিয়ে দিতে পারে অথবা চালাতেও পারে। 'হোমবার্গের' মতে দূরাগত শিক্ষণ কিছু সাধারণ কার্যকলাপ দ্বারা গঠিত—

- দূরাগত অধ্যয়ণের পাঠ্যধারার উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত উৎপাদন।
- পাঠ্যধারার উপকরণের বিতরণ।
- শিক্ষার এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসংলগ্ন দ্বি-মুখী যোগাযোগ এবং নথি সংরক্ষণ।

এছাড়াও হোমবার্গ আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ:'পাঠ্যধারার শংসাপত্র, পরীক্ষা এবং উপাধি-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মধ্যে সম্পূরক মুখোমুখি যোগাযোগ। বিভিন্ন জনসংখ্যার জন্য বিভিন্ন স্তরে দূরাগত অধ্যয়ন প্রয়োগের মাধ্যমে বিগত বছরগুলিতে একটি বড় অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল উচ্চস্তরের শিক্ষায় দূরাগত অধ্যয়নের ব্যবহার। এই ধরণের ব্যবহারের একটি সফল উদাহরণ হল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। 'Oliveira' যেমন উল্লেখ করেছেন, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এক বা একাধিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন—রেডিও, টিভি এবং মুদ্রিত প্রেস ইত্যাদির মাধ্যমে দুরাগত অধ্যয়ণের উপর ভিত্তি গড়ে তোলে। তারা বেশিরভাগই তাদের পাঠ্যধারায় ব্যবহৃত শিক্ষামূলক উপকরণগুলি প্রণয়ন করে এবং বেশিরভাগ অংশে শিক্ষকদের একটি দূরাগত শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করে যা তাদের সম্পূরক কার্যকলাপের সময় কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান যুক্তিবদ্ধ করে। মূল্যায়ণ এবং স্নাতকের প্রয়োজনীয়তাগুলি অভিন্ন নয় এবং কিছু ক্ষেত্রে ডিপ্লোমাগুলি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দ্বারা জারি করা প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য; যেখানে আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য পাঠ্যধারার মতো প্রদত্ত পাঠ্যধারার ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ তৈরি করা হয়েছে। এখনও অনেক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেগুলি বিদ্যমান প্রথাগত বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে প্রদত্ত কোর্স এবং তাদের ডিপ্লোমাগুলির বৈধতা ও সসম্মানের সাথে কোনোভাবেই উদ্বিগ্ন নয়।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োগ যা ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে ব্যাপকভাবে আলাদা। 'Oliveira'-এর মতে, "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের প্রকৃতি এবং তাদের কার্যপ্রণালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি ও শিল্প কার্যকলাপের মিশ্রণ প্রদর্শন করে।" বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা পেশাদারদের প্রয়োজন পড়ে সম্পাদক, শিক্ষা বিষয়ে পরিকল্পনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, অডিওভিস্যুয়াল অভিজ্ঞ এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য, এইভাবে একটি বহুনিয়মানুবর্তী চরিত্র প্রকাশিত হয়। শিক্ষার্থীদের যে সব উপকরণ দেওয়া হয়, যেমন—মুদ্রিত পাঠ্যবই, অডিও বা ভিডিও টেপ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সাধারণত তাদের ব্যবহারের আগে যাচাই করা হয়, একটি উচ্চমানের কার্যকারিতা ও দক্ষতা সুনিশ্চিত করার জন্য। এছাড়াও 'Oliveira' উল্লেখ করেছেন যে, "বিভিন্ন দেশে কম অধ্যয়ন বিষয়ক স্থিতাবস্থার কারণে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রায়শই অধ্যয়ন বিষয়ক ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং এর ফলস্বরূপ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষক বিষয়ক প্রক্রিয়া হিসাবে থেকে গেছে"— একটি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ দিক যা নিম্নে উপস্থাপিত প্রস্তাবের জন্য যথাযথ হবে।

সমস্ত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবথেকে সফল হিসাবে 'ব্রিটিশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের' নাম উল্লেখ করা যায়। 'Grayson'-এর বর্ণনা অনুযায়ী ১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এটি নতুন নতুন মানুষ, ধারণা ও পদ্ধতির প্রতি সবসময় মুক্ত থাকার জন্য তৈরি হয়েছিল। চিরাচরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের আগের পরীক্ষাগুলির চাহিদা অবলুপ্ত হয়েছিল এবং চেষ্টা করা হয়েছিল কর্মরত শিক্ষার্থীদের আকর্ষিত করার। ১৯৮০ সালে প্রায় ৬৩০০০ শিক্ষার্থীর নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল, এবং পাঠ্যসূচীতে যোগা করা হয়েছিল অডিও টেপ, মুদ্রিত উপকরণ, পঠন, শিখন সহায়ক উপকরণ, আত্ম বিশ্লেষণ ও রেডিও বা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান। গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় ২৮০ টি শিক্ষাকেন্দ্রে গৃহশিক্ষা বিষয়ক সহায়তা ও কাউন্সেলিং সহজলভ্য করে তোলা হয়েছিল। এই পাঠ্যধারাগুলি ৬ টি বিষয়কেই পরিবেষ্টন করে, যথা—শিক্ষাবিজ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি। এগুলির সময়কাল হল প্রায় এক বছর।

ব্রিটিশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সফলতার ফলে ১৯৭১ সালে ফ্রান্স, জার্মানি এবং আমেরিকা তে আরো অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল, ল্যাতিন আমেরিকানদের প্রচেষ্টার কোনোরকম উল্লেখ ছাড়াই। এছাড়াও 'Oliveira' উল্লেখ করেছেন ডিন-এর পরীক্ষামূলক গবেষণার কথা। সেটির উদ্দেশ্য ছিল প্রায় ২.৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থীর নাম নথিভুক্তকরণ। লেখকের মতে, "গঠন ও অনুসাঙ্গতার বিভিন্নতা সত্ত্বেও, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চস্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ বিস্তারের সম্ভাবনার কথা বর্ণনা করেছেন' তিনি উল্লেখ করেছেন যে 'মুক্ত' নামক অভিব্যক্তিটি বর্ণনা করে—

- সেই মুহূর্ত, যখন শিক্ষার্থীর একটি পাঠ্যধারায় নথিভুক্ত হয় যেখানে প্রয়োজনীয় সম্মান প্রদানের পদ্ধতিটিকে বিশেষ করে সহজতর করা হয়েছে।
- শিক্ষামূলক পদ্ধতিটি নিজেই, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম ও পাঠ্যধারা—সম্বন্ধীয় বিকল্প প্রদানের ব্যপ্তি।
- এই পাঠ্যধারাতে দূর থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়।
- যদিও শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত বৃত্তি প্রদান করা হয় না, তাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নমনীয়তা–যেমন—পাঠ্যধারায় থেকে যাওয়া বা ছেড়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রদান করে।

- **মুক্ত পদ্ধতি (Open System) :**

অপ্রথাগত শিক্ষার (Non-formal education) তৃতীয় দষ্টান্তটির সাথে মুক্ত পদ্ধতি বা মুক্ত শিখন পদ্ধতি সাদৃশ্য রয়েছে, সেটি প্রথাগত শিক্ষার (Formal Education) সকল বৈশিষ্ট্য থেকে অনেকটা পৃথক প্রকৃতির, 'Bults'-এর মতে, "Open learning system are defined as those which offer student a measure of flexibulity and autonomy, to study the programmes of their choice when and where they wish and at a pace to suit their circumstances" অর্থাৎ, "মুক্ত শিখন পদ্ধতি হল সেই প্রকার শিখন পদ্ধতি সেখানে শিক্ষার্থীদের নমনীয়তত্ত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পরিমাপ করে তাদের ইচ্ছানুসারে নির্দিষ্ট সময়ও স্থানে তাদের পরিস্থিতি অনুসারে শিখনের সুযোগ দেওয়া হয়" "The features ascribed open system, by the author, necessarily self them on nonformal education involves. Jointly with correspondence learning and distance

study” অর্থাৎ মুক্ত শিখন পদ্ধতিতে যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে লেখকের মতে সেগুলি অপ্রথাগত শিক্ষণ আর দূরবর্তী শিখনের দৃষ্টান্ত।” Buths-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে “distance learning in seen or one type of open learning” অর্থাৎ দূরবর্তী শিখন হল একপ্রকারের মুক্ত শিখন পদ্ধতি। যেহেতু আগেই বলা হয়েছে, অপ্রথাগত শিক্ষা হল এক প্রকার দূরবর্তী শিক্ষা এবং দূরবর্তী শিক্ষা হল মুক্ত শিখনের দৃষ্টান্ত, তাই আমার এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এই ধারণাটি অপ্রথাগত শিক্ষাগুলির উদাহরণের মধ্যে বিস্তারিতভাবে পরিবেশিত রয়েছে। তবে কিছু কিছু শিক্ষক মুক্ত শিক্ষার ধারণাটিকে মুক্ত পদ্ধতির সমার্থকরূপেই গ্রহণ করতেন। Yalli-এর মতে “The idea of openers mayla ..fold open as structures, that is a capture of the pgysical learrier of educational institution. So provide free occers to school or open as to methodology and learning resourcess” অর্থাৎ, উন্মুক্ততার ধারণাটি দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে গঠনগতভাবে উন্মুক্ততা সেখানে শিক্ষক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের গঠনগত বাধা থেকেও মুক্ত হতে পারে এবং বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবহারযোগ্য হতে সাহায্য করে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উন্মুক্ততা বলতে পদ্ধতিতেও শিখনের মুক্তভাবের বোঝানো হয়। তার সিদ্ধান্ত অনুসারে “The essential fact about open education is that doesnot matter how knowledge is acquired, all means are valid. The open learning system aim at the formation of independent student where have the capacil for self-discipline and a high capacity for synthesis and for analysis.” অর্থাৎ, অপরিহার্য সত্য হল এই যে, জ্ঞানের অর্জনই হল গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে জ্ঞান অর্জিত হল সেটা কোনো গুরুত্ব রাখে না এবং এক্ষেত্রে সকল পথেই বৈধ্যতা লাভ করে মুক্ত শিখনের প্রধান লক্ষ্য হল স্বনির্ভর শিক্ষার্থী তৈরি করা যাদের নিজস্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান আছে এবং যারা সমন্বয় ও বিশ্লেষণধর্মী ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং, মুক্ত পদ্ধতি শিখন হল শিক্ষার্থী ও প্রকৃত জগতের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া।

৪.৫.৪ ভারচুয়াল শিক্ষা (Virtual Education) :

ভারচুয়াল শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতা ব্যতীত তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তবে উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অনলাইন (Online)-এর ডিজিটালাইসড (Digitalized) গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে যেখানে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারে অনুপস্থিত থেকেও এই প্রকার গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া Online এমন অনেক সাইট (site) আছে যেগুলি বাস্তবে কোণের প্রতিষ্ঠান নয়। ভারচুয়াল শিক্ষা (Virtual Education) হল অনলাইন (Online) শিক্ষার সমার্থক রূপ। পূর্বে ভারচুয়াল (Virtual) শিখনের মধ্যে দূরবর্তী শিখনের অন্তর্ভুক্ত করা থাকলেও একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভারচুয়াল (Virtual) শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র ইন্টারনেটের (Internet)-এর মাধ্যমে শিক্ষাকে শেখানো হয় এবং এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিদ্যায়তনে শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। তবে কিছু ক্ষেত্রে ভারচুয়াল (Virtual) মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমানে এই করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ভারচুয়াল (Virtual) মাধ্যমে শিক্ষা খুবই প্রাসঙ্গিক।

- **ভারচুয়াল মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব (Importance of Virtual Education) :**

১. ভারচুয়াল (Virtual) মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ি থেকে বা যে স্থানে ইন্টারনেট (Internet) সুবিধা আছে সেখান থেকে বিভিন্ন Search ইঞ্জিন-এর মাধ্যমে অনলাইনে (Online) ডিজিটাল (Digital) লাইব্রেরী ব্যবহারে সক্ষম।

২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারচুয়াল (Virtual) মাধ্যমে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে বিভিন্ন দক্ষতাগুলির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারচুয়াল (Virtyual) শিক্ষা হল একপ্রকার ভারচ্যুয়াল রিয়ালিটি টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন। (Virtual Reality Technology Application), যেখানে বহু উপাদানপূর্ণ অত্যন্ত বাস্তবতার বৃত্তিমূলক কার্যকলাপ শিক্ষার্থীদের প্রগতিশীল মিথস্ক্রিয়ারা সমর্থন করে। এই প্রক্রিয়াতে জটিল সাইকোলজিক্যাল পেভাগসিক্যাল পরিস্থিতি (Complex, Psychological, Pedagogical conditions) যেখানে ভারচুয়াল শিক্ষার সুযোগগুলি সম্ভবমতো বাস্তবায়িত করা হয়।

৩. ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশের জন্য ভারচুয়াল . শিক্ষক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্থান তৈরি করে এবং ভারচুয়াল (Virtual) শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষার মান উন্নতি করতে সাহায্য করে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারচ্যুয়াল শিখনের স্থান সৃষ্টির নীতি ভারচ্যুয়াল বাস্তবতার (Virtual reality) বর্ণনার বৈশিষ্ট্য থেকে নেওয়া এবং ভারচ্যুয়াল আউটলুক ফেলোস্পেন (Virtual Outlook Phenomenon)-এর উপর নির্ভরশীল। ভারচ্যুয়াল শিক্ষার পরিবেশ (Virtual Educational Environment) হল অনলাইন (Online) মাধ্যমে শিক্ষাবিজ্ঞানের স্থান ও সময়ের মিথস্ক্রিয়ার ফল; এই সংকেতগুলি বিভিন্ন মডেল তৈরির সর্বোত্তম শর্ত প্রদান করে।

৫. ভারচ্যুয়াল বাস্তবতা (Virtual reality) নতুন প্রকৃতির মানসিকতা ও চেতনার কার্যকলাপের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে এবং প্রত্যাবর্তনে সেই সকল প্রভাবগুলি পাওয়া যায় যা তাদের এবং মনুষ্যজীবনকে সৃষ্টি করেছে।

৬. ভারচ্যুয়াল (Virtual) শিক্ষার পরিবেশ মানুষের জ্ঞান এবং বাস্তবতার রূপান্তর সহ মানুষের কার্যকলাপ, যোগ্যতা, স্বনিরূপণ এবং উপলব্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং, ভারচ্যুয়াল (Virtual) শিখন পরিবেশ মনুষ্য সংক্রান্ত বোধগুলির ওপর নির্ভরশীল এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি লক্ষ্যশীল হয়।

৭. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারচ্যুয়াল (Virtual) শিখন পরিবেশে ছয়টি উপাদান সম্বলিত হয়, যথা—তথ্যপূর্ণতা, সুসংহত, যোগাযোগমূলক, সমন্বয়মূলক, বিকাশমূলক এবং বৃত্তিমূলক মনোযোগপূর্ণ উপাদান।

৮. ভারচ্যুয়াল (Virtual) শিখন পরিবেশের সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মডেল পদ্ধতি এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশের ক্ষেত্রে সমাদর করে। এটির প্রধান লক্ষ্য হল

ভারচ্যুয়াল (Virtual) শিক্ষার সুযোগের ধারণার ওপর এবং এটি আত্মবাচক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণের সাহায্য করে।

৯. ভারচ্যুয়াল (Virtual) শিখন পরিবেশ সাধারণ তথ্যপূর্ণ পদ্ধতির একটি অংশ যা শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক দক্ষতার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৪.৬ সারাংশ (Summary)

এই অধ্যায়ে আমরা শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। শিক্ষা হল একপ্রকার উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া এবং তাই এটির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল সকলকে নির্দিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রের সন্ধান দেওয়া যা প্রত্যেকের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। শিক্ষার অন্যান্য লক্ষ্য সহ ব্যক্তিতাবাদী ও সামাজিক লক্ষ্য দুটি উদ্দেশ্যপূরণে সাহায্য করে। একটি হল ব্যক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অপরটি সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতি।

লক্ষ্য শিক্ষার পদ্ধতিতে একটি দিক নির্ণয়ের ক্ষমতা দান করে যা শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান যথা—শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠক্রম এবং পরিবেশকে বেস্টন করে থাকে। এই সকল উপাদানগুলি একটি বা একাধিক উপাদানের অনুপস্থিতি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অসম্পূর্ণতার জন্য দায়ী।

পূর্ববর্তী বিভিন্ন এককে আগেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার এবং এটি কখনোই বিভিন্ন স্তরে শংসাপত্র অর্জনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় না। সুতরাং, শিক্ষাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, যথা—বিধিবহির্ভূত শিক্ষা (Informal) প্রথাগত শিক্ষা (Formal Education) অপ্রথাগত শিক্ষা (Non-formal Education) এবং ভারচ্যুয়াল শিক্ষা (Virtual Education)। এই সকল পথগুলি শিক্ষাকে প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিক প্রত্যাশার সৃষ্টি করে।

৪.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নগুচ্ছ

১. শিক্ষার স্বতন্ত্র লক্ষ্যটি কী?

২. শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যটি কী?

৩. স্বতন্ত্র নাকি সামাজিক শিক্ষার কোন প্রকার লক্ষ্যটি বেশি যথার্থ?

৪. শিক্ষার উপাদানগুলি কী কী?

৫. কী কারণে শিশুদের শিক্ষার উপাদানরূপে গণ্য করা হয়?

৬. শিক্ষার বিভিন্ন প্রকারগুলি কী কী?

৭. শিক্ষার বিভিন্ন প্রকারগুলির মধ্যে পার্থক্য কর?

৮. প্রথাগত শিক্ষা (Formal Education) অপ্রথাগত শিক্ষা (Non formal Education) ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা (Informal)-এর একটি করে উদাহরণ দাও।

৯. শিক্ষার কোন লক্ষ্যটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যক্তিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক, তা ন্যায়সঙ্গত করুন।

১০. শিক্ষার প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪.৮ তথ্যসূত্র

- Ananda, C.L.et.el.(1983). *Teacher & Education in Emerging in India Society,* NCERT, New Delhi.
- Chandra S. S., R. Sharma, Rejendra K (2002). *Philosophy of Education.* New Delhi, Atlantic publishers,
- Chakraborty A. K.(2003). *Principles and Practices of Education.* Meerut, Lal Book Depot.
- Gupta S. (2005). *Education in Emerging India. Teachers role in Society.* New Delhi, Shipra Publication.
- Dasgupta, P. (2004): Non-formal Education in India, in J.S. Rajput (ed.), *Encyclopedia of Indian Education,* New Delhi: NCERT.
- Devdas, R.P. (2004): Vocational Education, in J.S. Rajput (ed.), *Encyclopedia of Indian Education,* New Delhi: NCERT.
- Dewey, J. (1916/1977), *Democracy and Education: An introduction to the philosophy of education.* New York: Macmillan.
- Gopalan, K. (2004): Technical Education, in J.S.Rajput (ed.), *Encyclopedia of Indian Education,* New Delhi: NCERT.
- Government of India (1964-66): *The Education Commission,* New Delhi: Ministry of Education.
- Government of India (1986): *National Policy on Education,* New Delhi: MHRD. Government of India (1986): *Programme of Action,* New Delhi: MHRD.
- Keegan, D. (1986): *The Foundations of Distance Education* (2nd ed.), London: Croom Helm.
- Kulandai Swamy, V.C. (1992): Distance Education in the Indian Context, *Indian Journal of Open Learning,* 1(1), 1-4.

একক ৫ ❒ একটি প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ ভূমিকা

৫.৩ প্রক্রিয়া ও ফলাফল হিসেবে শিক্ষা

৫.৪ শিক্ষার সংস্থাসমূহ

৫.৪.১ পরিবার

৫.৪.২ সমাজ

৫.৪.৩ সংগঠন

৫.৪.৪ গণমাধ্যম

৫.৫ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্য

৫.৫.১ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

৫.৫.২ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার তাৎপর্য

৫.৬ সারসংক্ষেপ

৫.৭ স্ব-মূল্যায়ণের প্রশ্নাবলী

৫.৮ উৎসসমূহ

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষাকে প্রক্রিয়া ও ফলাফল হিসেবে অনুধাবন করতে শিখবে।
- শিক্ষার সংস্থাসমূহ সম্পর্কে জানবে।
- শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে শিখবে।

৫.২ ভূমিকা

আমরা এর পূর্ববর্তী এককগুলিতে দেখেছি যে, শিক্ষা হল আচরণের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। তাই শিক্ষার দ্বারা যখন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আমরা বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠি এবং আমাদের চিন্তাধারা ও আচরণের পরিবর্তন ঘটে, তখন শিক্ষা হল একটি প্রক্রিয়া স্বরূপ। এই এককে শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়া ও ফলাফল হিসেবে গণ্য করে আলোচনা করা হল।

৫.৩ প্রক্রিয়া ও ফলাফল হিসেবে শিক্ষা (Education as the Process and Product)

শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে যখন এটি বুদ্ধির বিকাশ, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং নিজেকে বুঝতে সহায়তা করে। শিক্ষাকে একটি সক্রিয় ও গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা ব্যক্তির জীবনে ক্রমাগতভাবে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে সংঘটিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত হয়। পরিবেশের সাথে সফল সমন্বয়ের উদ্দেশ্যেই ব্যক্তির শিখন ঘটে এবং ক্রমাগতভাবে অর্জিত নতুন অভিজ্ঞতাগুলি পুরনো অভিজ্ঞতাগুলির স্থান দখল করে। এইভাবে শিক্ষা সারাজীবন ধরে সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ শিক্ষা হল একটি সক্রিয় ও গতিশীল প্রক্রিয়া।

যখন শিক্ষা জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তীকালে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্মৃতিগুলির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করে, তখন শিক্ষা হল ফলাফল। আবার, অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রজ্ঞা যখন সংস্কৃতি ও সমাজে আত্তীকৃত হয়ে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে সঞ্চালিত হয় তখনও শিক্ষা ফলাফল হয়ে ওঠে। শিক্ষা মূল্যবোধ শেখায় যা সর্বজনীনভাবে মূল্যবোধ হিসাবে স্বীকৃত। জ্ঞান ও দক্ষতার সঞ্চালন শিক্ষার ফলাফল রূপে আখ্যায়িত হয়।

বাস্তব জীবনে কিছু শেখার অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যাক। যেমন, ধরা যাক 5+3=8 অর্থাৎ 5 এবং 3 যোগ করার ক্ষেত্রে একটি শিশু শেখে দুটি সংখ্যার মাঝে + চিহ্ন থাকলে সংখ্যা দুটি যোগ করে উত্তরটি = চিহ্নের পর লিখতে হবে। এইভাবে শিশুরা যোগ করতে শেখে। একইভাবে বিয়োগ করার ক্ষেত্রে শিশুরা শেখে যে, দুটি সংখ্যার মাঝে - চিহ্ন থাকলে প্রথম সংখ্যাটির থেকে দ্বিতীয় সংখ্যাটি বাদ দিতে হয় এবং এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যাটির থেকে ছোট হয়। (5-3=2)-এর ক্ষেত্রেও এই একই প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। পদ্ধতিতেই এরপর শিশু যখন 6+2 = 2 সমস্যাটির সমাধান করতে শেখে তখন শিক্ষা ফলাফলে পরিণত হয়। অর্থাৎ, যোগ ও বিয়োগের জ্ঞান সামগ্রিকভাবে ফলাফলে পরিণত হয়। এই জ্ঞান আরও জ্ঞান নতুন আহরণে সহায়তা করে। যেমন—যোগ ও বিয়োগের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে BODMAS সূত্রের মাধ্যমে সরল করা যায়।

একইভাবে পড়তে শেখার সময় একাধিক বর্ণকে কাজে লাগিয়ে এক একটি শব্দ তৈরি করা হয়। এইভাবে শব্দগঠনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের সহযোগে বিভিন্ন শব্দ সৃষ্টি বা উচ্চারণ করা হয়। এই জ্ঞান ফলাফলে পরিণত হয় যখন কেউ বানান করার পরিবর্তে শব্দগুলি দেখামাত্রই পড়তে সক্ষম হয়।

সুতরাং, বলা যায় যে, শিক্ষা হল একটি প্রক্রিয়া এবং ফলাফল।

৫.৪ শিক্ষার সংস্থাসমূহ (Agencies of Education)

আমরা দেখেছি যে, শিক্ষা আচরণের পরিবর্তন ঘটায় যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত হয়। একজন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় বিভিন্ন পরিস্থিতি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সংস্পর্শে আসে এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে।

শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল সামাজিকীকরণ। আমরা এর আগের অধ্যায়গুলিতে দেখেছি যে, শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে বৃহত্তরভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। সমাজ ও পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা তথ্য ও জ্ঞান আহরণ আমাদের আচরণের পরিবর্তনের সহায়ক হতে পারে। শিক্ষার সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবার, বিদ্যালয়, সম্প্রদায়, গণমাধ্যম ইত্যাদি যা আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য অবদান রাখে। Bhatia (1994)-এর মতে, 'Society has developed a number of specialized institutions to carry out the functions of education. These institutions are known as 'Agencies of Education'. Brown (1947)-এর নির্ধারিত উপায়ে ও Saxena (2009)-এর বর্ণনা অনুসারে শিক্ষার সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে এইগুলিকে বিবৃত করা হল—

শিক্ষার সংস্থাগুলিকে Formal এবং Non-formal সংস্থায় বিভক্ত করা যায়। বিদ্যালয়, লাইব্রেরি প্রথাগত (Formal) এবং শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান হল Formal সংস্থার উদাহরণ। অন্যদিকে, পরিবার, বাজার এবং মেলা হল Non-formal সংস্থার উদাহরণ।

অপ্রথাগত (Non-formal) শিক্ষার সংস্থাগুলিকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সংস্থাতেও বিভক্ত করা যায়। যেমন—বিদ্যালয়, পরিবার, সম্প্রদায়, ধর্ম ও সামাজিক ক্লাব হল সক্রিয় সংস্থার উদাহরণ। অন্যদিকে, সিনেমা, টিভি, রেডিও ইত্যাদি হল নিষ্ক্রিয় সংস্থার উদাহরণ।

তৃতীয় প্রকার শ্রেণিবিভাগে শিক্ষার সংস্থাগুলিকে 4 টি, ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে formal (আনুষ্ঠানিক) সংস্থা যেমন স্কুল, লাইব্রেরী ইত্যাদি, informal (অনানুষ্ঠানিক) সংস্থা যেমন, পরিবার ও সমাজ, বাণিজ্যিক সংস্থা যেমন, রেডিও, টিভি, ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদি এবং অ-বাণিজ্যিক সংস্থা যেমন, ক্রীড়া-ক্লাব, সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, গাইড, স্কাউট ইত্যাদি।

শিক্ষালাভের সুযোগ ও কার্যাবলি অনুসারে শিক্ষার সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন উপবিভাগেও বিভক্ত করা যায়। এটা বলা যেতে পারে যে, কোনো শিশুর শিক্ষা, বৃদ্ধি বিকাশের জন্য যে কোনো একটি শিক্ষার সংস্থা যথেষ্ট নয়। Formal সংস্থার সাথে সাথে informal সংস্থা, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সংস্থা, বাণিজ্যিক এবং অ-বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির থেকেও শিশুদের শিক্ষালাভের সামগ্রিক সুযোগ থাকে।

৫.৪.১ পরিবার

পরিবার হল শিক্ষার একটি অনানুষ্ঠানিক ও সক্রিয় সংস্থা। এটি হল মানুষের প্রথম সামাজিক আবাসস্থল যা হল শিক্ষার সবচেয়ে প্রভাবশালী সংস্থা। ব্রাউনের মতে পরিবারের সংজ্ঞা হল, "We group having an affectionate tie amongst members and sharing of common interests. It is a place of security and safety for the healthy growth of a child".

মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিকভাবে শিশুর মায়ের মাধ্যমেই বাইরের জগতের সাথে শিশুর প্রথম যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া শুরু হয়। শিশুর জন্মের পর থেকেই তার শিখন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। উদ্দীপকের সাথে প্রতিক্রিয়ার দ্বারা শিশুর মস্তিষ্ক রূপায়িত হতে থাকে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি শিশুর সংস্পর্শে আসে, শিশুর মস্তিষ্ক তার সাথে প্রথম প্রতিক্রিয়া নথিবদ্ধ বা রেকর্ড করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বাড়ির পরিবেশই শিশুর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বৃদ্ধিকে রূপায়িত করে। মা হলেন শিশুর প্রথম শিক্ষক। তাই শিশুর শেখা প্রথম

ভাষাটি হল শিশুর মাতৃভাষা। গৃহ বলতে সেই জায়গাটিকে বোঝায় যেখানে শিশুর মা, বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা এক্ষত্রে আছেন। অর্থাৎ যাদের সংস্পর্শে শিহু লালিত ও পালিত হয় এবং যাদের মধ্যে শিশুটিকে মার্জিত ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ববোধ থাকে। তাই বলা যায় যে, গৃহ পরিবেশ শিশুর শারীরিক, সামাজিক, মানসিক, নৈতিক ও জ্ঞানের বিকাশের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হওয়ার ফলস্বরূপ পরিবারের গঠনেও পরিবর্তন এসেছে। যৌথ পরিবারের স্থান নিয়েছে একক পরিবার। একক পরিবারে সাধারণত পিতা, মাতা ও একটি বা দুটি শিশু থাকে। যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে অন্যান্য আত্মীয়রাও থাকেন যারা আবেগপূর্ণ বন্ধনে আবদ্ধ সামগ্রিকভাবে রো শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। শিশুর বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ গঠনে পরিবারের শিক্ষামূলক ভূমিকা নিম্নরূপ :

- পরিবার শিশুদের শরীর, মন ও আবেগের বিকাশে সহায়তা করে। শৈশব কালের প্রারম্ভিক মুহূর্ত থেকেই শিশুরা অন্যদের কথাবার্তা ও ইশারাগুলি বুঝতে এবং সেগুলিকে অনুকরণ করতে থাকে। শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, পরিবারের দ্বারা শিশুদের শিক্ষা হয় অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজকর্ম, খেলা ও গল্পের মাধ্যমে। অভিভাবকদের আচরণের দ্বারা শিশুদের প্রাক্ক্ষোভিক বিকাশ হয়। বলা বাহুল্য যে, অভিভাবকদের সাথেই শিশুদের প্রথম আবেগপূর্ণ বন্ধন গড়ে ওঠে। শিশু পরিবারের থেকেই প্রথম গ্রহণযোগ্যতা, ভালোবাসা, স্বতন্ত্রতা ও একতাবোধ করে যা শিশুকে মানসিক সুরক্ষা প্রদান করে। এইভাবে শিশু পরিবার তথা সমাজের মনোভাব, নৈতিকতা, দক্ষতা, আচরণের ধরণ সম্পর্কে শেখে।
- এটি শিশুকে সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রীতিনীতি সম্পর্কে শেখায় এবং সকলের সাথে থাকার জন্য সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও একাত্মবোধের গুরুত্বও শেখায়।
- এটি শিশুর সামাজিকীকরণ ও আত্মোপলব্ধিকে প্রভাবিত করে। পরিবার থেকে প্রাপ্ত স্নেহ ও ভালোবাসার মাধ্যমে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপটি শেখে। পরিবার থেকে প্রাপ্ত ভালোবাসা, নিরাপত্তা, অনুমোদন, স্বাধীনতা ইত্যাদির ওপর শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। সন্তান তার পিতামাতার কাছ থেকে সৎ আচরণের জন্য অনুমোদন পায়। পিতামাতার দৈনন্দিন কার্যকলাপও শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। (The manner in which the family conducts itself channelizes future role and performance of the child).
- পরিবার শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলিকে পূরণ করে এবং একইসাথে শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যও প্রস্তুত করে।
- শিশুর নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা পরিবার থেকেই শুরু হয়। পিতামাতাই শিশুর রোল মডেল হয়ে ওঠেন এবং শিশুরা পিতামাতার আচরণ অনুকরণ করতে থাকে। ভালো আচরণের জন্য উৎসাহের মাধ্যমে শিশুর মূল্যবোধ তৈরি হয়। কোনো একটি কাজের প্রতি পিতামাতার মনোভাব অনুসারে শিশু উচিত এবং অনুচিত কাজের পার্থক্য করতে শেখে। পিতামাতার প্রথম থেকেই শিশুর অনৈতিক কাজগুলি বন্ধ করা উচিত। পরিবারের নীতি ও ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে শিশুর

মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। শিশুর মধ্যে জাতীয়তাবোধ, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, আত্মসম্মানবোধ ও সকল মানুষের প্রতি সম্মানবোধ এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রক্ষার বোধ গড়ে তোলা পরিবারের কর্তব্য।

- পরিবরা শিশুর সর্বাঙ্গীণ জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে।

এইভাবে পরিবার ধারাবাহিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাদান করতে থাকে।

শিশুর বিকাশের সংস্থা হিসেবে পরিবার—

→ শারীরিক বিকাশ :

শিশু তার শৈশবকাল পরিবারের সাথে অতিবাহিত করে। এই সময় পরিবারের কর্তব্য হল শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখা। শিশুর খাদ্যাভাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিবারকেই শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে হয়।

→ সামাজিক বিকাশ :

পরিবার থেকে প্রাপ্ত স্নেহ ও ভালোবাসার মাধ্যমে শিশু সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপটি শেখে। পরিবারই হল সেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম প্রয়াসটি সম্পন্ন করে। পরিবারের থেকে প্রাপ্ত স্নেহ-ভালোবাসা, গ্রহণযোগ্যতা, ভালোবাসা, স্বতন্ত্রতা, নিরাপত্তা ইত্যাদির ওপর শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। সন্তান পিতামাতার কাছ থেকে সৎ আচরণের জন্য অনুমোদন পায়। পিতামাতার দৈনন্দিন কার্যকলাপও শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। (The manner in which the family conducts itself channelizes future role and performance of the child).

→ প্রাক্ষোভিক বিকাশ-ব্যবস্থাপনা :

পিতামাতার আচরণের দ্বারাই শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশ হয়। বলা বাহুল্য যে, পিতামাতার সাথেই শিশুর প্রথম আবেগপূর্ণ বন্ধন গড়ে ওঠে। পরিবার থেকে প্রাপ্ত ভালোবাসা, গ্রহণযোগ্যতা ও একাত্মবোধ শিশুর আবেগকে পরিপক্কতা দান করে।

→ মানসিক বিকাশ :

শৈশবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ একইসাথে চলতে থাকে। শৈশবের শুরু থেকেই শিশু অন্যদের কথাবার্তা ও ইশারাগুলি বুঝতে ও অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। এইভাবে পরিবারের দ্বারা শিশুদের শিক্ষা হয় অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজকর্ম, খেলা ও গল্পের মাধ্যমে।

→ নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাভাবনার বিকাশ :

পিতামাতাই শিশুর রোল মডেল হয়ে ওঠেন এবং শিশুরা পিতামাতার আচরণ অনুকরণ করতে থাকে। ভালো আচরণের জন্য উৎসাহের মাধ্যমে শিশুর মূল্যবোধ তৈরি হয়। কোনো একটি কাজের প্রতি পিতামাতার মনোভাব অনুসারে শিশু উচিত এবং অনুচিত কাজের পার্থক্য করতে শেখে। পিতামাতার প্রথম থেকেই শিশুর অনৈতিক কাজগুলি বন্ধ করা উচিত। পরিবারের নীতি ও ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে শিশুর মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। শিশুর মধ্যে জাতীয়তাবোধ, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, আত্মসম্মানবোধ ও সকল মানুষের প্রতি সম্মানবোধ এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রক্ষার বোধ গড়ে তোলা পরিবারের কর্তব্য।

৫.৪.২ সমাজ

সমাজ ও সম্প্রদায় শব্দ দুটি বিভ্রান্তিকর হলেও এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে।

সমাজ হল এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে ধারাবাহিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (interactions) চলে বা এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা একই এলাকায় একই রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অধীনে বসবাস করে এবং যাদের থেকে একই ধরনের সাংস্কৃতিক আচরণ প্রত্যাশিত।

সম্প্রদায় হল এমন এক জনগোষ্ঠী যারা একই অঞ্চলে বসবাস করে কিন্তু সমাজ হল এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বর্তমান। একটি সমাজের মধ্যে একাধিক সম্প্রদায় থাকে তাই সম্প্রদায়ের তুলনায় সমাজ বৃহত্তর।

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্কগুলি ব্যক্তির শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। সমাজের ম্যাক্রো সিস্টেমের অধীনস্থ সংস্থাগুলি হল সরকার বা রাষ্ট্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ ইত্যাদি। পাড়া (Neighborhood) হল একটি স্থানীয় একক যেখানকার মানুষদের মধ্যে ধারাবাহিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এদের মধ্যে মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়া প্রায়শই ঘটে। এই অর্থে, প্রতিবেশীদের স্থানীয় সামাজিক একক হিসেবে ধরা যেতে পারে সেখানে শিশুরা বেড়ে ওঠে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু ভাষা ও সামাজিক নিয়মগুলি শেখে। সমাজে শিশুরা বিভিন্ন বয়স, পেশা, সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্মের মানুষের সংস্পর্শে আসে যার মাধ্যমে শিশুরা বিভিন্ন রীতিনীতি, পেশা, দক্ষতা ও গুণাবলির সংস্পর্শে আসে। এর থেকে শিশুরা শৃঙ্খলাবদ্ধতা ও উচিৎ আচরণ সংক্রান্ত মূল্যবোধগুলি শিখতে পারে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুরা অন্তর্ভুক্তির ধারণার সাথে পরিচিত হয় এবং সামাজিক বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করতে শেখে।

→ ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ :

উভয়ের সাথে মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা শিশু প্রভাবিত হয়। উষ্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ এবং হিংস্র আক্রমনাত্মক ও অসামাজিক আচরণ উভয়েই শিশুর ওপর প্রভাব ফেলে। সাামজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা মূল্যবোধগুলি শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিকাশে সহায়তা করে। সাধারণত দেখা যায় যে, ব্যক্তি বৈষম্য থাকা সত্বেও একই এলাকার মানুষেরা একই ধরনের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ইত্যাদি মেনে চলে এবং সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ কিভাবে শিশুদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আচরণে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক করে তোলে।

৫.৪.৩ সংগঠন :

একদল ব্যক্তি একই উদ্দেশ্যে, একসাথে কাজ করলে তাদের একত্রে একটি সংগঠন বলা হয়। সমাজে অনেক সংগঠন আছে যারা শিক্ষার আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। বিদ্যালয়, লাইব্রেরি ইত্যাদি হল formal সংস্থার উদাহরণ। অন্যদিকে, ধর্মীয় সংস্থাসমূহ, রাষ্ট্র, ক্লাব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ হল informal সংস্থার উদাহরণ।

→ বিদ্যালয় :

যে কোনো শিশুর জন্য প্রথম প্রত্যক্ষ, সক্রিয়, আনুষ্ঠানিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল বিদ্যালয়। এখানে শিশু তার শৈশবের একটি বৃহৎ অংশ অতিবাহিত করে। প্রত্যক্ষ ও আনুষ্ঠানিক সংস্থা হওয়ার কারণে, শিশুর আচরণের পরিবর্তন বা শিক্ষালাভের বিষয়ে বিদ্যালয়ের কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পদ্ধতি আছে। শিশুর কাছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হলেন পিতামাতার বিকল্প। এই শিক্ষকরাও শিশুদের কাছে রোল মডেল। পরিণত ব্যক্তিদের দ্বারা বিভিন্ন রকম মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষকরা আচরণের পরিবর্তন ঘটান। শিক্ষার সংস্থা হওয়ার কারণে, বিদ্যালয় নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করে—

- **কর্তৃত্বের কাজ**—শিশুরা দিনের একটা বড় অংশ স্কুল কর্তৃপক্ষের অধীনে অতিবাহিত করে। এই সময় স্কুল শিশুদের অভিভাবকের কাজ করে।
- **পরিপূরকের কাজ** — জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সব অভিজ্ঞতাগুলি শিশু পরিবারের থেকে পায় না, স্কুল সেগুলি পরিপূরণ করার চেষ্টা করে।
- **সংশোধনমূলক কাজ**— অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলির থেকে প্রায় সকল অভিজ্ঞতা শিশুর পক্ষে উপযুক্ত নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে স্কুল শিশুদের অবাঞ্ছিত আচরণগুলির সংশোধন করার চেষ্টা করে।
- **প্রতিরোধমূলক কাজ**— স্কুলের পাঠক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যাতে শিশুরা অবাঞ্ছিত আচরণ করার থেকে বিরত থাকে।
- **সংরক্ষণ ও সঞ্চালনমূলক কাজ**— সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলিকে পাঠক্রমের মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং তা ভবিষ্যতের নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চালন করাও স্কুলের কাজ।
- **উদ্দীপক ও সৃজনমূলক কাজ** — বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্কুল এমন একাডেমিক ও মনো-সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করে যা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহিত করে। আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে স্কুল শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনার নমনীয়তা বৃদ্ধি করে।
- **সামাজিক কাজ**— বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্কুল শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও পরিশ্রমের মতো মূল্যবোধগুলি গঠনে স্কুল সহায়তা করে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ধারণাও স্কুলেই গঠিত হয়।
- **মুল্যায়ণমূলক কাজ** — স্কুল শেখানোর পাশাপাশি শিক্ষার মূল্যায়নও করে এবং ভবিষ্যতের সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত নির্ধারণেও প্রভাব ফেলে।
- **মানব-শক্তির প্রশিক্ষণ**—স্কুলের কাজ হল ভবিষ্যতের উপযুক্ত সুনাগরিক তৈরি করা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ ঘটানো এবং কঠিন পরিস্থিতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী দক্ষতা দান করা হল স্কুলের দায়িত্ব।

- **শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দান**— শিক্ষর্থীদের যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী উপযুক্ত বিষয় চয়নের জন্য নির্দেশনা দান করা হল স্কুলের অন্যতম কাজ। বৃত্তির ক্ষেত্রে পূর্ব-দক্ষতার বিকাশ ঘটানো স্কুলের দায়িত্ব যাতে শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং মানব সম্পদ হিসেবে দেশের উন্নয়নে সামিল হতে পারে।

সুতরাং বলা যায় যে, শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

⇉ রাষ্ট্র বা সরকার :

প্রাচীনকালে শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। পরিবারের প্রবীন সদস্যরা নবীন সদস্যদের শিক্ষার ভার নিত। এরপর মানুষরা যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকতে শুরু করল তখন গোষ্ঠীগুলির প্রবীন সদস্যরা শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত। এরপর মানুষরা যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকতে শুরু করল তখন গোষ্ঠীগুলির প্রবীন সদস্যরা শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত। ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল এবং প্রজাহিতৈষী রাজারা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য জমি ও অর্থ সাহায্য দিতেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে সমাজের ধনী ও স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিদেরও অবদান থাকত। বর্তমানে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের চিন্তাভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এটি করা হয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকগুলির সংশোধনের মাধ্যমে। (Direct control is practiced through the policies, Rules and regulations, financial assistance, affiliating agencies by way of supervision and inspection). সরকার তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করে। সরকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ওপর গবেষণার ব্যবস্থাও করে। ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা Concurrent list-এ আছে তাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ের ওপরই শিক্ষার সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব রয়েছে।

⇉ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ :

মানুষের চাহিদা ও স্বার্থে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহের উৎপত্তি হয়। এরূপ শিক্ষামূলক সংস্থাসমূহের নির্দিষ্ট রূপ থাকে। সমাজের চাহিদা অনুযায়ী এগুলি ক্লাব, ক্রীড়া সংস্থা, স্কাউট, গাইড ইত্যাদি হতে পারে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও দলবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এগুলি শিক্ষার্থীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। শিক্ষা হল জীবনব্যাপী অবিরাম প্রক্রিয়া। সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটায়, মূল্যবোধ তৈরি করে এবং সুপ্ত অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটায়। এই প্রকার সংস্থাগুলি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরেই উপকার করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তির ক্ষমতা, দক্ষতা, সামাজিক আদান-প্রদানের দক্ষতা ও সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, ত্রাণ কার্যক্রম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, রক্তদান শিবির, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অনুভূতির বিকাশ ঘটায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি।

৫.৪.৪ গণমাধ্যম :

গণমাধ্যম হল বিভিন্ন প্রকার মাধ্যম প্রযুক্তি যা গণযোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়। সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন হল প্রিন্টেড মাধ্যম, অন্যদিকে নাটক, যাত্রা ও পুতুলনাচ হল

অ-প্রিন্টেড মাধ্যম। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট যা প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক মানুসের কাছে তথ্য প্রেরনে সক্ষম। রাজনৈতিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক-সব ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমের প্রভাব রয়েছে। গণমাধ্যম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তবে, এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়রকম প্রভাবই আছে।

শিক্ষা ও বিনোদন উভয়ক্ষেত্রেই এর অবদান আছে। অতি অল্প সময়ে এর মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক মানুষের কাছে তথ্য প্রেরণ সম্ভব। প্রথাগত বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এর খরচাও কম।

প্রথাগত বিদ্যালয়ের উদ্ভব হওয়ার পূর্বে, কীর্তন, যাত্রা, কবিগান, পুতুল নাচ, লোকগীতি বা লোকনৃত্য যেমন—পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা ও ধর্মীয় শিক্ষা চর্চা চলত। এগুলি মানুষের জীবন যাত্রা ও বিনোদনের অঙ্গও ছিল। এগুলি জনগণের কাছে আকর্ষণীয় হওয়ায় এই মাধ্যমে তথ্য ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সঞ্চালন হত এবং এগুলি মানুষের চিন্তাভাবনায় প্রভাব ফেলত।

সাক্ষর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ছাপাখানার উৎপত্তির সাথে সাথে সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকল। এটি সহজলভ্য এবং এটি তৈরির খরচ কম। জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমত গঠনে এর ভূমিকা রয়েছে। অজ্ঞতা ও Social Evil-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে জনগণকে পরিচিত করে এবং updated রেখে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখে।

রেডিও, টিভি ও সিনেমা বিনোদনের সাথে সাথে শিক্ষাও প্রদান করে। নিরক্ষর ব্যক্তিরা সংবাদপত্র পড়তে না পারলেও রেডিও ব্যবহার করতে সক্ষম। একই সাথে দর্শন ও শ্রবণ করা সম্ভব বলে টিভি ও সিনেমার কার্যকারিতা রেডিওর তুলনায় অধিক। So not only the people with vision and hearing can gain benefit from it, even those deprived of these sense organs can use the other and be a part of the receiver. টিভির আলোচনা, বিতর্ক, খবর এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান জ্ঞান বিতরণে, সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও জনমত গঠনে সহায়তা করে। বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের কাছে জ্ঞান বিতরণ সম্ভব।

বর্তমানে, Internet এবং twitter, you tube, face book, whatsapp ইত্যাদির মত সামাজিক মাধ্যমগুলির দ্বারা অতি দ্রুত দ্বিমুখী আদানপ্রদান সম্ভব। এর মাধ্যমে জনগণের মতামত গ্রহণও সম্ভব অতি দ্রুত। এগুলি ভৌগলিক দূরত্ব ও সীমানার বাধার ঊর্দ্ধে। বয়স্ক শিক্ষায় এগুলি বিশেষ উপযোগী। এর মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্ফোরণ সম্ভব কারণ এটি যে কোনো বয়সের যে কোনো ব্যক্তির কাছে জ্ঞানের দরজা খুলে দিতে সক্ষম।

Information Communication Technology-এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ODL মাধ্যমে। ভারতের IGNOU ও NIOS-এর মত সংস্থাগুলি রেডিও টিভি ও অনলাইন অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ করে। NCERT-এর অধীন Central Institute of Educational Technology-এর উদ্দেশ্য হল স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় কিভাবে বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করা। বর্তমানে এই সংস্থা গ্রাম্য এলাকায় INSAT-এর মাধ্যমে শিক্ষা পৌঁছানোর আকর্ষণীয় পদ্ধতি উদ্ভাবনে ব্যস্ত রয়েছে। এটি E.T.V-এর দ্বারা INSAT-এর মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানসমূহের

সম্প্রচার করে। IGNOU-এর Electronic Media Production Centre, Audio-video উপকরণ তৈরি করে Teleconferencing এবং দ্বিমুখী রেডিও কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে সম্প্রচার করে।

- **মিডিয়ার সরঞ্জাম**—

মিডিয়ার সরঞ্জামসমূহ (নাসির, ২০১৩) নিম্নরূপ—

→ সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন :

শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, নোটিশ, চিকিৎসা, ব্যবসা, প্রশাসন সহ বিভিন্ন বিষয়ের খবর থাকে সংবাদপত্রে। সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন বিভিন্ন রকম হয় এবং বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করে। ইন্টারনেট ব্যবহারে অক্ষম ব্যক্তিরা এগুলির মাধ্যমে তথ্যলাভ করে।

→ টিভি :

বর্তমানে টিভি হল বিনোদনের প্রধান উৎস। টিভিতে বিভিন্ন চলচ্চিত্র, সিরিয়াল ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা, সম্পর্ক, সামাজিক আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে জনগণ সমাজের সামনে নিজেদের উপস্থাপন করতে শেখে।

→ রেডিও :

রেডিও হল ইলেকট্রনিক শ্রবণযোগ্য গণমাধ্যম। এটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেশ কয়েকটি খবরের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

→ ইন্টারনেট :

ইন্টারনেট সমগ্র বিশ্বের মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। যেকোনো সময় যেকোনো ব্যক্তি-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। পন্য ও পরিষেবার ক্রয় ও বিক্রয়ও করা যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। দৈনন্দিন জীবনের সবরকম কার্য সম্পাদনে প্রভাব ফেলেছে ইন্টারনেট।

→ বিজ্ঞাপন :

বিজ্ঞাপন হল এমন এক প্রকার গনমাধ্যম যার উদ্দেশ্য হল জনগনকে বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার বিষয়ে অবগত করা এবং সচেতন করা। টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে জনগণের কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

গণমাধ্যমের গুরুত্ব :

১. অল্প সময়ে জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

২. বিশ্বের কোনায় কোনায় কি ঘটছে জনগনের কাছে তার বিস্তৃত বিবরণ তুলে দেওয়া।

৩. গণমাধ্যম সারা বিশ্বের মানুষকে একটি ক্লাসরুমে নিয়ে আসতে পারে। যেমন, শিশুরা টিভির মাধ্যমে অনেক বিষয় দেখে, শোনে এবং আয়ত্ব করে।

৪. গণমাধ্যমের তথ্য বহু মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব, বারংবার ব্যবহার সম্ভব, কোন বিষয়ের প্রতি মনোভাব গঠন সম্ভব, কার্যকরণ সম্পর্ক দেখানো এবং মানুষের মধ্যে প্রেষণা জাগানো সম্ভব।

৫. এটি দুর্গম স্থানে তথ্য প্রেরণ করে দূরশিক্ষণে সহায়তা করে।

৬. এটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, উপযুক্ত মূল্যবোধ গঠন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হতে সহায়তা করে।

৭. গনমাধ্যম সামাজিক পরিবর্তনের সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

৮. এর মাধ্যমে দলের সক্রিয় (Dynamic) এবং আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগকে উৎসাহ যোগানো সম্ভব।

৯. গনমাধ্যম সহজ ও প্রাণবন্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিশুদের ধারণাগুলিকে স্বচ্ছ করে সম্যক জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে।

১০. এটি সুসংহত নির্দেশের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে আগ্রহকে উদ্দীপিত করে এবং কৌতূহল বৃদ্ধি করে।

৫.৫ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সমূহ :

অতীতে শিক্ষার অর্থ ছিল জ্ঞানের সঞ্চালন যা শিশুর তুলনায় সমাজের বয়স্কদের বেশি গুরুত্ব দিত। শিশুর চাহিদা আগ্রহ ও ক্ষমতা বিবেচনা করা হত না। মাত্র কয়েক দশক ধরে বহু শিক্ষাবিদের অগনিত প্রচেষ্টার পর শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে শিশু। শিশু কেন্দ্রিকতার অর্থ হল, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পাঠক্রমের সংগঠন, পদ্ধতি, শিক্ষাদানের কৌশল, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা প্রতিটি শিশুর শারীরিক সক্ষমতা, বৌদ্ধিক ক্ষমতা, প্রাক্ষোভিক অবস্থা, আর্থসামাজিক পরিবেশ, আগ্রহ ও যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে হবে যা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে নিশ্চিত করবে।

ফরাসি বিপ্লবের রূপকার জে. জে. রুশো শিক্ষাকে সবরকম অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি শিক্ষার প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলির বিরোধিতা করেন এবং শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষা অর্থাৎ শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, সক্ষমতা, শারীরিক ও মানসিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত শিক্ষার ওপর জোর দেন।

পেস্তালৎসি রুশোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব দেন অর্থাৎ শিশুর আগ্রহ, যোগ্যতা ও প্রবনতাকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। সুতরাং তিনিও শিশুকেই শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখেন এবং রুশোর মতো তিনিও শিশুর অন্তর্নিহিত গুণের ওপর আস্থাশীল ছিলেন।

ফ্রয়বেলের কিন্ডারগার্টেন (যার অর্থ শিশুর বাগান) ব্যবস্থার নামটি শুনেই বোঝা যায় যে এমন শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে শিশুর ওপর। ফ্রয়বেলের মতে শিক্ষা হল আত্ম-বিকাশের প্রক্রিয়া অর্থাৎ শিক্ষা হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মোচনের প্রক্রিয়া।

ম্যাডাম মন্টেসরি নির্দেশনার স্বতন্ত্রীকরণের প্রবর্তন করেন। তার মতে শিশুদের শরীর এবং মন অত্যন্ত সংবেদনশীল তাই যত্ন সহকারে শিশুদের সাথে আচরণ করতে হয়। তিনি শিশুদের, দলের মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের আনন্দদায়ক ও স্বাধীন পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে শিশুদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

একইভাবে আমেরিকার pragmatist John Dewey শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন। তার মতে, অভিজ্ঞতার পূনর্গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের প্রক্রিয়াই হল শিক্ষা এবং এটি ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অবশ্যই কল্যাণকর হতে হবে।

ভারতীয় শিক্ষাবিদরা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধী সহ সকল আধুনিক শিক্ষাবিদরা শিশু কেন্দ্রিকতার সমর্থন করেছেন নিজ নিজ উপায়ে। বর্তমানের স্লোগান হচ্ছে 'শিশুর জন্য শিক্ষা, শিক্ষার জন্য শিশু নয়'।

৫.৫.১ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :

শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার পরিকল্পনায় শিশুর মন, শরীর ও আত্মার প্রতিফলন থাকবে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. **শিশুর মর্যাদা** — সব শিশু এক নয় তাই প্রত্যেকটি শিশুর ব্যক্তি-বৈষম্যকে গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দিতে হবে। শিক্ষার আঙ্গিকে প্রতিটি শিশুর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরাই হল শিশু কেন্দ্রিকতার অন্যতম লক্ষ্য।

২. **অন্তর্ভুক্তি বা বৈষম্যহীনতা** — বর্ণ, ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে কোনো শিশুর সাথে কোনো রকম বৈষম্য মূলক আচরণ করা যাবে না।

৩. **স্বাধীনতা** — স্বাধীনতামূলক শৃঙ্খলাবদ্ধতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বই থেকে তথ্য আহরণ করার পরিবর্তে নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে তথ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে শিখনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়।

৪. **সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও স্ব-ক্রিয়াকলাপ**— শিশু কেন্দ্রিকতার লক্ষ্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং এটি সম্ভব হয় যখন শিশুদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শেখার অনুমতি দেওয়া হয়। এমন শিক্ষা শিশুর মনে স্থায়ী হয়। তাই পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয়গুলি অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং শিশুর চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে। শিক্ষণ শৈলী এবং শিক্ষণ কৌশল এমন হতে হবে যা শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশের সহায়ক হবে।

৫. **আগ্রহ ও চাহিদার বিকাশ** — শিশুর শিক্ষা তার আগ্রহ ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে। শিশুর শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ শিশু কেন্দ্রিকতার মূল লক্ষ্য।

৬. **শিশুর মর্যাদা** — শিশুর শিক্ষা তার আগ্রহ ও চাহিদরা ওপর নির্ভর করে। শিশুর শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ শিশু কেন্দ্রিকতার মূল লক্ষ্য।

৭. **স্ব-ক্রিয়াকলাপ** — শিশুকে নিজস্ব ক্রিয়াকলাপে উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে ফ্রয়েবেল নাটক, খেলা, গান ও পেশা ডিজাইন করেন। তার মতে, শিশুর আত্মবিকাশ ও স্ব-ক্রিয়াকলাপ শিশুর নিজের আগ্রহ থেকে উৎপন্ন হওয়া উচিত।

৮. **আগ্রহ ও চাহিদার বিকাশ** — শিশুর শিক্ষা তার আগ্রহ ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে। শিশুর শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ শিশু কেন্দ্রিকতার মূল লক্ষ্য।

⇉ শিশু কেন্দ্রিকতার নীতিসমূহ :

শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন আকারে বিদ্যমান। শিশু কেন্দ্রিকতার নীতিসমূহ নিম্নরূপ :

১. **শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ :** শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল নীতি হল শিশুর নিজস্ব চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতার সর্বোত্তম বিকাশকে নিশ্চিত করা।

২. **শিশুদের চাহিদার ওপর অভিমুখীকরণ :** শিক্ষকদের শিশু-মনস্তত্ব বোঝা উচিত এবং শিশুর চাহিদা ও মনোভাব অনুযায়ী তাকে গাইড করা উচিত। শিশুর থেকে শিশুর মতোই আচরণ আশা করা উচিত, ক্ষুদ্র প্রাপ্তবয়স্কদের মতো নয়।

৩. **সক্রিয় স্ব-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা :** একটি শিশুকে অবশ্যই স্ব-ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিখতে হবে। সুতরাং শিশুদের শিখন কার্যাবলীসমূহ সম্পন্ন করার মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

৪. **উত্তমভাবে পরিকল্পিত শিক্ষণ পরিবেশ :** শেখার পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যেখানে শিশুরা নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজের দক্ষতার বিকাশ করতে পারে। শিখন ক্রিয়াকলাপ, ক্রীড়া, লাইব্রেরি, শিখন উপাদানসমূহ এই উদ্দেশ্য বিবেচনা করেই পরিকল্পনা করা উচিত।

৫. **পদ্ধতি ও লক্ষ্য হিসাবে সামাজিক শিক্ষা :** সমবায় পরিকল্পনা, দলগত কাজ, আলোচনা সভা, ছাত্র পরিষদের মত সামাজিক, শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

৬. **মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে গুরুত্ব :** শিশু কেন্দ্রিকতার সমস্ত পর্যায়ে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রেষণা, আগ্রহ, উত্তম শিক্ষণ অভ্যাসের জন্য পুরস্কার করা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৭. **সহায়ক স্কুল সম্প্রদায় :** স্কুল প্রশাসক, শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকগণ, সকলে সম্মানজনক, পেশাদার এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উপায়ে একসাথে কাজ করে এবং একটি সহায়ক স্কুল সম্প্রদায় গঠন করে যেখানে শিক্ষকরা স্কুল কার্যক্রমে অভিভাবকদের সহযোগিতা করে এবং অন্তর্ভুক্ত করে।

৫.৫.২ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার তাৎপর্য

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে বিভিন্ন দিক থেকে সমর্থন করা হয়েছে, যেমন—দর্শন, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। দর্শন নিজস্ব উপায়ে শিশুকেন্দ্রিকতাকে সমর্থন করে। আদর্শবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, শিশুদের সহজাত মঙ্গলময় দিক আছে যা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পায়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বাইরে থেকে কোনো হস্তক্ষেপের অনুমতি না দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সহজাত মঙ্গলময় দিকের বিকাশ ঘটাতে চায়। প্রকৃতিবাদ বিশ্বাস করে যে শিশুরা প্রাকৃতিক দান পেয়েছে যার বিকাশ প্রাকৃতিকভাবেই সম্ভব। সেটা শুধুমাত্র শিশুকেন্দ্রিক ক্ষেত্রেই সম্ভব। বাস্তববাদীরা বিশ্বাস করেন যে কিছুই ধ্রুব এবং চিরন্তন নয়। তাই প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের দ্বরা প্রস্তুত করা তথ্য ভবিষ্যতে শিশুর জন্য কোন কাজে নাও লাগতে পারে। একজন

ব্যক্তি তার জীবনে তার দ্বারা সংগৃহীত অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ শেখে। শিশুকেন্দ্রিকতা অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাকে সমর্থন করে। এই শিক্ষা শিশুকে তার মৌলিক ক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রয়োজন এবং আগ্রহ অনুযায়ী অভিজ্ঞতা পুনর্গঠন করতে সাহায্য করে।

মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি বৈষম্যে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ প্রতিটি শিশুর সহজাত প্রবৃত্তির, আবেগ, তাগিদ, যোগ্যতা, ক্ষমতা, আগ্রহ এবং প্রবণতার পার্থক্য আছে। তাই একটি অভিন্ন শিক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রতিটি শিশুর চাহিদা পূরণ করতে পারে না কারণ প্রতিটি শিশু অনন্য। শিশুকেন্দ্রিকতা শিশুর স্বতন্ত্র চাহিদা এবং স্ব-বিকাশের জন্য স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। এইভাবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জোরালো সমর্থন করা হয় মনোবিজ্ঞানের দ্বারা। সমাজবিজ্ঞান অর্থাৎ সমাজের অধ্যয়ন, একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিকতাকে ন্যায্যতা দেয়। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য সমাজের সাথে একজনের সফল সমন্বয় নিশ্চিত করা। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে অভিযোজন অভিজ্ঞতা পুনর্গঠনের মাধ্যমে স্ব-শিক্ষা এবং Self-Adjustment-এর মাধ্যমে হয়।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে শিশুকেন্দ্রিকতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

৫.৬ সারসংক্ষেপ

শিক্ষার বহুবিধ প্রয়োগ এবং তাৎপর্য থেকে শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়া এবং একটি পণ্য উভয় হিসাবে অনুধাবন করা যায়। এটি উভয়ের সাথে সম্পর্কিত—ধারাবাহিক শিক্ষণ অভিজ্ঞতা যা একজন ব্যক্তি একটি শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার সময় শেখে এবং শিক্ষণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে ব্যক্তি কী হয়েছে বা অর্জন করেছে।

একজন ব্যক্তি তার জীবনকালে যে শিক্ষার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায় তার পরিমাণ অসংখ্য এবং প্রকৃতিতে বহুবিধ। এগুলিকে শুধুমাত্র একটি উৎসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি শেখে এবং বৃদ্ধি পায় এবং নিজেকে শিক্ষিত করে। এই ইউনিটে আপনি শিক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সাথে পরিচিত হয়েছেন যেমন—পরিবার, সমাজ, সংস্থা, গণমাধ্যম ইত্যাদি। একজন ব্যক্তির শিক্ষায় এই সংস্থাগুলির ভূমিকা অপরিসীম কারণ তারা ব্যক্তিকে তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রভাবিত করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে তা হল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, এর বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য। বর্তমান সময়ে এডুকেশনাল স্টাডিজ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আলোচনা ছাড়া অপর্যাপ্ত থেকে যায়। একটি বিষয়ক্ষেত্র হিসাবে শিক্ষাগত অধ্যয়ন পদ্ধতিতে এর প্রভাব ও বিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক অতীত আছে। এই ইউনিটে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং বর্তমান সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৭ স্ব-মূল্যায়ণের প্রশ্নাবলী

১. পরিবার কীভাবে শিক্ষার সংস্থা হিসেবে কাজ করে?

২. শিক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা লিখুন?

৩. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

৪. শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়া এবং পণ্য হিসাবে সমর্থন করুন।

৫. শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

৫.৮ তথ্যসূত্র

- Bhatia, K, and Bhatia, B.D., Theory and Principles of Education, 7th edn., Doaba House Pub., Delhi, 1989.
- Dash, B.N. (2010). A New Approach to teacher and education in the emerging Indian Society, Neelkamal Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
- IGNOU (2000). Education in the Indian Societal Context, ES-334: Education and Society, IGNOU (published in 2000, reprint 2008), New Delhi: IGNOU.
- Ottaway, A.K.C. (1980). Education and Society An Introduction to the Sociology of Education. New York: The Humanities Press.
- Heidgerken, Loretta, E., (1965),.Teaching and Learning in Schools of Nursing, 3rd edn., J.B. Lippincott Company, Philadelphia,.
- Nair, S.R., (1988),. Foundations of Education, Poorna Publications, Calicut.
- Rai, B.C., (1990),. Theory of Education - Sociological Bases of Ehcation, Prakashan Kendra, Sitapur, Lucknow.
- Taneja, V, (1985). Educational Thought and Practice. 8th edn., Sterling Publications, New Delhi.

একক ৬ ❐ জ্ঞান বিকাশের শিক্ষা

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ ভূমিকা

৬.৩ জ্ঞান বিকাশের শিক্ষা

৬.৪ শিক্ষা ও সংস্কৃতি

৬.৫ একবিংশ শতকের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন

৬.৬ সারসংক্ষেপ

৬.৭ স্ব-মূল্যায়ণের প্রশ্নাবলী

৬.৮ উল্লেখ

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে বুঝতে পারবে।
- শিক্ষা ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে জানতে পারবে।
- একবিংশ শতকের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে পারবে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ সম্পর্কে (মুখ্য পরামর্শ) জানতে পারবে।

৬.২ ভূমিকা

জ্ঞান বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা ও কাজ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে 'জ্ঞান' এর সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন।

একটি মানুষের অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত তথ্য, সত্য ও দক্ষতাকেই 'জ্ঞান' বলে। এটি কোনো একটি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বোঝাপড়াকেও নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, আবিষ্কার বা শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির দ্বারা সত্য, তথ্য, বর্ণনা বা দক্ষতার অর্জিত পরিচিতি, সচেতনতা অথবা বোধগম্যতাকেই শিক্ষা বলে। এই এককের আলোচ্য বিষয় বস্তুটি হল—

- জ্ঞান বিকাশের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা।
- একবিংশ শতকের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনঃ শিক্ষার চারটি স্তম্ভ সম্পর্কে মুখ্য পরামর্শ প্রভৃতি

৬.৩ জ্ঞান বিকাশের শিক্ষা

দার্শনিক প্লেটো 'জ্ঞান'-এর সংজ্ঞা হিসাবে বলেছিলেন, "Justified true belief is knowledge"; তাহলে বলা যেতে পারে যে, পাঠক্রম থেকে অর্জিত তথ্যসমূহ, পাঠক্রম ও সহপাঠক্রম থেকে গঠিত দক্ষতাসমূহ—এসবই সামগ্রিকভাবে জ্ঞানকে বিকশিত করে।

জ্ঞান এর চারটি প্রধান প্রমাণ উৎস আছে—ধারণা, স্মৃতি, চেতনা ও কারণ। প্রধান উৎস হিসাবে 'স্মৃতি' সংরক্ষিত ভূমিকা পালন করে, যা উৎপাদনী ভূমিকার থেকে বেশি। এটি ন্যায্যতা প্রমাণের উৎস হিসাবেও সাহায্য করে। 'ধারণা' হল সংবেদনশক্তিকে অর্থ প্রদান করা। এই অর্থ স্মৃতিতে সংরক্ষিত পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেওয়া হয়।

শিক্ষা হল আচরণের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন হল জ্ঞান-এর ফল। নতুন জ্ঞান-এর অর্জন-এর ক্ষেত্রেও শিক্ষার ভূমিকা বর্তমান। শিক্ষার অন্যতম প্রধান কাজ যা প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক বা উপপ্রাতিষ্ঠানিকও হতে পারে। (এই ক্ষেত্রে জ্ঞান-এর অর্জন সৃষ্টি ও প্রেরণ)। প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রথাগত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কাজ ও লক্ষ্য হল জ্ঞান-এর সংরক্ষণ ও প্রেরণ। এক্ষেত্রে এটি ৩ টি নির্দিষ্ট কাজকে সম্পন্ন করে, যেমন—

১. এটি জ্ঞান-এর অসীম ক্ষেত্র থেকে নির্বাচন করে ও জ্ঞানোপযোগী বিষয়গুলিকে বেঁধে রাখে।

২. এটি নিমিত্ত ও সম্পদ যার দ্বারা বিষয়গুলি বোঝা ও জানা যায়, তাদের জোগান দেয় এবং

৩. এটি জ্ঞানার্জনের সফলতা নিশ্চিত করতে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক দক্ষতাকে কাজে লাগায়।

জ্ঞানপ্রেরণ ও জ্ঞানার্জনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে, সত্য স্থাপনে ও পৃথিবীর তথ্যস্থাপনে শিক্ষার নিরপেক্ষ ও উদ্দেশ্যমূলক হওয়া উচিৎ। ধারণা গঠন-এর নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃহত্তরভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় (যা স্থানিক ও সময়গতভাবে ঘটে) সম্পন্ন হয়। প্রাচীন যুগ থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদরা জ্ঞানকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করেছেন। সক্রেটিস বলেছিলেন, "Knowledge is Power" প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিদ বা ঋষিদের মতে, মানুষের তৃতীয় চক্ষু হল জ্ঞান। জ্ঞান মানসিকভাবে ও বিষয়গতভাবে সাহায্য করে।

পাঠক্রম ও সহপাঠক্রমের মাধ্যমে প্রথাগত শিক্ষা জ্ঞানকে সংরক্ষণ, প্রেরণ ও উন্নত করে। পাঠক্রমের লেনদেনের মাধ্যমে বিষয়ের প্রতি গভীর বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায়, ফলত জ্ঞান সংগৃহিত হয়। দক্ষতা গঠনের ক্ষেত্রেও জ্ঞান সাহায্য করে। জ্ঞানের মাধ্যমে একটি মানুষ কর্মঠ হয়ে ওঠে। তাই, জ্ঞান সবরকম সঠিক কাজের জন্য অপরিহার্য ও ক্ষমতা, আনন্দ প্রভৃতির উৎস।

এখন, প্রশ্ন হল, শিক্ষা কিভাবে নতুন জ্ঞানবিকাশে সহায়তা করে? তথ্যসংগ্রহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তত্ত্ব ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। ধারণা ও যুক্তি বিচারের মাধ্যমে ঘটমান বিষয়ের সংগঠন সম্পর্কে সাধারণ কয়েকটি সূত্র বা সম্পর্ক বোঝা যায়। শিক্ষা কারণসহ চিন্তার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এটি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ন্যায়িকভাবে ও প্রস্তাবনামূলকভাবে চিন্তা করতে সাহায্যও করে। জিনগতভাবে ও পরিবেশগত দিক দিয়ে প্রতিটি মানুষ ভিন্ন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজস্বভাবে প্রতিটি মানুষ শেখে ও নতুন জ্ঞান তৈরি হয়।

৬.৪ শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষা, মনস্তত্ত্ববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে ব্যবহৃত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল "সংস্কৃতি"। মানবসমাজের অধ্যয়ন অবিলম্বে ও অপরিহার্যভাবে আর সংস্কৃতির অধ্যয়নের দিকে চালনা করে। কোনো সমাজের সংস্কৃতিকে না বুঝতে পারলে, তার অধ্যয়ন পূর্ণ হয় না। এর কারণই হল যে—সংস্কৃতি ও সমাজ একসাথে অবস্থান করে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে তা অবিচ্ছিন্ন।

→ সংস্কৃতির অর্থ :

ল্যাটিন 'Culture' শব্দটি 'Colo' নামক ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ—'তত্ত্বাবধান করা', "লক্ষ্যে চালিত হওয়া" ও "কর্ষণ করা" (টাকার, ১৯৩১), 'colo'-এর অন্য একটি সম্ভাব্য অর্ত হল স্বভাব উদ্দীপনা। এক্ষেত্রে মানবস্বভাবের গঠন বোঝানো হয়। এর সাথে, ল্যাটিন বিশেষ্য 'Culture' শিক্ষা ও পরিমার্জনার দিককেও নির্দেশিত করে। 'Culture' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ একেবারেই বিতর্কিত নয়। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে তা অনেকাংশে জটিল 'Culture' বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা খুব সাধারণ থেকে জটিল সবরকম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জটিল সংজ্ঞা হল— রো বোর পারসনস্ এর মতে, "transmitted and created content and patterns of values, ideas and other symbolic meaningful systems as factors in the shaping of human behaviour". (1958, P.583) একটি অপেক্ষাকৃত সহজ বোধগম্য সংজ্ঞা যা হোয়াইট প্রস্তাব করেছিলেন তা হল—

"By culture we mean an extra somatic, temporal continuum of things and events dependent upon symbols" (1959/2--7. P.)

"Culture is ordinary : That is the first fact. Every human society has its own shape, its own purposes, its own meanings. Every human society expresses these, in institutions, and in arts and learning. The making of a society is the finding of common meanings and directions, and its growth is an active debate and amendment under the pressures of experience, contact and discovery, writing themselves into the land. The growing ... is there, yet it is also made and remade in every individual mind. The making of a mind is, first the slow learning of shapes, purposes and meanings so that work, observation and communication are possible. Then, second, but equal in importance, is the testing of these in experience, the making of new observation and meanings, which are offered and tested. These are the ordinary processes of human societies and human minds, and we see through them the nature of a culture : that it is always both traditional and creative; that it is both the most ordinary common meanings and the finest individual meanings. We use the word culture in these two senses : to mean a whole way of life–the common meanings; to mean the arts and learning–the special processes of discovery and creative effort. Some writers reserve the word for one or other of these senses; we may insist on both, and on the significance of their conjunction. The question I ask about our culture are questions about deep personal meanings. Culture is ordinary, in every society and in every mind."

→ সংস্কৃতি (Culture)-এর সংজ্ঞা :

এডওয়ার্ড বারনেট টেলর তার 'Primitive Culture' বইটিতে বলেছেন, 'Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, cultom and any other capabilities and habits acquined by man as a member of society. (১৮৭১)

গির্ট হফস্টেড-এর মতে— "Culture is the collective programming of the human mind that distincguishes the members of one human group from those of another. Culture in this sense is a system of collectively hold values."

এজার স্কেইন-এর মতে "Culture is the deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by members of an organisation, that operate unconciously and define in a basic 'taken for granted' fashion an organisation's view of its self and its environment."

Damen. L. (1987). Culture learning : The fifth Dimension of the Language Classroom Reading, MA : Addison–Wesley এর মতানুসারে—

'Culture : learned and shared human patterns or models for living; day to day living patterns, these patterns and models pervade all aspects of human social interaction. Culture is mankind's primary adoptive mechannism". (P. 367)

জে. পি.লেডারকাচ (১৯৯৫)-এর মতে— "Culture is the shoved knowledge and schemes created by a set of people for perceiving, interpriting, expressing and responding to the social realities aroundthem." (P.9)

আর লিনটন-এর মতানুসারে "A Culture is a configuration of learned behaviours and results of behaviours whose elements are shared and transmitted by the members of a particular society". (P.32)

টি. পারসন (১৯৪৯)-এর মতে, "Culture...consists in those patterns relative to bahaviour and the products relative to behaviour and the products of human action which may be inherited, that is, passed on from generation to generation independently of the biological genes." (P.8)

জে. উসিম ও আর. উসিম-এর মতানুসারে, "Culture has been defined in a number of ways, but most simply, as the learned and shared behaviour of a community of interacting human beings." (P.169)

→ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. **উপলব্ধ স্বভাব :** সব স্বভাব উপলব্ধি থেকে গৃহীত হয় না, তবে বেশিরভাগ স্বভাবই উপলব্ধ, যেমন—চুল আঁচড়ানো, লাইনে দাঁড়ানো, মজা করা, প্রধানকে সমালোচিত করা ইত্যাদি স্বভাবগুলি শিখতে হয়।

অনেকসময়, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত শিক্ষা, শিক্ষা-পদ্ধতিকে বুঝতে ব্যবহৃত হয়। যেমন—একটি শিশু

অত্যাচারী বাবা বা মা কে কিভাবে পরিত্যাগ করবে, তা পনেরো বছর বাদে শিশুটির অন্যদের সাথে সম্পর্ক গঠনে প্রভাব ফেলে।

২. **সংস্কৃতির বিমূর্তরূপ :** সমাজের সদস্যদের মনে অথবা স্বভাবের মধ্যে সংস্কৃতি বর্তমান। কাজ করা বা চিন্তার সাধারণ দিকগুলিকেই সংস্কৃতি বলে। সাংস্কৃতিক স্বভাব বা আচরণের লক্ষ্যমাত্রা— মানুষের প্রাত্যহিক কাজগুলি ও তার কারণগুলির ওপর নির্ভর করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, মানুষের পরিলক্ষিত আচরণসমূহ যা প্রাত্যহিক, আদর্শরূপে গঠিত—তাকেই সংস্কৃতি বলে।

৩. **উপলব্ধ আচরণের আদর্শই হল সংস্কৃতি :** সংস্কৃতির সংজ্ঞা থেকেই জানা যায় যে, উপলব্ধ স্বভাবগুলি আদর্শগত। প্রতিটি মানুষের আচরণ অপর কোনো মানুষের আচরণের উপর প্রায়শই নির্ভর করে।

৪. **আচরণগত ফলাফল হল সংস্কৃতি :** সাংস্কৃতিক শিক্ষণগুলি হল আচরণগত ফলাফল। একটি মানুষ যেভাবে আচরণ করে, তার মধ্যে সেভাবে পরিবর্তন আসে ও পূর্ববর্তী স্বভাবের বিকাশ ঘটে, যেমন— সাঁতার শেখা, ঘৃণা অনুভব করণ, সহানুভূতি জানানো ইত্যাদি।

বলা যায় যে, মানুষের স্বভাব বা আচরণ অন্য আচরণগুলির ফলাফল। অন্য মানুষদের অভিজ্ঞতা তার উপর প্রভাব ফেলে এবং যত বয়স বাড়ে, তত তার পূর্ব আচরণগুলি পরিবর্তিত হয়ে নতুন স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়।

৫. **সংস্কৃতি মনোভাব, মূল্যবোধ ও জ্ঞান নিয়ে গঠিত :** কোনো ধারণা, মনোভাব, দিক প্রভৃতি কারোর 'নিজস্ব' হয় না। নিজস্ব স্বভাব, ধারণা ও মনোভাবকে অতিরিক্ত অনুমান করা সহজ। যখন ধারণা সমান হয়, তখন এই সদৃশ লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু যখন মতপার্থক্য হয়, তখন বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। সাংস্কৃতিক মতপার্থক্যের উদাহরণ হল— খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে ক্যাথোলিক ও প্রোটেস্টান্ট অনুগামীরা।

৬. **পার্থিব বিষয়বস্তু নিয়ে সংস্কৃতি গঠিত :** মানুষের আচরণগত ফলাফল হল বিষয়বস্তুর উৎপত্তি। এগুলি ব্যবহারের সময় সে আচরণ করে এবং তা গঠন করতে মানুষ বহু যুগ ধরে দক্ষতা তৈরি ও তার বিকাশ ঘটিয়েছে। যদিও এটি বলা যেতে পারে যে, মানুষ কোনো কিছুই নিজে থেকে উৎপন্ন করেনি, তাঁর উপাদান পূর্বেই উপস্থিত ছিল, যেমন—গাছের কাঠ পূর্বেই উপস্থিত ছিল—এটি মানুষ উৎপন্ন করেনি; কিন্তু গাছের কাঠ থেকে চেয়ার তৈরি করেছে যা শুধু কাঠ থেকে বেশি কার্যকরী।

৭. **সমাজের সদস্যরা সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় :** শিক্ষিত আচরণগুলির আদর্শ ও তাদের ফলাফল এক বা কিছু মানুষের জন্য শুধু না—তা সমগ্র জনসংখ্যা বা জনগোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত হয়। যেমন—লক্ষাধিক মানুষ বাংলা ভাষা ব্যবহার করে বা গাড়ি ব্যবহার করে।

কিছু মানুষ সংস্কৃতির কিছু অংশ অসমানভাবে ভাগ করে নেয়। যেমন—খ্রিস্টান ধর্ম বিভিন্ন দেশের মানুষেরা বিভিন্ন ভাবাবেগে নিয়ে পালন করে।

৮. **সংস্কৃতি অতিসাংগঠনিক ও জৈবিক :** সংস্কৃতিকে অনেকসময় অতিজৈবিক বলা হয়। এটি নির্দেশ করে যে প্রকৃতির থেকে সংস্কৃতি বড়ো। অতিজৈবিক ও সাংগঠনিক কথাটি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা হলে, তবেই কার্যকরী।

একটি ভৌত বিষয় বা বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন আলাদা সাংস্কৃতিক বিষয় ও বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে গঠিত হতে পারে। যেমন—এক উদ্ভিদবিদ-এর কাছে গাছ এর অর্থ বৈজ্ঞানিকভাবে যা, সাংস্কৃতিকভাবে সেই গাছ কেউ ছায়ার জন্য, কেউ চাষের জন্য, কেউ ফল সংগ্রহের জন্য। নাম খোদাই ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ আলাদা।

৯. **সংস্কৃতি ব্যপ্তিশীল :** সংস্কৃতি ব্যাপ্তিশীল যা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে জড়িত। সংস্কৃতির ব্যাপ্তি দুইভাবে প্রযুক্ত হয়। প্রথমত, সংস্কৃতি এক অবিতর্কিত প্রসঙ্গ প্রদান করে যার মধ্যে একটি মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। মানসিক ক্রিয়ার পাশাপাশি সম্পর্কঘটিত ক্রিয়া ও সাংস্কৃতিক রীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক ক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সংস্কৃতির ব্যাপি প্রসারিত।

১০. **জীবনধারণের পথ হিসাবে সংস্কৃতি :** সংস্কৃতি বলতে সাধারণভাবে মানুষের “জীবনধারণের উপায়” বা তাদের “জীবনধারণের ধরন” বোঝায়। কেলি নিজের ভাষায় বলেছেন, “A culture is a historically derived system of explicit and implicit designs for living, which tends to be shovied by all or specially designed members of a group.” সুস্পষ্ট সংস্কৃতি বলতে নির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট পরিলক্ষিত শব্দ ও তার কাজের সাদৃশ্যকে বোঝায়। যেমন—কৈশোর সংস্কৃতির আচরণগুলি পোশাক, ধারণা, স্বভাব প্রভৃতি সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়। অস্পষ্ট সংস্কৃতি কেবল বিমূর্তরূপে উপস্থিত।

১১. **সংস্কৃতি হল মানবফল :** সংস্কৃতি কোনোপ্রকার বল নয়, যা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে বা মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়। অচেতনভাবে সংস্কৃতিকে জীবনের সাথে অলংকৃত করা দ্বন্দ্ব দেওয়া যায়, যার ফলে এটিকে একটি বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পারস্পরিক মেলামেশায় সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় এবং সংস্কৃতির অস্তিত্ব সামাজিক দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে।

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি নিজে থেকে কিছু করে না। এটি মানুষের সামাজিক আচরণের ফলপ্রসু।

১২. **সংস্কৃতি হল আদর্শবাদী :** সংস্কৃতি একটি গোষ্ঠীর ধারণা ও রীতিকে নিয়ে গঠিত। এটি বুদ্ধিমত্তা, শৈল্পিক ও সামাজিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত যা সমাজের সদস্যরা পালন করে ও অনুসরণ করে।

১৩. **সমাজের সদস্যদের মধ্যে সংস্কৃতির প্রেরণ ঘটে :** এক মানুষ থেকে অপার মানুষ সাংস্কৃতিক ধরণগুলি শেখে। বেশিরভাগই গুরুজন, শিক্ষক, বাবা-মা, অন্যান্য মানুষের থেকে পরিচালিত হয়। সংস্কৃতির কিছু প্রেরণ সমবয়সিদের মাধ্যমেও ঘটে।

যেমন—পোশাক, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বর্তমান সমসাশ্রয়ী মন্ত্র। কোনো আচরণ পদ্ধতি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জন করে না। আচরণপদ্ধতি শেখা হয়। শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির বেশিরভাগই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অচেতন, অনিচ্ছাকৃত ও আকস্মিকভাবে ঘটে।

১৪. **সংস্কৃতি ক্রমাগত প্রতিরোধমূলক :** সংস্কৃতির অতি মৌলিক ও অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য হল—অসমাপ্ত পরিবর্তনের তথ্য। কিছু সমাজের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ধীরে পরিবর্তন হয় এবং মনে হয় যে অন্য সমাজের ক্ষেত্রে তা অপরিবর্তনশীল। কিন্তু, সবক্ষেত্রেই সব সমাজ পরিবর্তনশীল।

১৫. **জীবনধারণের পথ হিসাবে সংস্কৃতি :** সংস্কৃতি বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন গোষ্ঠীভেদে বিভিন্ন হয়। এজন্যই, ভারত বা ইংল্যান্ডের সংস্কৃতি বলা হয়। অপরদিকে, একই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও সংস্কৃতি আলাদা হয়। এই সংস্কৃতির মধ্যে উপসংস্কৃতি বর্তমান। এবং সাধারণ সংস্কৃতির অন্তর্গত কয়েকটি ধারণার সমষ্টি যা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাকেই উপসংস্কৃতি বলে।

১৬. **সংস্কৃতি হল এক সমন্বিত ধারা :** সংস্কৃতি একটি ধারা বা আদেশ নিয়ে গঠিত। এর বহুদিকগুলি একে অপরের সাথে সমন্বিত হয়ে সংস্কৃতি গঠন করে।

১৭. **ভাষাই সংস্কৃতির মুখ্য বাহন :** মানুষ বর্তমানের পাশাপাশি অতীত ও ভবিষ্যৎ এও বাঁচে। সে এটি করতে পারে কারণ সে অন্যের সাথে কথা বলতে পারে, নিজের প্রজ্ঞা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দান করতে পারে—এসবই ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এক গোষ্ঠী বা উপসংস্কৃতির মানুষের মধ্যে নির্দিষ্ট ভাষা একটি নির্দিষ্ট ধারণা বহন করে। সংস্কৃতি বিভিন্নভাবে পরিচালিত হতে পারলেও, ভাষাই হল তার মুখ্য বাহন।

সংস্কৃতি হল সামাজিকভাবে শিক্ষিত ও ভাগা করা ধারণা যা এক সমাজের সদস্যদের মধ্যে এক। বিশ্বের সমাজে গোষ্ঠীসমূহ, মানুষদের পৃথকীকরণে সংস্কৃতি ভূমিকা পালন করে।

- **সংস্কৃতির শ্রেণিবিভাগ :**

সমাজবিদরা সংস্কৃতিকে দুটি পারস্পরিক সংযুক্ত দিকে বিভক্ত করেছেন— ১) পার্থিব সংস্কৃতি ও ২) অপার্থিব সংস্কৃতি

১) পার্থিব সংস্কৃতি : পার্থিব সংস্কৃতি বলতে, মানুষের ব্যবহৃত ভৌত বস্তু, সম্পদ, স্থানকে বোঝায় যা সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করে। এটি ঘড়বাড়ি, প্রতিবেশী, শহর, প্রতিষ্ঠান, অফিস, কারখানা, যন্ত্র, যন্ত্রাদি, দোকান ইত্যাদিকে বোঝায়। সংস্কৃতির এসব ধরনের ভৌতদিকগুলি তার সদস্যদের আচরণ ও ধারণা বোঝাতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ—প্রযুক্তিবিদ্যা-বর্তমান ভারতের ভৌতসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য শিক্ষণীয় শিক্ষা।

২) অপার্থিব সংস্কৃতি : অপার্থিব সংস্কৃতি বলতে, মানুষের অভৌত ধারণাগুলি যেমন—বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নিয়ম, নীতি, ভাষা, গোষ্ঠী ইত্যাদিকে বোঝায়। অপার্থিব সংস্কৃতির ধার্মিক ধারণা হিসাবে ভগবান, পূজো, নীতি, মূল্যবোধকে বোঝায় এই বিশ্বাসগুলিই নির্ধারণ করে—কীভাবে একটি সংস্কৃতি ধার্মিক ব্যবস্থা, অসুবিধা, ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া দেবে।

অপার্থিব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সমাজবিদরা নানা প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা সদস্যদের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণগুলিকে নির্ধারণ করে। এগুলির মধ্যে প্রধান ৪ টি হল— সংকেত, ভাষা, মূল্যবোধ ও রীতি।

- **সংস্কৃতির কাজ :**

সমাজে একই সংস্কৃতির মধ্যে একই বিশ্বাস, রীতি, মূল্যবোধ-এর সদস্যদের লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু সংস্কৃতি একটি সার্বজনীন মানব ঘটনা, সেহেতু সংস্কৃতির সাথে মানুষের সার্বজনীন চাহিদার সম্পর্কে প্রশ্ন চলে আসে এবং এটিই সংস্কৃতির কাজ সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে। সমাজবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতির বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—যা সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয়ই হতে পারে।

১। **সংস্কৃতি ঘটনাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে :** প্রতিটি সংস্কৃতিরই প্রতিটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার সূক্ষ্ম সূত্র আছে। এটি নির্ধারণ করে যে কেউ ঝগড়া করবে, না দৌড়াবে, না হাসবে, না ভালোবাসবে। যেমন—কেউ কোমরের উচ্চতায় ডানহাত বাড়িয়ে দিলে, আবার অন্য সংস্কৃতিতে কেউ দুহাত জড়ো করে 'নমস্কার' করলে—উভয়ই সমান অর্থ বহন করে অথচ প্রতিটিই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে। অর্থাৎ, হাত বাড়ানোর ভঙ্গিটি অন্য সংস্কৃতিতে ঝগড়া বা সতর্কবার্তাও বহন করতে পারে।

২। **সংস্কৃতি মনোভাব, মূল্যবোধ ও লক্ষ্যকে সংজ্ঞায়িত করে :** প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে কোনটি ঠিক, সুন্দর ও সত্য তা বুঝতে শেখে। ভাষা শিক্ষার মতই এগুলি যে অচেতনভাবেই শেখে। মনোভাব হল মানুষের কোনো একটি নির্দিষ্টভাবে অনুভব বা ক্রিয়ার ঝোঁক। মূল্যবোধ ভালো বা কাম্যতার মাত্রা পরিমাপ করে। যেমন—নিজস্ব সম্পদ, সরকারি ও অনান্য বস্তু এবং অভিজ্ঞতাকে মূল্য দেওয়া হয়। লক্ষ্য হল সেগুলো যা মূল্যবোধ দ্বারা যোগ্য বলে মনে করা হয়, যেমন—প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা। এই লক্ষ্যগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সংস্কৃতি কোনো ব্যক্তিকে উচ্চাকাঙ্খী করে তোলে। এভাবেই, সংস্কৃতি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

৩। **সংস্কৃতি পৌরাণিক কথা, উপকথা ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে :** পৌরাণিক কথা, উপকথা প্রতিটি সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলি শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করে, প্রয়াসকে শক্তিশালী করে, উৎসর্গ করে ও শোকে সান্ত্বনা দান করে। এগুলি সত্য কিনা তা সমাজে অপ্রয়োজনীয়। যেমন—ভূতবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ভূতের অস্তিত্ব আছে ও ভূতবিশ্বাসী নন, তাদের ক্ষেত্রে ভূত অস্তিত্বহীন পৌরাণিক কথা ও উপকথা এক গোষ্ঠীর আচরণে শক্তিশালী শক্তি হিসাবে কাজ করে।

সংস্কৃতি এক ব্যক্তিকে তৈরী থাকা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা দেয়। ঐশ্বরিক শক্তির প্রকৃতি ও নীতির গুরুত্ব সংস্কৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যক্তিটিকে চয়ন করতে হয় না বরং সে আগে থেকে কোনো না কোনো ধর্মভুক্ত হয়ে থাকে যার ঐতিহ্য, প্রথা জীবনের প্রধান প্রশ্ন, ভাগ্য ও সংকট-এর উত্তর দেয়।

৪। **সংস্কৃতি আচরণগত আদর্শের যোগান দেয় :** এক ব্যক্তিকে সঠিক খাবার গ্রহণ বা অন্যান্যদের সাথে জীবনযাপনের জন্য পরীক্ষা ত্রুটি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়ার দরকার পড়ে না। সে পূর্বে তৈরি আচরণগত আদর্শগুলিকে অনুসরণ করে ও শিখে যায়। সংস্কৃতিই পরিণয়ের পথ প্রশস্থ করে। কোনো ব্যক্তিকে সঙ্গীর জন্য খুঁজে বেড়াতে হয় না, সে সেটি সমাজ থেকেই শিখে যায়।

যদি কোনো ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য উন্নতি করতে চায়, সেক্ষেত্রে সংস্কৃতি মানবক্রিয়ায় বাঁধন লাগায় এবং সুযোগ্য আচরণবিধির দিকে তাকে নির্দেশ করে। একটি নীতি নিয়মহীন সমাজ যা ঠিক-ভুল আচরণকে আলাদা করতে পারে না। তা ঠিক একটি যানচলাচলের সংকেতহীন ব্যস্ত রাস্তার মত।

সামাজিক অনুরূপ কখনোই সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাবের ধারণা নিয়ে থাকতে পারে না।

- **সংস্কৃতি ও সমাজ :**

সংস্কৃতি, সমাজ ও ব্যক্তিত্ব-এর সম্পর্ক রাল্ফ লিনটন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে— "A society is organised group of individuals. A culture is an organised group of learned responses.

The individual as living organism capable of independent thought feeling and action, but with his indepence limited and all his resources profoundly modified by contact with the society and culture in which the develops.

একটি সমাজ সংস্কৃতিকে ছাড়া অস্তিত্বহীন। ব্যক্তি ও ব্যক্তিসমষ্টি ও তাদের গোষ্ঠী সমাজ গঠন করে। মানুষেরা সংস্কৃতি বহন ও প্রেরণ করে, কিন্তু তারা নিজেরা সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি সমাজের অন্তর্ভূক্ত না হলে কাজ করতে পারে না, আবার সমাজ ও সংস্কৃতির নির্দেশ ছাড়া চলতে পারে না। সমাজ ও সংস্কৃতি একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিক ও পারস্পরিক। উপাদান অংশের চেয়ে এর সমগ্র ধরন ও সংগঠন বেশি পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ।

- **সংস্কৃতির বিস্তার :**

শিক্ষার মতই সংস্কৃতির ৩ টি প্রধান দিক আছে, যথা—

১. জ্ঞান সম্বন্ধীয় দিক : সংস্কৃতির জ্ঞান সম্বন্ধীয় দিক চিন্তা, কল্পনা, স্মরণ করা ও চিহ্নিত করণ নিয়ে গঠিত। জ্ঞান সম্বন্ধীয় দিকের মূল ক্ষেত্র হল— যা সত্য হিসাবে মনে করা হয়, তার উপর বিশ্বাস ও ধারণারক্ষা করা। বিশ্বাস হল প্রত্যয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষ এই বিশ্বাসকেই সত্য বলে মনে করে এবং এর দ্বারা চালিত হয়, এমনকী বিশ্বাস সত্য না হলেও। অনেকক্ষেত্রে বিশ্বাসের কোনো কারণ প্রয়োজন হয় না। যেমন—কোনো বাড়ির সামনে কুকুর ডাকলে গৃহস্থ অসুবিধা বা বিরক্ত হতে পারেন, কিন্তু তার কোনো না কোনো তত্ত্বগত কারণ থাকে আবার না ও থাকতে পারে।

২. পার্থিব দিক : সংস্কৃতির পার্থিব দিকগুলি স্পষ্ট ও বাস্তব বস্তুসমূহ নিয়ে গঠিত, যেমন—গাড়ি, যানবাহন, উড়োজাহাজ, ঘরবাড়ি, রাস্তা প্রভৃতি। কোনো সাধারণ মাপানী যন্ত্র দিয়ে পার্থিব দিকগুলি পরিমাপ করা যায় না। বিভিন্ন বয়সী ও ভিন্ন গোষ্ঠীভেদে সিদ্ধান্তগুলি পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন— পিকাসোর চিত্র একগোষ্ঠীর কাছে জঘন্য মনে হলেও অপর গোষ্ঠীর কাছে মূল্যবান হতে পারে। ব্যক্তিগোষ্ঠী অর্থ না সরবরাহ করলে, কোনো পার্থিব বস্তুরই পার্থিব দিক ও অর্থ থাকে না।

৩. আদর্শগত দিক : সংস্কৃতির আদর্শগত দিকটি স্বাভাবিক আচরণগত ধারণা নিয়ে গঠিত। এটি এক গোষ্ঠী থেকে কীরূপ আচরণ প্রতিক্ষিত তা বলে। আদর্শগত দিকের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল— রীতি, আদর্শ, অধিকার ও মূল্যবোধ।

১. নিয়ম— নিয়ম হল প্রমাণ গোষ্ঠী আচরণ। নিয়ম মজ্জাগত যার দ্বারা প্রাত্যহিক কার্যগুলি সম্পন্ন হয়, যেমন—ছোটোরা গুরুজনদের সম্মান করবে। নিয়মকে ৩ টি মূলভাগে বিভক্ত করা যায়—জলনিয়ম, প্রথা, আইন। এই তিনটি মূলভাগে বিভক্ত করা যায়—জলনিয়ম, প্রথা, আইন। এই তিনটি ভাগ একটি সমাজে বিভিন্নভাবে গুরুত্ব পায়।

ক) জলনিয়ম — জলনিয়ম বলতে প্রকৃতপক্ষে জনগণ বা লোকজনের নিয়ম বা উপায়কে বোঝায় যা মানুষের নিজস্ব চিন্তার দিক, অনুভূতি ও ব্যবহারকে নির্দেশ করে। জননিয়মকে না মানা মূল্যবোধকে

আঘাত করে না। যদিও তা নিয়মবহির্ভূত হতে পারে, যেমন—একটি মানুষ দিনে ১০ বার খাবার খেতে পারে, দেখা হলে কেউ নমস্কার না করতে পারে।

খ) প্রথা— প্রথার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথালঙ্ঘন সমাজ-সংস্কৃতি তে প্রত্যাখ্যান ও তার পালন স্বীকৃতি প্রদান করে। শিশুদের অবৈধ আচরণ বন্ধ করাই প্রথার কাজ।

গ) আইন— আইন হল তৃতীয় প্রধান নিয়ম। আইন হল এমন কে নিয়ম যা বিধি অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত হয়েছে ও জ্ঞানত প্রযুক্ত হয়েছে।

২. অধিকার— অধিকার হল সমাজে স্বীকৃত আচরণবিধি পালনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পুরস্কার বা তিরস্কার। বিধিবদ্ধ অধিকারগুলি কেবলমাত্র আধিকারীক আখ্যায়িত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন—বিচারপতি, যার দোষীকে মৃত্যুদন্ড দেবার অধিকার আছে। অবিধিবদ্ধ বা অআনুষ্ঠানিক অধিকারগুলি বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে, যেমন—বাজে আচরণের জন্য কাউকে ভর্ৎসনা করা। এগুলি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয়ই হতে পারে, এবং এক সমাজ থেকে অপর সমাজে এর মাত্রা ভিন্নরকম হতে পারে। যেমন—চুরির অপরাধে যেখানে কোনো দেশে জেল হতে পারে, সেখানে সৌদি আরবে একই অপরাধে দুহাত কেটে দেওয়া হয়।

৩. মূল্যবোধ— মূল্যবোধ হল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা। দৈনিক জীবনে মূল্যবোধের ভূমিকা অপরিসীম, কারণ নিয়মগুলি সামাজিক মূল্যবোধ-এর উপর গঠিত। যেমন— যে সমাজ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সেখানে মানুষের স্বাধীনতারক্ষার নিয়ম বর্তমান। মূল্যবোধ মানুষের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে কার্যকরী এবং সেজন্যই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **সংস্কৃতি ও শিক্ষা :**

সংস্কৃতি ও শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। প্রতিটি ব্যক্তিই একটি সমাজে জন্মায় যা তাকে নির্দিষ্ট কিছু আচরণবিধি ও মূল্যবোধ শেখায়, যেগুলি পরবর্তী জীবনে তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

অর্থাৎ সংস্কৃতি মানুষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে। থিওডোর ক্রামেন্ড যেভাবে বলেছিলেন— "It is from the stuff of culture that education is directly created and that gives to education not only its own tools and materials but its reason for existing at all". শিক্ষার উপর সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সামাজিক জীবন শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত, আবার শিক্ষা সমাজ দ্বারা প্রভাবিত একটি সাংস্কৃতিক মানুষ শিক্ষার দ্বারা গঠিত হয় আবার শিক্ষা সাংস্কৃতিক মানুষ দ্বারা লালিত পালিত হয়।

সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষার কাজ—

১. সংস্কৃতির সংরক্ষণ— শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করা। যদি শিক্ষা সামাজিক সংরক্ষণ না করে, সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও বজায় থাকতে পারে না। সাংস্কৃতিক বিবর্তন ঘটাতে বিদ্যালয়ের উচিৎ তার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐতিহ্যের মূল্যবোধ ও প্রমাণবোধ জাগ্রত করা। শিক্ষার এই সংরক্ষণমূলক কাজগুলিকে প্রেসি নান বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। একটি দেশের বিদ্যালয়ের কাজই হল— "Is to lonsolidate its spiritual strength, to maintain its historic

continuity, to secure its past achievements and to gurrantee its future". রাধাকৃষ্ণাণ-এর প্রতিবেদন এও বিদ্যার সংরক্ষণমূলক কাজগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পন্ডিত নেহেরু বলেছিলেন, "Education must help in preserving the vital elements of our heritage. তার মতে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মূলবস্তুই হল— "Love of beauty and truth, spirit and tolerance, capacity to absorb other cultures and work one new synthesis.

২. **সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা**— রাজনীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ সমাজে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে পরিবাহিত করাও শিক্ষার এক কাজ। এর ফলে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং এক দেশ এর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়।

৩. **সংস্কৃতির প্রেরণ**— শিক্ষা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রক্ষক। এটি সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, রীতি-নীতিকেও রক্ষা করে। এটি সাংস্কৃতিক ধরণ প্রেরণেও সহায়তা করে। .. কথায় "One of the tasks of education is to hand over the cultural values and behavioural patterns of the society to her young and potential members". সংস্কৃতির প্রেরণা ভিন্ন মানবসমাজের বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব নয়।

৪. **নতুন সাংস্কৃতিক ধরন**— শিক্ষা শুধুমাত্র সংস্কৃতির প্রেরণ ঘটায় না, এটি নতুন সাংস্কৃতিক ধরণও সৃষ্টি/গঠন করে। এটি বিদ্যমান প্রয়োজনীয় সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনগুলি আন্তঃসাংস্কৃতিক গঠন অথবা নতুন জ্ঞান গঠনে প্রয়োজনীয়।

৫. **সংস্কৃতির অগ্রগতি**— শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতিসাধন ও অগ্রগতিতে সাহায্য করে। এর ফলে অধিকতর ও সুখী সমাজ সৃষ্টি হতে পারে। ডি. জে. ও ক্যানন বলেছেন, "If each generation had to learn for itself what has been learned by its predecessors, no sort of intellectual or social development would be possible and the present state of society would be little different from the society of the old stone age." অর্থাৎ, শিক্ষা মানুষের অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনঃসংগঠিত ও পুনর্গঠন করে এবং এর উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি।

৬. **সাংস্কৃতিক ধরণের সমন্বয়**— পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক ধরনের মধ্যে নিজের সমন্বয় ঘটাতে শিক্ষা সহায়তা করে। অর্থাৎ সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ, পরিবর্তন, সমৃদ্ধি, স্বীকৃতি প্রচার ও পুনর্গঠন-এর জন্য শিক্ষা প্রয়োজনীয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির কাজ—

১. **ব্যক্তিত্ব পরিমার্জনে সহায়ক**— জাতির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা সমষ্টির জ্ঞানলাভের দ্বারা সংস্কৃতি এবং ব্যক্তির ভৌত, বৌদ্ধিক, নান্দনিক, নৈতিক পরিমার্জনে সহায়তা করে। অর্থাৎ, সংস্কৃতি মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুন্দর করে তোলে ও মানবজীবনে লাবণ্য দান করে।

২. **ব্যক্তির সামাজিকিকরণে সহায়ক**— সংস্কৃতি ব্যক্তির সামাজিকিকরণে সহায়তা করে। এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে সামাজিকরণে নির্দেশ ও মান ভিন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় তাই সংস্কৃতি সহায়তা করে।

৩. **সামাজিক সমন্বয়ে সহায়ক**— সাংস্কৃতিক জ্ঞান সামাজিক সমন্বয় ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।

৪. **সমাজকে বুঝতে ও উন্নতি সাধনে সহায়ক**— সংস্কৃতি কোনো ব্যক্তিকে মানবসমাজকে পুরো পুরিভাবে বুঝতে সহায়তা করে। এটি ধারণা করতে সাহায্য করে যে কোথায় এবং কোনদিকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিৎ ও কোথায় থামতে হবে।

৬.৫ একবিংশ শতকের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন

- **ভূমিকা :**

"International Commission on Education for the Twenty first Century Report" (UNESCO, 1996)-এর ভূমিকায় উল্লেখিত আছে যে, ভবিষ্যৎ-এর নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হলে, তার সম্ভাব্য সমাধানের জন্য ও আদর্শ শান্তি, স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষাই হল অবশ্য সম্পদ। এই কমিশন আরও বলেছে যে, কোন ব্যক্তি তথা সমাজের বক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের উদ্দেশ্যেও শিক্ষার একটি মৌলিক ভূমিকা বর্তমান।

- **সম্মুখ দৃষ্টিপাত :**

বিগত পঁচিশ বছর ধরে বহু গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে। সর্বাঙ্গিন অর্থনৈতিক বিকাশকে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সাম্যতা, সম্মান, সামঞ্জস্যবিধান এর দ্বারা আদর্শরূপে বিচার করা হয় না। এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলি এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে ভালো অবস্থার হস্তান্তরিত করার সংকল্প নেওয়া উচিৎ।

সমাজ ও শিক্ষা কিভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তা পূর্বেই জানা গেছে। ১৯৮০ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে বহু সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছিল। বিশ্বায়নের মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি দেশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল বহুলাংশে। আর তারই রেশ ধরে শেষ শতাব্দীর সময়কালে ছটি মৌলিক চিন্তার বিষয় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

- **চিন্তার অতিক্রম :**

সাতটি মৌলিক চিন্তা যা একবিংশ শতকে এক উন্নততর বিশ্বগঠনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন, তা হল—

১. **ব্যক্তিত্ব পরিমার্জনে সহায়ক সহায়তা**— স্থানীয়ভাবে দেশ ও তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীর প্রতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠা প্রয়োজন।

২. **সার্বজনীন বনাম ব্যক্তিগত**— সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে। কিছুটা সময় পর্যন্ত তা আংশিক থাকে বিশ্বায়নের প্রতিশ্রুতিগুলি যেমন অস্বীকার করা যায় না, ঠিক তেমনি ব্যক্তির নিজস্ব অনন্য স্বভাবগুলি হারিয়ে যাবার ঝুঁকিও এক্ষেত্রে বর্তমান। সাবধান না হলে, সমসাময়িক বিকাশের দ্বারা ব্যক্তির মূল সত্ত্বা বিপন্নও হতে পারে।

৩. **ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা**— অতীতকে পেছনে না ফেলে, কিভাবে পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া সম্ভব? অন্যান্যদের স্বাধীন বিকাশের সমসাময়িকভাবে এক ব্যক্তির স্বকীয়তা গড়ে ওঠে? কিভাবে নির্দিষ্ট বিকাশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রশ্নগুলির সমাধান হিসাবে এটাই বলা যায় যে ঐতিহ্যকে সাথে নিয়েই নতুন মতার্দশ কে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই সামগ্রিক উন্নতি লাভ সম্ভব।

৪. দীর্ঘমেয়াদি বনাম স্বল্পমেয়াদী চিন্তাভাবনা—এই চিন্তা সব-সময়ই বর্তমান। এমন টা শিক্ষানীতির নির্ধরণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৫. প্রতিযোগিতা বনাম সুযোগের সাম্যতা— এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা শতাব্দীর শুরু থেকেই পুনরায় ভাবতে ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা গ্রহণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং শিক্ষা বিষয়ক নীতি রচয়িতাদের ভাবিয়েছে।

৬. অসীম জ্ঞান বনাম মানুষের অঙ্গীভূত হবার সীমিত ক্ষমতা— স্ব-জ্ঞান, মানসিক ও দৈহিক অনুকূলতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ইত্যাদি বহু নতুন বিষয় নিয়ে কমিশন শিক্ষার বিস্তারের প্রস্তাব দিয়েছে।

৭. অপার্থিব বনাম পার্থিব— শিক্ষকের বুনিয়াদি কাজই হল ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে, বহুত্বতাকে স্বীকার করে, মন ও আত্মার বিশ্বব্যাপী উন্নতি সাধন করে প্রত্যেককে কাজ করতে উৎসাহিত করা।

—আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠী এমন এক শিক্ষাক্রমের খোঁজ করে যা এইসব চিন্তা, সমস্যাগুলি, শিক্ষা বিষয়ক দর্শন এর দ্বারা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ায় সাহায্য করে। 'The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনকে (Interntional Commission on Education for 2st century ১৯৯৩-১৯৯৬, একবিংশ শতকের জন্য নিয়োগ করেছে। চিন, ফ্রান্স, জাপান, পোলান্ড, ভারতের মতো ১৪ টি দেশের সদস্যদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত। এই কমিশনের রিপোর্টটি ১৯৯৬ সালে "Learning : The Treasure within'' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ও UNESCO-এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন-এর প্রধান ছিলেন ফ্রান্সের জ্যাকাস ভেলোরস্। এজন্যই এই রিপোর্টকে 'ভেলোরস্ রিপোর্ট', ১৯৯৬ নামেও অভিহিত করা হয়।

- **শিক্ষার চারটি স্তম্ভ**—

উক্ত কমিশনের প্রারম্ভিক প্রচ্ছদে শিক্ষাকে 'মানব বিকাশের' সবচেয়ে সমন্বয়পূর্ণ ও গভীর গঠন যা দারিদ্র্য বহিষ্কার, উপেক্ষা, নির্যাতন ও যুদ্ধ হ্রাস করার এক নীতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কমিশনের মতে শিক্ষার মূল চারটি স্তম্ভ বর্তমান, যথা—

১. জানার জন্য শিক্ষা

২. কাজ করার জন্য শিক্ষা

৩. সহাবস্থানের জন্য শিক্ষা

৪. সত্ত্বার বিকাশের জন্য শিক্ষা

১. জানার জন্য শিক্ষা— এইপ্রকার শিক্ষা, শিক্ষার নানা সরঞ্জাম-এর থেকে কাঠামোগত শিক্ষার অর্জনের সাথে কম সম্পর্কযুক্ত। এটি মানবসমাজের অস্তিত্বের কারণ ও সমাপ্তি উভয়ই বোঝায়। এর কারণ দেখলে দেখা যায় যে, মানুষকে তার জীবন মূল্যবোধসহ বাঁচতে, কর্মদক্ষতার বিকাশ ঘটাতে ও অন্যান্য—মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে অর্থাৎ তার পারিপার্শ্বিক বিশ্বকে বুঝতে হবে। আবার সমাপ্তি হিসাবে দেখলে দেখা যায় যে, বোঝাপড়া, জ্ঞান ও আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত আনন্দ দ্বারা সংযুক্ত। শিক্ষার দিকগুলি গবেষকরা ভালোভাবে উপভোগ করতে পারলেও ভালো শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রত্যেকেই তা উপভোগ

করতে পারে। বাজার চলতি দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দেওয়া মৃতপ্রায় সাধনা হলেও বিদ্যালয় ত্যাগের বয়স ও বিশ্রামের সময় বৃদ্ধি বয়স্কপ্রাপ্তদের ব্যক্তিগত অধ্যয়নের সুযোগ বেড়ে যায়। যত জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়, তত পরিবেশের বিভিন্ন দিগন্ত বেশি ভালো করে বোঝা যায়। এই প্রকার অধ্যয়ন অধিকতর বুদ্ধিমত্তার ঔৎসুক্যকে উৎসাহিত করে, সমালোচনামূলক কর্মদক্ষতাকে ধার দেয় ও মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক বিশ্ব এ সম্পর্কে নিজস্ব মত গ্রহণে পারদর্শী করে তোলে। এই একভঙ্গি থেকে দেখলে, সবক্ষেত্রের সব শিশুরাই শিক্ষাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার সুযোগ পাবে ও সারা জীবনব্যাপী শিক্ষার শিক্ষার্থী হতে পারবে।

এটি মনের একাগ্রতা, স্মৃতিদক্ষতা, চিন্তার দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে বলে। এক ব্যক্তিকে অপর বস্তু বা ব্যক্তির উপর কিভাবে একাগ্র হতে হয়, তা শেখা প্রয়োজন। একাগ্রতা উন্নতির দক্ষতাগুলি বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন শিক্ষণ সুযোগের মাধ্যমে খেলা, কার্যঅভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ক্রিয়াকলাপ—এর দ্বারা মানুষের জীবনব্যাপী হতে পারে। অভিভাবক ও শিক্ষকের থেকে প্রথম চিন্তন শেখা হয়। এই প্রক্রিয়াটি ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান ও বিমূর্ত চিন্তা—এই দুই নিয়ে সংগঠিত হয়। শিক্ষা ও গবেষণা এই দুই-ই ন্যায়িক ও প্রস্তাবনামূলক যুক্তিকে একত্রিত করে, যা আপাতভাবে বিপরীতধর্মী প্রক্রিয়া।

যেখানে যুক্তির একক্ষেত্র অপর ক্ষেত্রের থেকে বিষয় ভেদে অধিকতর উপযুক্ত হতে পারে, সেখানে কোনো একটি যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তা এই দুইক্ষেত্র একত্রে ছাড়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। 'চিন্তার জন্য শিক্ষা' প্রক্রিয়াটি একটি জীবনব্যাপী ক্রিয়া ও প্রতিটি মানুষের কর্মঅভিজ্ঞতার ফলে এটি প্রবলতর হয়। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে মানুষের কাজ যত বাঁধাধরা কম হবে, তারা তত বেশি চিন্তাদক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ বেশি পাবে। শিক্ষা মূলত জীবনের প্রয়োজনীয় দরকারি তথ্যসমূহ খুঁজে বের করার প্রয়াস। শিক্ষকের ভূমিকাই হল শিক্ষার্থীদের পান্ডিত্যগ্রহণ ও গভীরভাবে বিষয়কে বোঝার দক্ষতাকে ত্বরান্বিত করা। এক্ষেত্রের দক্ষতাগুলি হল— স্বাক্ষরতা, সংখ্যামান ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা।

২. **কাজ করার জন্য শিক্ষা**—এটি কর্মক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ-এর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত : ভবিষ্যৎ-এ কার্যক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজের জন্য কর্মদক্ষ মানুষ গড়ে তুলতে কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা উচিত? এক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়—শিল্পজাত অর্থনীতি যেখানে দৈনিক মাইনের ভিত্তিতে মানুষ কাজ করে ও অন্যান্য অর্থনীতি যেখানে সাধারণ কাজ, স্বনির্ভরতা দেখা যায় —এই দুই-এর মধ্যে।

অর্থনীতির এই দিকগুলি তাদের জ্ঞান ও উন্নততর জ্ঞানকে নতুনত্ব প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও ব্যবসা তৈরি করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। 'কাজ করার জন্য শিক্ষা' শুধুমাত্র দক্ষতা, উৎপাদন পদ্ধতির মত নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক কাজ ও প্রশিক্ষণ নয়, এটি দৈনন্দিন কাজ করার জ্ঞান প্রয়োগের থেকেও অধিক। নব্য শতকের প্রবণতাগুলি হল—

- প্রত্যয়িত দক্ষতা থেকে ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা
- দৈহিক শ্রম—কর্মকেন্দ্রিক শিল্প থেকে স্থানান্তর
- অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির কর্মক্ষেত্র এবং
- উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ

এক্ষেত্রে বলা যায় যে, শিখন প্রক্রিয়াটি বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটায়, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে, মূল্যবোধ, বুদ্ধিমত্তা, স্বভাব, পুরস্কার, অনুভব ও সমিতির জ্ঞানত চয়ন ও স্বীকৃতি দেয় যার দ্বারা কোনো উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া দেওয়া সম্ভব হয়। শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞানকে জানার কাজেই লাগায় না, এটি বিভিন্নক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানেও কাজে আসে। 'কাজ করার জন্য শিক্ষা' কে উপলব্ধি করানোর জন্য বিদ্যালয়ের উচিৎ শিক্ষার্থীদের দক্ষতা চিনতে, প্রয়োগ করতে ও আগ্রহ সঞ্চার করতে। তাদের ত্বরান্বিত করা। যদিও বংশগতি শিক্ষার্থীদের প্রতিভা ও দক্ষতাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে, মেধার বৃদ্ধি ও বিকাশ পরিবেশের উপরও নির্ভরশীল।

জীবনকে বজায় রাখার জন্য দক্ষতা প্রয়োজনীয় এবং কেবল জ্ঞানের পান্ডিত্য দ্বারা তা সম্ভব নয়। সুতরাং "কাজ করার জন্য শিক্ষা" ভিত্তিগত প্রশিক্ষণ-এর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রধান ধারণা হল—"ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা" যা অনিশ্চিত কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করতে শেখায় ও সামাজিক দক্ষতা, বৃত্তিগত দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করে।

৩. সহাবস্থানের জন্য শিক্ষা—এক্ষেত্রে বলা যায় যে, শিক্ষার দুটি পরিপূরক অভিমুখে অভিযোজন ঘটানো উচিৎ। প্রাথমিক স্তরে মানব বৈচিত্র্য, সাম্যতার প্রতি সচেতনতা ও মানুসের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর এর ক্রিয়াকেন্দ্র উপস্থিত। এটি অপরকে সম্মান জানাতে, তাদের ইতিহাস, ধার্মিক মতবাদ ইত্যাদিকে সম্মান দিতে শেখায়। বিদ্যালয় থেকেই সহাবস্থানের, পারস্পরিক সম্মানের, উদারমনা, প্রদায়ী ও গ্রহণের স্বভাবগুলি গড়ে ওঠা প্রয়োজন। এই অবস্থাটি দুই গোষ্ঠী, মতবাদ বা ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার বৃদ্ধি ঘটায়। শিক্ষাপ্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ যেসব দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটে তা ব্যক্তির পরিবেশে ভূমিকা পালন বা একই সময়ে তার যথাযথ ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।

শিক্ষাগোষ্ঠীর মধ্যে নিজস্ব ও অন্যান্যদের ভূমিকার বোঝাপড়া গোষ্ঠীর সামাজিকিকরণে সাহায্য করে। শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপে ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে, একই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করাকে উৎসাহিত করণ উচিৎ। মানববৈচিত্র্য, সাম্যতার সচেতনতার ক্রমবিকাশ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ প্রয়োজনীয়। কমবয়সীদের উপর ধনাত্মক প্রভাবের জন্য সহধর্মীতার শিক্ষাও প্রয়োজনীয়। কমবয়সীদের উপর ধনাত্মক প্রভাবের জন্য সহমর্মীতার শিক্ষাও প্রয়োজনীয়। অন্য মানুষদের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার শিক্ষাও এই স্তম্ভের একটি অংশ। একবিংশ শতকে শিক্ষাক্ষেত্রের এক অত্যাবশ্যক অস্ত্র হল—মতবিনিময় ও আলোচনা।

সমসাময়িক বিশ্বে মানবসভ্যতার উন্নতির আশার বিপরীতে হিংসা সমাজকে প্রায়শই অবদমিত করে। মানব ইতিহাস মতানৈক্য দ্বারা অনবরত কলঙ্ক লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু দুটি নতুন উপাদান দ্বারা তার ঝুঁকি বেড়েছে। প্রথমত, বিংশ শতকে মানুষের দ্বারা আত্মহননের অভাব ও অস্বাভাবিক প্রবণতা তৈরি হয়েছে। অপরদিকে, নতুন মাধ্যম তৈরি হয়েছে যা সারা বিশ্বকে এইসব ধংসাত্মক খবর ও যাচাইহীন তথ্য দিতে পারে। জনগণের মত অসহায় দর্শক হয়ে গেছে। এমনকী তা ঝামেলা সৃষ্টিকারীদের বন্দী হয়েছে, যতক্ষণ না শিক্ষা এ বিষয়ে প্রশমন ঘটাতে পারে।

এর উন্নতি ঘটাতে বা শান্তভাবে মতানৈক্য মেটাতে, শিক্ষাকে দুটি সমসাময়িক পদ্ধতির গ্রহণ করতে হবে। শিশু অবস্থা থেকেই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ—

ক. "অন্য মানুষদের আবিষ্কার" শিক্ষার প্রাথমিক থেকে শেষ স্তরে, ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় অন্যদের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা,

খ. "একই লক্ষ্যের দিকে"—পরবর্তী সুপ্ত ঝামেলা বা মতানৈক্যের এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি কার্যকরী দিক।

৪. **সত্ত্বার জন্য শিক্ষা**—কমিশন কঠোরভাবে একটি মৌলিক নীতির কথা বলেছিল— "mind, body, intelligence, sensivity anesthetic appreciation and spirituality". শিল্প ও যুবক-যুবতী দ্বারা এটি গ্রহণ প্রয়োজন যার দ্বারা তাদের জীবনব্যাপী বিভিন্ন স্তরে ও ঘটনায় স্বাধীনভাবে, সমালোচনামূলক চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিক আচরণের ফলপ্রসূ হতে পারে।

এটি নিজস্বীকরণ প্রক্রিয়ার দক্ষতা ও জ্ঞানের পান্ডিত্য অর্জন। এটি প্রতিভা, কৌতূহল, দৈহিক বিকাশ, মনস্তত্ত্ব, ব্যক্তিগত প্রচার ও শিশুদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে যুক্ত। এটি মানুষকে মন ও দেহ, বুদ্ধিমত্তা, সংবেদশীলতা, নান্দনিক উৎসাহপ্রদান ও আন্তরিকতার দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। শিক্ষা মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে, পরিবারের সদস্য হিসাবে বা গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে দক্ষতা দান করে সৃজনশীল, উৎপাদক ও প্রযুক্তির আবিষ্কারক হিসাবে গড়ে তোলে। নিজস্বতাকে চাহিদা ও পরিচায়ের বোঝাপড়ার প্রক্রিয়া হিসাবেও বর্ণনা করা হয়। সমাজের রীতি, নীতির অনুযায়ী ব্যবস্থা করার মাধ্যমে মানুষ আসলে স্ব-বাস্তবায়নের দ্বারা সফল মানুষ হতে শেখে। এটিই স্বাধীন হওয়ার শিক্ষা, একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে গড়ে ওঠার শিক্ষা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নতুন কমিশন কিভাবে ব্যক্তি ও সামাজিক বিকাশের উপর শিক্ষার ক্রিয়া সম্পর্কে জোর দিয়েছে। শিক্ষার অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও অন্যান্য সুবিধাও বর্তমান। শিক্ষার চারটি স্তম্ভ অ-অর্থনৈতিক ব্যক্তিগত বিকাশ এবং অর্থনৈতিক সামাজিক বিকাশ এই দুই বা এর উপর জোর দিয়েছে। "জানার জন্য শিক্ষা" ব্যক্তির নিজস্ব বিকাশের পাশাপাশি জীবন অভিজ্ঞতা থেকে পুনঃশিক্ষার কথা বলে। এটি জীবনব্যাপী শিক্ষার কথা বলে। এটি ব্যক্তির সাথে সাথে সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশের কথাও বলে। "কাজ করার জন্য শিক্ষা" দক্ষতা ও মানবসম্পদের উপর জোর দেয়। এটি এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিকাশের উন্নতিতে সাহায্য করে। বিশ্বায়নের এই বর্তমান যুগে, পারস্পরিক সম্মান প্রদান, বৈচিত্র্যের বোঝাপড়া ও স্বীকৃতি, আপাতভাবে ভিন্ন সংস্কৃতিগুলির মধ্যে মিল ও আন্তঃসম্পর্ক খোঁজার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয়-এর মধ্যে প্রতিযোগিতাকে প্রশমিত করা যায়। একমাত্র এইভাবেই সর্বব্যাপী সমাজ হিসাবে "সহাবস্থানের জন্য শিক্ষা" গ্রহণ সম্ভব। জ্ঞান ও দক্ষতার পাণ্ডিত্য এক ব্যক্তির সমাজে কার্যক্ষম হবার জন্য ভাবের প্রত্যয় প্রদান করে।

৬.৬ সারসংক্ষেপ

এই এককের পাঠন পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষা-জ্ঞানের বিকাশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক এবং একবিংশ শতকের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ সম্পর্কে মুখ্য

পরামর্শগুলির প্রধান দিকগুলি সম্পর্কে জানা গেছে। জ্ঞানের বিকাশ ও শিক্ষা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, এরা একই মুদ্রার দুই দিক। এই এককটি এদের পারস্পরিকতা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।

অন্য প্রসঙ্গে এটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বলে। সংস্কৃতির ধারণা ও সমাজে এর ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়। এটি শিক্ষার উপর সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির উপর শিক্ষা উভয়ের প্রভাব সম্পর্কেই বলে।

অবশেষে “International Education Commision for 2[1st] century; Major suggestions regarding four pillars of education”-এর প্রতিবেদন না “জেলার প্রতিবেদন” ১৯৯৬’ নামেও পরিচিত, তা সম্পর্কে বর্ণনা করে। UNESCO-এর প্রতিবেদনের শিক্ষার চারটি স্তম্ভ সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়।

৬.৭ স্ব-মূল্যায়নের প্রশ্নাবলী

১. জ্ঞান কী?

২. জ্ঞানের বিকাশে শিক্ষা কিভাবে সাহায্য করে?

৩. সংস্কৃতি কী?

৪. সংস্কৃতি কিভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে?

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষা কিভাবে সম্পর্কিত?

৬. জ্ঞানের বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করো।

৭. সংস্কৃতি ও শিক্ষার আন্তসম্পর্ক সম্পর্কে বলো।

৮. ভেলোরস্ কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৯. একবিংশ শতকের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনটির নাম কী?

১০. শিক্ষার চারটি স্তম্ভ কী কী?

৬.৮ তথ্যসূত্র

- Aggarwal, J.C. (2009). Teacher and Education in a Developing Spciety. New Delhi : Vikash Publishing House Pvt. Ltd.
- Aggarwal, J.C. (2010). Principles, Methods and Practice of Teaching, New Delhi: Vikash Publishing Hense Pvt Ltd.
- Dash B.N. (2006). Teacher and Education in the emerging Indian Society (Vol-II). Hyderabad : Neelkamal Publication Pvt. Ltd.
- Shankar Rao, C.N (2007) (Reprint). Sociology : Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought. New Delhi : S. Chand & Company Ltd.

- Singanavelu, G. (2010, 2012). Education in the Emerging Indian Society, Hyderabad: Neelkamal Pub. Pvt. Ltd.
- Bhatia, K.K. & Nanda, S.K. (2010). B. Ed. Guide. New Delhi : Kalyani Publishers.
- Chaliha, A. Saikia, T. and Saikia, R. (2014). Foundation of Education. for that : Vidyabhawan.
- Chaliha. B, Saikia, T. and Saikia, R. (2015). Sikhaz Darshanik Vitti. Jorhat : Vidyabhawan.
- Randhawa, Saira (2016). Social Control and Agencies of Social Control (www.slideshare.net).

NOTES

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

NOTES

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....